জানুয়ারি ২০১৩

lished by:
. Mokammel Huq, General Manager
artment of Communications and Publications
gladesh Bank. Website: www.bb.org.bd

সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যের ওপর নমুনা জরিপ প্রতিবেদন

জানুয়ারি ২০১৩

গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক

সমীক্ষা টিম

সমীক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার নিমিত্তে অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. মোঃ আখতারুজ্জামান এর নেতৃত্বে এবং গবেষণা বিভাগের মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ আখতারুজ্জান এর তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগ যথা-গবেষণা বিভাগ, পলিসি এনালাইসিস ইউনিট, মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট ও পরিসংখ্যান বিভাগের নিম্নোক্ত ১০ জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি সমীক্ষা কমিটি গঠন করা হয়। সমীক্ষা টীমের সদস্যদের নাম ও পদবী নিম্নে দেয়া হলো ঃ -

ক্রমিক নং	কর্মকর্তাদের নাম	পদবী ও বিভাগ	টিমে দায়িত্ব
১.	ড. মোঃ এজাজুল ইসলাম	উপ-মহাব্যবস্থাপক, গবেষণা বিভাগ	টিম লিডার
২	জনাব মুহঃ গোলাম মওলা	উপ-মহাব্যবস্থাপক, গবেষণা বিভাগ	সদস্য
৩	" মোঃ গোলজারে নবী	উপ-মহাব্যবস্থাপক, গবেষণা বিভাগ	"
৪	' মোঃ ছাইদুল ইসলাম	জেডি,গবেষণা বিভাগ	"
৫	" মোঃ ওয়াহেদুজ্জামান সরদার	জেডি, এমপিডি	"
৬	" সাইফুল আরেফীন	ডিডি,পরিসংখ্যান	"
৭	" সোহেল আহম্মেদ	ডিডি,পিএইউ	"
৮	" সৈয়দা ইশরাত জাহান	এডি, পিএইউ	"
৯	" খান মোঃ সাইদজাদা	এডি, পিএইউ	"
১০	" আয়শা আক্তার	এডি, পিএইউ	"

মুখবন্ধ

একটি দেশের আর্থিক ব্যবস্থাপনায়, বিশেষ করে বিনিয়োগ কার্যক্রম সুসংহত ও মজবুতভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে সঞ্চয় সক্রিয় ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে, জাতীয় সঞ্চয় প্রকল্প জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে থাকে। জাতীয় সঞ্চয়পত্র প্রকল্প-এর আওতায় বিভিন্ন পলিসি/পত্র আরও কার্যকর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণের ওপর একটি জরিপ পরিচালনা করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংককে নির্দেশ প্রদান করা হয়। এ প্রেক্ষিতে, বাংলাদেশ ব্যাংকের গবেষণা বিভাগের নেতৃত্বে জরিপ কার্যক্রম পরিচালিত হয় এবং জরিপটির চূড়ান্ত রিপোর্টটি ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভের পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের ওপর জরিপ পরিচালনার প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হলো ঃ

ক) সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা। বিভিন্ন গবেষণা জরিপ এবং সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় যে, আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে, আয়, ব্যয়, শিক্ষা, পরিবারের সদস্য সংখ্যা, বাসস্থান ইত্যাদি মানুষের সঞ্চয় প্রবণতার ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। আলোচ্য জরিপে উক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ বাংলাদেশের সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের মধ্যে "জাতীয় সঞ্চয়পত্র প্রকল্প" এর সঞ্চয় পলিসিসমূহ ক্রয়ের ক্ষেত্রে কতখানি প্রভাব বিস্তার করে তা নির্ধারণের জন্য একটা গবেষণাধর্মী পর্যালোচনা এবং উক্ত পর্যালোচনার ভিত্তিতে বিভিন্ন পলিসি বিকল্পের অনুসন্ধান করা হয়।

খ) সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের সঞ্চয়পত্র ক্রয় ও নগদায়নের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা আছে কিনা তা খুঁজে বের করা। বাংলাদেশ ব্যাংকের ৭টি শাখা, সোনালী ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহ,সঞ্চয়পত্র অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়সমূহ এবং ডাকঘরসমূহ থেকে সঞ্চয়পত্র ক্রয় ও নগদায়ন সম্পর্কে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে সঞ্চয়পত্র ক্রয় ও নগদায়নের সময় সঞ্চয়পত্র ক্রেতাগণ যে সকল সমস্যাবলীর সম্মুখীন হন সেগুলো সরেজমিন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে চিহ্নিত করাও সমীক্ষার আর একটি অন্যতম লক্ষ্য।

বাংলাদেশের জাতীয় সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যের ওপর সমীক্ষার জন্য প্রাথমিক ও গৌণ উভয় উৎস থেকেই উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত তথ্য/উপাত্তসমূহ যথাযথভাবে প্রক্রিয়া করে বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে আলোচ্য সমীক্ষার প্রয়োজনীয় তথ্য/উপাত্ত/সারণী প্রস্তুত করা হয়। উক্ত তথ্য/উপাত্ত/সারণী বিশ্লেষণের মাধ্যমে নমুনা জরিপ প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়।

প্রাথমিকভাবে ২০১০ বছরের জন্য বিভিন্ন সঞ্চয় প্রকল্পে বিনিয়োগকারীদের আনুমানিক ১ লক্ষ ৬২ হাজার ক্রেতাদের উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। এর মধ্যে থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক, সোনালী ব্যাংকের বিভাগীয় শহরের সংশ্লিষ্ট শাখা, সঞ্চয় অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় এবং ডাকঘরসমূহ থেকে নমুনা জরিপের জন্য সর্বমোট ১৩৩৬ জন ক্রেতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয় যা মোট সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের প্রকৃত সংখ্যার জন্য অপ্রতিনিধিত্বশীল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এছাড়া, সময় সল্পতার জন্য দেশের ৬৪ টি জেলায় সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের ওপর নমুনা জরিপ পরিচালনা করার প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তা সম্ভব হয়নি। শুধুমাত্র ৭ টি বিভাগীয় শহরে জরীপ কার্য পরিচালনা করা হয়। যেহেতু সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের ওপর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে এটাই প্রথম জরিপ সেহেতু সামগ্রিকভাবে এটিকে পূর্ণাঙ্গ প্রতিনিধিত্বশীল জরিপ হিসেবে বিবেচনা না করা হলেও সময় স্বল্পতা, লোকবলের অভাব, প্রয়োজনীয় আর্থিক সুবিধা না থাকা সত্ত্বেও জরিপ কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের চেষ্টা করা হয়েছে।

স্বাধীনতাত্তর এ পর্যন্ত সঞ্চয়পত্র প্রকল্পের জন্য তথ্যভিত্তিক কোন নীতিমালা গ্রহণ করা হয়নি। তাই এ জরিপ প্রতিবেদনটি সঞ্চয়পত্র প্রকল্পের জন্য তথ্যভিত্তিক নীতিমালা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এছাড়া, বিপুল জনগোষ্ঠীর সঞ্চয়ের অভ্যাস, সুদ হার নির্ণয়/সরকারের সুদ ব্যয়, বাজেট ঘাটতির জন্য সম্পদ আহরণ এবং মূল্যস্ফীতি বিবেচনার ক্ষেত্রে নমুনা জরিপের প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে সঞ্চয়পত্র প্রকল্পসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্তে প্রদত্ত সুপারিশসমূহ কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

এ জরিপ পরিচালনার জন্য এবং প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের গবেষণা বিভাগের মহাব্যবস্থাপক মোঃ আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে-গবেষণা বিভাগ, পলিসি এ্যানালাইসিস ইউনিট, মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট ও পরিসংখ্যান বিভাগের মোট দশজন কর্মকর্তা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, আমি তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আশা করি, নীতি নির্ধারক, গবেষক, শিক্ষার্থী ও আগ্রহী পাঠকবৃন্দ এ প্রকাশনার মাধ্যমে উপকৃত হবেন।

(ড. মোঃ আখতারুজ্জামান)
অর্থনৈতিক উপদেষ্টা

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	সারসংক্ষেপ	৭-৯
২.	সুপারিশ মালা	১০-১১
৩.	প্রথম পরিচ্ছদ ঃ নমুনা জরিপের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি	১২-১৪
	ঃ সমীক্ষা পরিচালনা পদ্ধতি	১৫-১৬
৪.	দ্বিতীয় পরিচ্ছদ ঃ নমুনা জরিপের ফলাফল	১৭-৩২
৫.	তৃতীয় পরিচ্ছদ ঃ নমুনা জরিপের প্রধান প্রধান পর্যবেক্ষণসমূহ	৩৩-৩৪
৬.	চতুর্থ পরিচ্ছদ ঃ সুপারিশমালা	৩৫-৩৬
৭.	পরিশিষ্ট-১ ঃ সারণীসমূহ	৩৭-৫৯
৮.	পরিশিষ্ট-২ ঃ প্রশ্নমালা	৬০-৬৩

সারসংক্ষেপ

সঞ্চয়পত্র প্রকল্পসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ''সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণের ওপর একটি জরিপ পরিচালনা করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংককে নির্দেশ প্রদান করা হয় । এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের গবেষণা বিভাগ উক্ত সার্ভের কার্যক্রম হাতে নেয়।

সমীক্ষা পরিচালনার উদ্দেশ্য

সমীক্ষা পরিচালনার প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হলো ঃ (ক) সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা। বিভিন্ন গবেষণা জরিপ এবং সমীক্ষায় দেখা যায় যে, আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে আয়, ব্যয়, শিক্ষা, পরিবারের সদস্য সংখ্যা, বাসস্থান ইত্যাদি মানুষের সঞ্চয় প্রবণতার উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। বর্তমান সমীক্ষায় উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো বাংলাদেশের সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের মধ্যে কতখানি প্রভাব বিস্তার করে তা অনুসন্ধান করা হয় ; এবং (খ) সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের সঞ্চয়পত্র ক্রয় ও নগদায়নের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা আছে কিনা তা খুঁজে বের করা। বাংলাদেশে বাংলাদেশ ব্যাংকের ৭টি শাখাসমূহ যথা- মতিঝিল অফিস, খুলনা অফিস, রাজশাহী অফিস, বগুড়া অফিস, রংপুর অফিস, চট্টগ্রাম অফিস ও সিলেট অফিস, সোনালী ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহ, সঞ্চয়পত্র অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়সমূহ এবং ডাকঘরসমূহ থেকে সঞ্চয়পত্র ক্রয় ও নগদায়ন কাজ করা হয়। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে সঞ্চয়পত্র ক্রয় ও নগদায়নের সময় সঞ্চয়পত্র ক্রেতাগণ যে সকল সমস্যাবলীর সম্মুখীন হন সেগুলো সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে চিহ্নিত করাও সমীক্ষার আর একটি অন্যতম লক্ষ্য ।

সমীক্ষা পরিচালনার পদ্ধতি

বাংলাদেশের জাতীয় সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যের ওপর সমীক্ষার জন্য প্রাথমিক (primary) ও গৌণ (secondary) উভয় উৎস থেকেই উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় । সমীক্ষার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য কয়েকটি পর্যায়ে বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করা হয়, যা নিম্নে বর্ণনা করা হলো ঃ

প্রথম পর্যায়- আলোচ্য সমীক্ষার লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিল অফিসের সঞ্চয়পত্র শাখা, বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেট ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তর থেকে সঞ্চয়পত্র সম্পর্কিত প্রাথমিকভাবে প্রয়োজনীয় তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। এছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা অফিসসমূহ থেকে এক বছরের সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের সংখ্যা, বয়স ও ঠিকানা ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। উক্ত তথ্য/উপাত্ত বিশ্লেষণ করে প্রাথমিক পর্যায়ে সঞ্চয়পত্র ক্রেতা/বিনিয়োগকারীদের উপর প্রাথমিক ধারণা অর্জিত হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের গবেষণা বিভাগ, পলিসি এনালাইসিস ইউনিট, ডেট ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, পরিসংখ্যান বিভাগ, মতিঝিল অফিসের সঞ্চয়পত্র শাখা, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে বিশদ আলোচনার পর সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণের জন্য একটি প্রশ্নমালা প্রস্তুত করা হয় এবং sampling domain তৈরি করা হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়- সময় স্বল্পতার কারণে জরিপটি খানা পর্যায়ের পরিবর্তে সঞ্চয়পত্রের ক্রেতা পর্যায়ে পরিচালনা করা হয়। এ লক্ষ্যে দেশের ৭টি বিভাগে অবস্থিত বাংলাদেশ ব্যাংকের ৭টি শাখা অফিসে, উক্ত ৭টি বিভাগীয় শহরের সঞ্চয়পত্র অধিদপ্তর কার্যালয়ে, সংশ্লিষ্ট সোনালী ব্যাংকের শাখাসমূহে এবং উক্ত এলাকার ডাকঘর থেকে একটি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নমালার মাধ্যমে মোট ১৩৩৬ জন সঞ্চয়পত্র ক্রেতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

তৃতীয় পর্যায়- প্রশ্নমালার আলোকে সংগৃহীত তথ্য/উপাত্তসমূহ যথাযথভাবে প্রক্রিয়া করে SPSS software এর মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়। বিশ্লেষণের পর উক্ত সার্ভের প্রয়োজনীয় তথ্য/উপাত্ত/সারণী প্রস্তুত করা হয়। উক্ত তথ্য/উপাত্ত/সারণী বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে নমুনা জরিপ প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়।

সমীক্ষার সীমাবদ্ধতা

(ক) সীমিত ব্যাপ্তি ঃ সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের প্রকৃত সংখ্যার তথ্য/উপাত্ত না পাওয়ার দরুন সমীক্ষার কাজের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ৭টি শাখা অফিস থেকে ২০১০ বছরের জন্য বিভিন্ন সঞ্চয় প্রকল্পে বিনিয়োগকারীদের আনুমানিক ১ লক্ষ ৬২ হাজার ক্রেতার সংখ্যা সংগ্রহ করা হয়। এর মধ্য থেকে নমুনা জরিপের জন্য সর্বমোট ১৩৩৬ জন ক্রেতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়-যা মোট সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের প্রকৃত সংখ্যার জন্য অপ্রতিনিধিত্বশীল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি এবং এ কারণে এ সমীক্ষার ফলাফল কিছুটা পক্ষপাতিত্বমূলক (biased) হওয়ার সম্ভাবনা নাকচ করা যায় না।

(খ) স্বল্প সময় ঃ সমীক্ষাটি স্বল্প সময়ে সম্পন্ন করা হয়েছে। সাক্ষাৎকার গ্রহণ একটি সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। দেশের ৬৪টি জেলায়

সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের উপর নমুনা জরিপ পরিচালনা করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সময় স্বল্পতার জন্য ৭টি বিভাগে নমুনা জরিপ সীমিত রাখা হয়েছে।

যেহেতু সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের উপর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে এটাই প্রথম জরিপ সেহেতু সামগ্রিকভাবে এটিকে পূর্ণাঙ্গ Representative Sample সার্ভে হিসেবে বিবেচনা না করা হলেও সময় স্বল্পতা, দক্ষ লোকবলের অভাব, প্রয়োজনীয় আর্থিক সুবিধা না থাকা সত্ত্বেও জরিপ কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের চেষ্টা করা হয়েছে।

নমুনা জরিপের প্রধান প্রধান পর্যবেক্ষণসমূহ

সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য নিরুপণের জন্য দেশের ৭টি বিভাগে সর্বমোট ১৩৩৬ জন সঞ্চয়পত্র ক্রেতার কাঠামোগত প্রশ্নমালার আলোকে তাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য, অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য ও তাদের ধারণা সম্পর্কিত তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ করে এর বিশদ বিবরণ লেখচিত্রসহ দ্বিতীয় পরিচ্ছদে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। নমুনা জরিপের প্রধান প্রধান পর্যবেক্ষণসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো ঃ

- নমুনা জরিপের তথ্য/উপাত্ত বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, লিঙ্গ অনুযায়ী সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের মধ্যে ৫২.৫ শতাংশ পুরুষ ও ৪৭.৫ শতাংশ মহিলা ।

- বয়সভিত্তিক বিশ্লেষণ বিন্যাস অনুযায়ী দেখা যায় যে, সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের মধ্যে ৪২.০৯ শতাংশ ৪০-৫৬ বছর বয়স গ্রুপের, ৩৫.০ শতাংশ ৫৭ বছরের বেশি বয়স গ্রুপের এবং ২২.১ শতাংশ ৪০ বছরের কম বয়স গ্রুপের।

- ধর্ম অনুযায়ী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের মধ্যে ৭৬.০ শতাংশ মুসলিম, ২১.৯ শতাংশ হিন্দু, ১.৬০ শতাংশ বৌদ্ধ এবং ০.৬ শতাংশ খ্রীষ্টান।

- শিক্ষাগত যোগ্যতার বিন্যাস অনুযায়ী সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে ৪৩ শতাংশের শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক বা তদূর্ধ্ব, ১৭.৬ শতাংশের উচ্চ মাধ্যমিক, ২৩.২ শতাংশের মাধ্যমিক এবং ৭.৩ শতাংশের অনধিক পঞ্চম শ্রেণী।

- পেশাভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, নমুনা জরিপে অন্তর্ভুক্ত সঞ্চয়পত্র ক্রেতা/ বিনিয়োগকারীদের মধ্যে ৩৪.১ শতাংশ গৃহিনী, ২৫.১ শতাংশ অবসরপ্রাপ্ত (এর মধ্যে ১৯.৫ শতাংশ পেনশন সুবিধাভোগী), এবং ২১.৫ শতাংশ চাকুরীজীবী (এদের মধ্যে সরকারী চাকুরীজীবী ৭.০ শতাংশ, বেসরকারী চাকুরীজীবী ৫.৭ শতাংশ, ব্যাংকার ২.১ শতাংশ ও শিক্ষক ৫.৭ শতাংশ)। ব্যবসায়ী ও অন্যান্য পেশাজীবী হলো যথাক্রমে ৫.৭ শতাংশ ও ৯.১ শতাংশ। অন্যান্য পেশাজীবীদের মধ্যে ছাত্র/ছাত্রী, কৃষিজীবী, ডাক্তার, উকিল, ইঞ্জিনিয়ার, এনজিও কর্মী ও গাড়ী চালক ইত্যাদি।

- সঞ্চয়পত্র ক্রেতা ও খানা প্রধানের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের মধ্যে ৬১.২ শতাংশই খানা প্রধান নিজ নামে সঞ্চয়পত্র ক্রয় করেছেন এবং ৩৩.১ শতাংশ স্ত্রী'র নামে ক্রয় করেছেন। অবশিষ্ট ছেলে-মেয়েদের নামে ক্রয় করেছেন।

- বাসস্থান অনুযায়ী সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে ৮৩.৫ শতাংশ শহরে বাস করে এবং অবশিষ্ট ১৬.৫ শতাংশ গ্রামে বাস করে। যারা শহরে বাস করেন তাদের মধ্যে ৫৩.১ শতাংশ নিজ বাড়িতে এবং ৪৬.৩ শতাংশ ভাড়া বাড়িতে বাস করে।

- বিনিয়োগকারী পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যা ৪.৬৮ জন এবং গড়ে পরিবার প্রতি উপার্জনকারী ব্যক্তির সংখ্যা ১.২৮ জন। উল্লেখ্য যে, নমুনা জরিপের মধ্যে ১০.১ শতাংশ পরিবার বলেছেন যে,তাদের পরিবারের এক বা একাধিক সদস্য বিদেশে থাকেন।

- সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের মাসিক পারিবারিক গড় আয় ২৮,৭৭০.০০ টাকা। নমুনা জরিপের পরিবারসমূহের মাসিক আয় গ্রুপ বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকা আয় গ্রুপের মধ্যে পরিবারের সংখ্যা হলো ১৫.০ শতাংশ, ১০,০০১/- ২০,০০০ টাকা আয় গ্রুপের মধ্যে ৩০.৩০ শতাংশ এবং ৩০,০০০.০০ টাকা ও তদূর্ধ্ব পরিবারের সংখ্যা ৩১.৫ শতাংশ।

- বিনিয়োগকারীদের পরিবারিক মাসিক ব্যয় বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, মাসিক গড় ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় ২১,২৯৩.০০ টাকা। ব্যয় গ্রুপ অনুসারে অনূর্ধ্ব মাসিক ১০,০০০ টাকা ব্যয় গ্রুপে পরিবারের সংখ্যা হলো ১৭.৭ শতাংশ, ১০,০০০ থেকে ২০,০০০

টাকা ব্যয় গ্রুপের মধ্যে ৪১.২ শতাংশ এবং ২০,০০১ থেকে ৩০,০০০ টাকার মধ্যে ২৩.৭ শতাংশ এবং ৩০,০০০ টাকার উর্ধ্বে পরিবারের সংখ্যা হলো ১৭.৪ শতাংশ।

- নমুনা জরিপে বিনিয়োগ শ্রেণী অনুযায়ী দেখা যায় যে, সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে ৫৪.৭ শতাংশের বিনিয়োগ অনধিক ৫ লাখ টাকা, ৬-১০ লক্ষ টাকার বিনিয়োগ গ্রুপের মধ্যে ২০.৭ শতাংশ, ১০ লক্ষ বা তার অধিক বিনিয়োগকারীর সংখ্যা হলো ২৪.৬০ শতাংশ। ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের সংখ্যাই বেশি বলে প্রতীয়মান হয়।

- জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, জাতীয় পর্যায়ে মোট ১৩৩৬ জন সঞ্চয়পত্র ক্রেতার মাসিক পারিবারিক গড় সঞ্চয়ের পরিমাণ প্রায় ৬,৮৪৬ টাকা। তবে অঞ্চলভেদে এই মাসিক পারিবারিক গড় সঞ্চয়ের পরিমাণের মধ্যেও ব্যাপক তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। জরিপে অন্তর্ভুক্ত বিনিয়োগকারীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মাসিক পারিবারিক গড় সঞ্চয় ঢাকা অঞ্চলের বিনিয়োগকারীদের যা প্রায় ১১,০৫১ টাকা, এর পরপরই রয়েছে চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিনিয়োগকারীগণ-যাদের মাসিক পারিবারিক গড় সঞ্চয়ের পরিমাণ প্রায় ১০,৯৫০ টাকা এবং সবচেয়ে কম গড় পারিবারিক সঞ্চয় রাজশাহী অঞ্চলের বিনিয়োগকারীদের-যা প্রায় ২,৪০২ টাকা।

- পরিবারের মাসিক সঞ্চয়ভিত্তিক বিন্যাস থেকে দেখা যায় যে, জরিপে অংশ গ্রহণকারী ক্রেতাদের মধ্যে শতকরা প্রায় ১৫.৩০ ভাগ ক্রেতার পরিবারে মাসিক আয় থেকে ব্যয় বেশি। তারা কেউ ঋণ করে চলে, কারো আত্মীয় স্বজন সহায়তা করে এবং কেউ কেউ সঞ্চয়পত্র বা স্থায়ী সম্পদ বিক্রি করে চলে। এ ধরনের ক্রেতাদের সঞ্চয়পত্রে গড় বিনিয়োগের পরিমাণ ৬ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা। শতকরা ১৭.৪ ভাগ ক্রেতার পরিবারে মাসিক আয় ও ব্যয় সমান এবং তাদের গড় বিনিয়োগ ৬ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা। শতকরা প্রায় ৬৭.২ ভাগ ক্রেতার পরিবারে মাসিক ধনাত্মক সঞ্চয় রয়েছে এবং তাদের গড় বিনিয়োগের পরিমাণ ৮ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা।

- সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের আয়ের উৎস বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, গড়ে সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের মোট মাসিক পারিবারিক আয়ের প্রায় ২২.৯৭ শতাংশ আসে সঞ্চয়পত্রের সুদলব্দ আয় থেকে। সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের বয়সভিত্তিক বিন্যাসের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, নিম্ন বয়স গ্রুপের তুলনায় উচ্চ বয়স গ্রুপের সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের সঞ্চয়পত্রের সুদলব্ধ আয়ের ওপর নির্ভরশীলতা তুলনামূলকভাবে বেশি। ৪০ বছরের চেয়ে কম বয়সী সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের মাসিক পারিবারিক আয়ে সঞ্চয়পত্রের সুদলব্ধ আয়ের অবদান প্রায় ১৬.৭৮ শতাংশ, ৪০-৫৬ বছর বয়স গ্রুপের ক্ষেত্রে এই অনুপাত প্রায় ১৯.৮৯ শতাংশ এবং ৫৭ বছর বা তার অধিক বয়স গ্রুপের ক্ষেত্রে এই অনুপাত প্রায় ৩০.৮৬ শতাংশ । অর্থাৎ ৫৭ বছর বা তার অধিক বয়স গ্রুপের ক্রেতাদের মোট আয়ের প্রায় একতৃতীয়াংশ আসে সঞ্চয়পত্রের সুদ থেকে। উল্লেখ্য যে, যে সকল মহিলা সঞ্চয়পত্রক্রেতা পরিবারের প্রধান তাদের ক্ষেত্রে এই অনুপাত উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি-যা প্রায় ২৮.৫৮ শতাংশ।

- নমুনা জরিপের উত্তরদাতাদের তথ্য/উপাত্ত অনুযায়ী দেখা যায় যে, সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের মধ্যে ৪৬.৯ শতাংশ প্রথম বারের মতো সঞ্চয়পত্র ক্রয় করেছেন।

- নমুনা জরিপের ফলাফল অনুযায়ী দেখা যায় যে, সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের মধ্যে ৮৮.৪ শতাংশ একক মালিকানায় ক্রয় করেছেন।

- সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের কারণ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ৩৮.২ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন যে, এটা ঝুঁকিহীন এবং ৩৫.৯ শতাংশ লোক তাদের আয় বৃদ্ধিকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

- অন্যান্য বিনিয়োগের তুলনায় সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ সুবিধা কি-না তা জানতে চাওয়া হলে উত্তরদাতাদের মধ্যে ৭৭.৪ শতাংশ মনে করেন যে, সঞ্চয়পত্র ক্রয় সুবিধাজনক। কারণ এটা ঝুঁকিহীন, নির্দিষ্ট আয় প্রদানকারী, ঝামেলামুক্ত, কাজের ক্ষতি হয় না এবং সহজেই টাকা উত্তোলন করা যায়।

- অপরদিকে, ২২.৬ শতাংশ ক্রেতা মনে করেন, সঞ্চয়পত্র ক্রয় সুবিধাজনক নয়। কারণ হিসেবে তারা নিম্ন সুদের হার, সাম্প্রতিককালে সুদের হার হ্রাস, করারোপ ইত্যাদিকে উল্লেখ করেন।

- সার্বিকভাবে সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগে ঝামেলাযুক্ত কি-না জানতে চাওয়া হলে ৮১.৩ শতাংশ উত্তরদাতা সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগে কোন ঝামেলা নেই অভিমত ব্যক্ত করেন। অপরপক্ষে, ১৮.৭ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন যে, সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগে ঝামেলা আছে বা সমস্যা মনে করেন। সমস্যা হিসেবে তারা উল্লেখ করেন যে, টাকা উত্তোলনের সময় দীর্ঘ লাইন থাকে, ডিজিটাল সিস্টেমের অভাব, কাউন্টারের স্বল্পতা এবং সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের ফরমের অপর্যাপ্ততাকে উল্লেখ করেন।

সুপারিশমালা

এই বিপুল জনগোষ্ঠীর সঞ্চয়ের অভ্যাস, সরকারের সুদ ব্যয়, বাজেট ঘাটতির জন্য সম্পদ আহরণ এবং মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় নমুনা জরিপের প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সঞ্চয়পত্র প্রকল্প সমূহ আরও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্তে নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ বিবেচনা করা যেতে পারে ঃ

- **যৌক্তিক সুদ হার নির্ধারণ ঃ** জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, বিনিয়োগকারীদের অধিকাংশই নিম্ন বা মধ্যম আয়ের লোক এবং সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের পারিবারিক আয়ের প্রায় ২৩ শতাংশ আসে সঞ্চয়পত্রের অর্জিত সুদ থেকে। এছাড়াও দেখা যায় যে, বিনিয়োগকারীদের মধ্যে প্রায় ৩৫ শতাংশ বয়স্ক লোক (যাদের অধিকাংশই সরকারী বা বেসরকারী অবসরপ্রাপ্ত চাকুরীজীবী) এবং প্রায় ১২ শতাংশ বিনিয়োগকারী মহিলা-যারা পরিবারের প্রধান (এরা মূলতঃ বিধবা)। এই ৩৫ শতাংশ বয়স্ক লোকের পারিবারিক আয়ের প্রায় ৩১ শতাংশ এবং ১২ শতাংশ মহিলা বিনিয়োগকারী-যারা পরিবারের প্রধান-তাদের আয়ের প্রায় ২৯ শতাংশ আসে সঞ্চয়পত্রলব্ধ সুদ থেকে। অর্থাৎ এই ৪৭ শতাংশ বিনিয়োগকারীর জীবিকা নির্বাহে সঞ্চয়পত্রলব্ধ সুদ আয় একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে, সরকারের ঘাটতি বাজেট অর্থায়ন ও সুদ ব্যয় বিবেচনায় সঞ্চয়পত্রের বিদ্যমান সুদ হার যৌক্তিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সঞ্চয়পত্রের সুদের হার যদি অন্যান্য সঞ্চয় প্রকল্পের (বিশেষ করে বাণিজ্যিক ব্যাংকের মেয়াদী আমানতের) সুদ হারের তুলনায় যথার্থ না হয় তবে সঞ্চয়পত্র থেকে সম্পদ আহরণের পরিমাণ হ্রাস পাবে যা ঘাটতি বাজেট অর্থায়নের জন্য সরকারকে ব্যাংকিং ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল করে তুলবে। অন্যদিকে, বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ থেকে অধিক মাত্রায় ঋণ গ্রহণ করলে প্রাইভেট সেক্টরে ঋণ প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হবে এবং বিনিয়োগ হ্রাস পাওয়ার মাধ্যমে অর্থনীতিতে crowding out সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। কাজেই সঞ্চয়পত্র প্রকল্পের জন্য এমন একটি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সুদ হার নির্ধারণ করা প্রয়োজন যাতে এ প্রকল্পসমূহ থেকে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পদ আহরণ বাধাগ্রস্ত না হয়। সর্বোপরি, মূল্যস্ফীতির বিবেচনায় সুদ হার এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যাতে প্রকৃত সুদ হার (real interest rate) ঋণাত্মক না হয়। উল্লেখ্য যে, বর্তমান মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় প্রকৃত সুদ হার প্রায় ঋণাত্মক। এমতাবস্থায়, মূলতঃ প্রকৃত সুদ হারকে বিবেচনায় এনে জাতীয় সঞ্চয়পত্র সমূহের সুদ হার সময়ে সময়ে পরিবর্তন করা একটি কার্যকরী ব্যবস্থা বলে প্রতীয়মান হয়। এছাড়াও, জাতীয় সঞ্চয়পত্রের সুদ হার adjustment এর ক্ষেত্রে আরও কয়েকটি বিষয়কে বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন যা নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

- দেশের সামগ্রিক আর্থিক ব্যবস্থায় যৌক্তিক সুদ হারের বিবেচনায় সঞ্চয় প্রকল্প সমূহের সুদ হার বাণিজ্যিক ব্যাংকের মেয়াদী আমানতের সুদের হারের সংগে তুলনা করে সঞ্চয়পত্রের সুদের হার নির্ধারণ করা উচিত। অর্থাৎ আর্থিক খাতের সুদ হারের সাথে সঞ্চয়পত্রের সুদের হার যাতে প্রতিযোগিতামূলক হয়।

- পেনশনার সঞ্চয়পত্রের অনুরূপ অবসরপ্রাপ্ত বেসরকারী চাকুরীজীবী ও বয়স্ক লোক এবং বিধবা মহিলাদের জন্যও এমন একটি বিশেষ ধরনের সঞ্চয়পত্র চালু করা উচিত যার সুদের হার অন্যান্য সঞ্চয়পত্রের তুলনায় কিছুটা বেশি হবে এবং উক্ত সুদ উৎসে করের আওতা বহির্ভূত হবে।

- যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থির আয় (fixed income) বা স্বল্প আয়ের লোকজন সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ করে থাকে তাই সঞ্চয়পত্রের মুনাফার ওপর আরোপিত উৎসে কর যৌক্তিক করা উচিত। মুনাফার উপর উৎসে কর আরোপের ক্ষেত্রে ceiling (যা কর মুক্ত আয় সীমার সমান) নির্ধারণ করা উচিত-যার অতিরিক্ত মুনাফার জন্য উৎসে কর প্রদান করতে হবে। এই ceiling এর কারণে ছোট বিনিয়োগকারীর তুলনায় বড় বিনিয়োগকারীর ওপর উৎসে করের বোঝা বেশি আরোপিত হবে।

- সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগকারীগণ যাতে অতি সহজেই সঞ্চয়পত্র ক্রয় ও মুনাফা উত্তোলন করতে পারেন সে লক্ষ্যে সঞ্চয়পত্র ক্রয় এবং লভ্যাংশ উত্তোলনের সময় লেনদেন দ্রুত ও ঝামেলামুক্ত করার দিকে নজর দেওয়া উচিত। এ লক্ষ্যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা অফিস সমূহসহ বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক, সঞ্চয় পরিদপ্তর ও ডাকঘরের অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি (যেমন-কাউন্টারের সংখ্যা বৃদ্ধি) দক্ষ লোকবল বৃদ্ধি, লেনদেনের ক্ষেত্রে Digital ভিত্তিক one stop service চালু করা (বিশেষ করে লেনদেনের ক্ষেত্রে মোবাইল ব্যাংকিং সুবিধা চালু করা যেতে পারে। সেবা ও জবাবদিহীতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের হয়রানি হ্রাসের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা। উল্লেখ্য যে, ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিল অফিসে সঞ্চয়পত্র গ্রাহকদের জন্য ডিজিটাল সেবা চালু করা হয়েছে।

- বিভিন্ন ব্যাংক ও ডাকঘরে সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের ফরম ও কুপনের স্বল্পতা/সংকটের কারণে অনেক সঞ্চয়কারী যথাসময়ে সঞ্চয়পত্র ক্রয় করতে পারে না। এ সমস্যা দূর করার লক্ষ্যে সকল সঞ্চয়পত্র বিক্রয় কেন্দ্রে পর্যাপ্ত ফরম ও কুপন সরবরাহ করা।

- পূর্বে ক্রয়কৃত সঞ্চয়পত্রের মুনাফার উপর বর্তমান সময়ে উৎসে কর আরোপ করায় অনেকে নেতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। এপ্রেক্ষিতে যে তারিখে মুনাফার ওপর উৎসে করা আরোপের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে সেই তারিখ বা তার পরে ক্রয়কৃত সঞ্চয়পত্রের মুনাফার ওপর উৎসে কর আরোপ করা উচিত বলে অনেকে জোর অভিমত দিয়েছেন। একই ভাবে পূর্বে ক্রয়কৃত সঞ্চয়পত্রের ওপর সুদ হার পরবর্তী সময়ে কমানো হলে তাদের মুনাফা হ্রাস পাওয়ায় তারা বেশ নিরুৎসাহিত হয়েছেন বলে অভিমত দেন। এ বিষয়টিকে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন বলে প্রতীয়মান হয়।

- বস্তুনিষ্ঠভাবে সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণের জন্য সমীক্ষাটি আরও ব্যাপকভিত্তিতে পরিচালনা করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে সমীক্ষাটি পরবর্তিতে দেশের ৬৪ টি জেলায় পরিচালনা করা যেতে পারে। ঐ ধরনের ব্যাপকভিত্তিক নমুনা জরিপ থেকে আরও বস্তুনিষ্ঠ ধারণা পাওয়া যাবে । যার ভিত্তিতে পলিসি সংক্রান্ত আরও সুনির্দিষ্টভাবে প্রস্তাব রাখা সম্ভব হবে।

প্রথম পরিচ্ছদ

নমুনা জরিপের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

ভূমিকা

ঘাটতি বাজেট অর্থায়নের পাশাপাশি বিপুল জনগোষ্ঠীর সঞ্চয় অভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমে তাদের জীবন মান উন্নয়নে সঞ্চয়পত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে প্রচলিত জাতীয় সঞ্চয় প্রকল্পসমূহ হলো ঃ (১) ৫-বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র, (২) ৩-মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র, (৩) পরিবার সঞ্চয়পত্র, (৪) পেনশনার সঞ্চয়পত্র, (৫) ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক, (৬) ডাক জীবন বীমা, (৭) বাংলাদেশ প্রাইজ বন্ড, (৮) ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড, (৯) ইউ,এস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড, এবং (১০) ইউ,এস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড। উক্ত প্রকল্প সমূহের সুদ হার বাজার ভিত্তিকভাবে নির্ধারিত হয় না বরং সরকার বিভিন্ন সময়ে অ্যাডহক (ad hoc) ভিত্তিতে উক্ত সঞ্চয় প্রকল্পের সুদ নির্ধারণ করে থাকে। বিগত কয়েক বছরের সুদ হার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ৫-বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্রের সুদের হার ২০০০-০১ অর্থ বছরের শতকরা ১৪.৫০ ভাগ থেকে কমিয়ে ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে শতকরা ১০.৫০ ভাগে নির্ধারণ করা হয় । ৩-মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্রের সুদের হার ২০০০-০১ অর্থ বছরের শতকরা ১৩.৫০ ভাগ থেকে কমিয়ে ২০১০-১১ অর্থ বছরে শতকরা ১০.০০ ভাগে নির্ধারণ করা হয়। পরিবার সঞ্চয়পত্রের সুদের হার ২০০০-০১ অর্থবছরের শতকরা ১৩.২০ ভাগ থেকে কমিয়ে ২০১০-১১ অর্থ বছরে শতকরা ১১.০৪ ভাগে নির্ধারণ করা হয়। পেনশনার সঞ্চয়পত্রের সুদহার বিগত ২০০৫-০৬ অর্থবছরের শতকরা ১২.৫০ ভাগ থেকে কমিয়ে ২০১০-১১ অর্থবছরে শতকরা ১১.০০ ভাগে নির্ধারণ করা হয়। উৎসে কর কর্তনের তথ্য/উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে, ৫-বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র ও ৩-মাস অন্তর মুনাফা ভিত্তিক সঞ্চয়পত্রের মুনাফার উপর ২০০৭-০৮ অর্থবছরের প্রবর্তিত শতকরা ১০ ভাগ উৎসে কর অর্থ বছর ২০১০-১১ এ অব্যাহত রাখা হয়। অপরদিকে, পরিবার সঞ্চয়পত্রের মুনাফার উপর ২০০৭-০৮ অর্থবছরে প্রবর্তিত ৫% উৎসে কর ২০০৯-১০ অর্থ বছর পর্যন্ত অব্যাহত রাখার পর ২০১০-১১ অর্থ বছরে রহিত করা হয়। অপরদিকে, পেনশনার সঞ্চয়পত্রের মুনাফার উপর ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে প্রবর্তিত ১০% হারে উৎসে কর ২০০৮-০৯ অর্থ বছর থেকে রহিত করা হয়। বর্তমানে কেবলমাত্র ৫-বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র ও ৩-মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্রের মুনাফার উপর ১০% হারে উৎসে কর রয়েছে। ১০% হারে উৎসে করারোপের বিধান পূর্ব থেকে চালু থাকলেও তার আওতা সব সময় একই রকম ছিল না। ১লা জুলাই ২০০৭ তারিখ থেকে সঞ্চয়পত্র হতে উদ্ভূত মুনাফা ১,৫০,০০০/-(দেড় লক্ষ) টাকার অধিক প্রাপ্য হলে ১০% হারে উৎসে কর কর্তনের বিধান থাকলেও ১লা জুলাই,২০১০ তারিখ থেকে সঞ্চয়পত্র উদ্ভূত মুনাফার পরিমাণ যাই হোক না কেন তার উপর ১০% হারে উৎসে কর আরোপের বিধান রাখা হয়। ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড ইউ,এস, ডলার প্রিমিয়াম বন্ড, ও ইউ, এস, ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড করমুক্ত রাখা হয়। উপরোক্ত সঞ্চয়পত্র প্রকল্প সমূহ থেকে সরকার ২০০৯-১০ অর্থবছর নীট ১১৫.৯১ বিলিয়ন টাকা সম্পদ আহরণ করেন, যার পরিমাণ ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে ছিল ৩৬.৩৩ বিলিয়ন টাকা এবং ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ছিল ২৫.১৮ বিলিয়ন টাকা (চার্ট-১.১)। সঞ্চয়পত্রের সুদের হার ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের সুদের হারের তুলনামূলক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, অর্থবছর ২০০৭-০৮ থেকে ২০০৯-১০ পর্যন্ত সময়কালে সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ অনেক বেশি ছিল। কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে, ঐ সময় সঞ্চয়পত্রের সুদের হারের তুলনায় বাণিজ্যিক ব্যাংকের মেয়াদী আমানতের সুদের হার কম ছিল এবং সঞ্চয়পত্র থেকে অর্জিত সুদের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ (দেড় লক্ষ টাকা) পর্যন্ত উৎসে করের আওতামুক্ত ছিল। কিন্তু, ২০১০-১১ অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসে এর নীট্ আহরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৬.৩৭ বিলিয়ন টাকা, বিগত অর্থ বছরে একই সময় এর পরিমাণ ছিল ৮৫.৩০ বিলিয়ন টাকা (চার্ট-১.১)। একই সাথে একদিকে মুনাফার হার হ্রাস ও উৎসে করের ceiling তুলে দেয়া এবং অন্য দিকে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মেয়াদী আমানতের সুদ বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং সঞ্চয়কারী কর্তৃক সঞ্চয়পত্রের টাকা তুলে নিয়ে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের কারণে ২০১০-১১ অর্থবছরে সঞ্চয়পত্র বিক্রির পরিমাণ ব্যাপক হারে হ্রাস পায় বলে প্রতীয়মান হয়।

চার্ট ১.১ঃ সঞ্চয়পত্র প্রকল্প সমূহ থেকে সরকারের নীট্ সম্পদ আহরণের পরিমাণ(বিলিয়ন টাকায়)

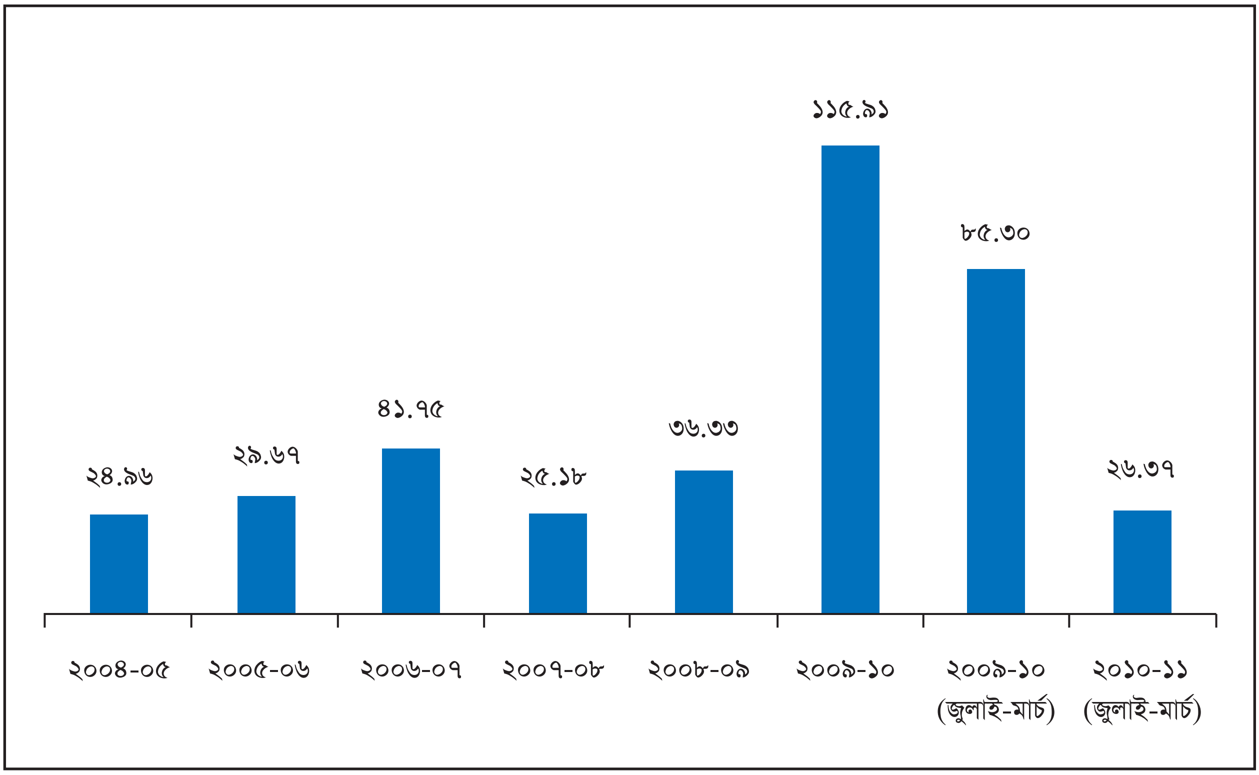

উৎস ঃ Major Economic indicators, Bangladesh Bank, May 2011.

১.২ সরকারের এসব সঞ্চয় প্রকল্পে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোক বিনিয়োগ করে থাকেন। সরকারের সম্পদ আহরণ, সুদ ব্যয় ও ঐ সমস্ত লোকদের আয়-ব্যয়ের ও সঞ্চয়ের অভ্যাসের এ সকল দিক বিবেচনায় একটা সুসামঞ্জস্য সুদ হার নির্ধারণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ তা সরকারের সামগ্রিক রাজস্ব ভারসাম্য নীতির সংগে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। জাতীয় অর্থনীতি ও সমাজ জীবনে সঞ্চয়পত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, বিশেষ করে অবসরপ্রাপ্ত লোকজন, চাকুরীজীবী এবং নিয়মিত আয়ের উৎস আছে এমন জনসাধারণ এ সকল সঞ্চয়পত্রে টাকা লগ্নি করে একদিকে যেমন তারা বাড়তি আয় করে থাকেন, অন্যদিকে সরকারও তার বাজেটের অর্থায়নে এটাকে একটি নিয়মিত উৎস হিসাবে ব্যবহার করেন। ধারণা করা হয় যে, সঞ্চয়কারীদের বেশীরভাগই নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। এই সঞ্চয় প্রকল্পের মাধ্যমে বাজেটে সম্পদ আহরণের (Resource mobilization) সাথে সাথে জনসাধারণের সঞ্চয় অভ্যাস গড়ে ওঠার পাশাপাশি বাড়তি আয়ের উৎস হিসাবেও এর অবদান অনস্বীকার্য। বস্তুত ঃ এটা সম্পদের পুনঃবন্টনকেও কিছুটা হলেও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে। জাতীয় সঞ্চয়পত্রের সুদ হারকে ঝুঁকিমুক্ত সুদ হার বলা হয় এবং ব্যাংকিং খাতের আমানতের সুদ হার এ সুদ হার দ্বারা প্রভাবিত হয়। অন্যদিকে, সরকারের বাজেটে সুদ পরিশোধ দায় একটা বড় ধরনের ব্যয়। এটাকেও সরকারকে বিবেচনায় আনতে হয়। এজন্য সঞ্চয়পত্র ক্রেতার আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা থাকা সরকারের জন্য অত্যাবশ্যক এবং এটা রাজস্ব নীতির অন্যতম একটি উপাদান। এসকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ সামনে রেখে সঞ্চয়পত্র কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার বিষয়ে একটি নিবিড় সার্ভে পরিচালনার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ২১/১০/২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভায় এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের গবেষণা বিভাগ কর্তৃক বাংলাদেশের সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যের ওপর সমীক্ষা পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

সমীক্ষা পরিচালনার উদ্দেশ্য ঃ

১.৩ ঘাটতি বাজেট অর্থায়নের ক্ষেত্রে জাতীয় সঞ্চয়পত্র প্রকল্প সমূহ একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এছাড়া, নির্দিষ্ট আয়ের লোকদের বিশেষতঃ অবসরপ্রাপ্তদের ও মহিলাদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য সঞ্চয়পত্র কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নীতিমালা প্রণয়নের জন্য বাস্তবায়নযোগ্য একটি সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা প্রস্তুত করা একান্ত প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের/বিনিয়োগকারীদের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যের উপর সমীক্ষা পরিচালনা করা দরকার। কিন্তু অদ্যাবধি বাংলাদেশের সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যের ওপর কোন সার্ভে রিপোর্ট না থাকায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের/বিনিয়োগকারীদের আর্থ- সামাজিক বৈশিষ্ট্যের ওপর সার্ভে পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংককে অনুরোধ জানায়। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের গবেষণা বিভাগ উক্ত সমীক্ষার কার্যক্রম শুরু করে। উক্ত সমীক্ষা পরিচালনার প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ ঃ

ক) সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা। বিভিন্ন গবেষণা জরিপ এবং সমীক্ষায় দেখা যায় যে, আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে আয়, ব্যয়, শিক্ষা, পরিবারের সদস্য সংখ্যা, বাসস্থান ইত্যাদি মানুষের সঞ্চয় প্রবণতার উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। বর্তমান সমীক্ষায় উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো বাংলাদেশের সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের মধ্যে কতখানি প্রভাব বিস্তার করে তা অনুসন্ধান করা হয়।

(খ) সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের সঞ্চয়পত্র ক্রয় ও নগদায়নের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা আছে কিনা তা খুঁজে বের করা। বাংলাদেশে বাংলাদেশ ব্যাংকের ৭টি শাখাসমূহ যথা- মতিঝিল অফিস, খুলনা অফিস, রাজশাহী অফিস, বগুড়া অফিস, রংপুর অফিস, চট্টগ্রাম অফিস ও সিলেট অফিস, সোনালী ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহ, সঞ্চয়পত্র অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়সমূহ এবং ডাকঘরসমূহ থেকে সঞ্চয়পত্র ক্রয় ও নগদায়ন কাজ করা হয়। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে সঞ্চয়পত্র ক্রয় ও নগদায়নের সময় সঞ্চয়পত্র ক্রেতাগণ যে সকল সমস্যাবলীর সম্মুখীন হন সেগুলো সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে চিহ্নিত করাও সমীক্ষার আর একটি অন্যতম লক্ষ্য।

(গ) সঞ্চয়পত্র কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সুপারিশমালা প্রস্তুত করা। বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিত করার পর সেগুলো দূরীকরণ এবং মুনাফার হার ও কর কাঠামো সুষম করার লক্ষ্যে বাস্তবানুগ সুপারিশমালা প্রস্তুত করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন।

সমীক্ষা পরিচালনার পদ্ধতি

বাংলাদেশের সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যের ওপর সমীক্ষার জন্য প্রাথমিক (primary) ও secondary উভয় উৎস থেকেই উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। সমীক্ষার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য কয়েকটি পর্যায়ে বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করা হয়, যা নিম্নে বর্ণনা করা হলোঃ

প্রথম পর্যায়- আলোচ্য সমীক্ষার লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিল অফিসের সঞ্চয় পত্র শাখা, বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেট ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তর থেকে সঞ্চয়পত্র সম্পর্কিত প্রাথমিকভাবে প্রয়োজনীয় তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। এছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা অফিসসমূহ থেকে এক বছরের সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের সংখ্যা, বয়স ও ঠিকানা ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় (সারণী-১.১)। উক্ত তথ্য/উপাত্ত বিশ্লেষণ করে প্রাথমিক পর্যায়ে সঞ্চয়পত্র ক্রেতা/বিনিয়োগকারীদের উপর প্রাথমিক ধারণা অর্জিত হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের গবেষণা বিভাগ, পলিসি এনালাইসিস ইউনিট, ডেট ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, পরিসংখ্যান বিভাগ, মতিঝিল অফিসের সঞ্চয়পত্র শাখা, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে বিশদ আলোচনার পর সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণের জন্য একটি প্রশ্নমালা প্রস্তুত করা হয় (সংযুক্তি-পরিশিষ্ট-২) এবং sampling domain তৈরী করা হয় (সারণী-১.১)।

দ্বিতীয় পর্যায়- সময় স্বল্পতার কারণে জরিপটি খানা (House hold) পর্যায়ের পরিবর্তে সঞ্চয়পত্রের ক্রেতা পর্যায়ে পরিচালনা করা হয়। এ লক্ষ্যে দেশের ৭টি বিভাগে অবস্থিত বাংলাদেশ ব্যাংকের ৭টি শাখা অফিসে, উক্ত ৭টি বিভাগীয় শহরের সঞ্চয়পত্র অধিদপ্তর কার্যালয়ে, সংশ্লিষ্ট সোনালী ব্যাংকের শাখাসমূহে এবং উক্ত এলাকার ডাকঘর থেকে একটি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নমালার মাধ্যমে মোট ১৩৩৬ জন সঞ্চয়পত্র ক্রেতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। উক্ত ১৩৩৬ জন সঞ্চয়পত্র ক্রেতার বিভাগীয় নমুনা বিন্যাস সারণী-১.২ তে দেয়া হলো।

তৃতীয় পর্যায়- প্রশ্নমালার আলোকে সংগৃহীত তথ্য/উপাত্তসমূহ যথাযথভাবে প্রক্রিয়া করে SPSS software এর মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়। বিশ্লেষণের পর উক্ত সার্ভের প্রয়োজনীয় তথ্য/উপাত্ত/সারণী প্রস্তুত করা হয়। উক্ত তথ্য/উপাত্ত/সারণী বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে নমুনা জরিপ প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়।

সমীক্ষার সীমাবদ্ধতা

(ক) **সীমিত ব্যাপ্তি ঃ** সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের প্রকৃত সংখ্যার তথ্য/উপাত্ত না পাওয়ার দরুন সমীক্ষার কাজের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ৭টি শাখা অফিস থেকে ২০১০ বছরের জন্য বিভিন্ন সঞ্চয় প্রকল্পে বিনিয়োগকারীদের আনুমানিক ১ লক্ষ ৬২ হাজার ক্রেতার সংখ্যা সংগ্রহ করা হয়। এর মধ্য থেকে নমুনা জরিপের জন্য সর্বমোট ১৩৩৬ জন ক্রেতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়-যা মোট সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের প্রকৃত সংখ্যার জন্য অপ্রতিনিধিত্বশীল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি এবং এ কারণে এ সমীক্ষার ফলাফল কিছুটা পক্ষপাতিত্বমূলক (biased) হওয়ার সম্ভাবনা নাকচ করা যায় না।

(খ) **স্বল্প সময় ঃ** সমীক্ষাটি স্বল্প সময়ে সম্পন্ন করা হয়েছে। সাক্ষাৎকার গ্রহণ একটি সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। দেশের ৬৪টি জেলায় সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের উপর নমুনা জরিপ পরিচালনা করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সময় স্বল্পতার জন্য ৭টি বিভাগে নমুনা জরিপ সীমিত রাখা হয়েছে।

(গ) যেহেতু সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের উপর এটাই প্রথম জরিপ সেহেতু সামগ্রিকভাবে এটিকে পূর্ণাঙ্গ Representative Sample সার্ভে হিসেবে বিবেচনা না করা হলেও সময় স্বল্পতা, দক্ষ লোকবলের অভাব, প্রয়োজনীয় আর্থিক সুবিধা না থাকা সত্ত্বেও জরিপ কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের চেষ্টা করা হয়েছে।

সারণী-১.১ ঃ ২০১০ সালে বিভিন্ন প্রকার সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগকারীর সংখ্যা ঃ

	রংপুর	বগুড়া	রাজশাহী	খুলনা	সিলেট	বরিশাল	চট্টগ্রাম	মতিঝিল	মোট
৫বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র	-	৫৯২	২৭৮	১৮২৭	৪৬৩	২০৬	২২৬৮	৩১৩৫৮	৩৬৯৯২
৩ মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র	৫৭৩	৯৪৬	৯৩১	২৭৩৮	৭২০	১১৪৯	৪৩৮৫	৭৫০২৬	৮৬৪৬৮
পরিবার সঞ্চয়পত্র	-	৬১৯	৯২৩	২৪৬৯	৪১২	৭৬৭	২৬৭২	১৮৭১৬	২৬৫৭৮
পেনশনার সঞ্চয়পত্র	২৩৬	১০২	৩১০	৯১২	১২৬	১৩৪	৯৪১	৮৬৫৭	১১৪১৮
মোট ঃ	**৮০৯**	**২২৫৯**	**২৪৪২**	**৭৯৪৬**	**১৭২১**	**২২৫৬**	**১০২৬৬**	**১৩৩৭৫৭**	**১৬১৪৫৬**

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসসমূহ ।

সারণী-১.২ ঃ সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের অঞ্চলভিত্তিক নমুনা বিন্যাস ঃ

অঞ্চল	**ক্রেতার সংখ্যা**	**শতকরা হার (%)**
ঢাকা	২০৫	১৫.৩
চট্টগ্রাম	২০০	১৫.০
রাজশাহী	১৪০	১০.৫
খুলনা	১৬০	১২.০
রংপুর	১১৪	৮.৫
বরিশাল	১৪৯	১১.২
সিলেট	১৮৯	১৪.১
বগুড়া	১৭৯	১৩.৪
মোট ঃ	**১৩৩৬**	**১০০.০**

উৎস ঃ সঞ্চয়পত্র সমীক্ষা, ২০১১

দ্বিতীয় পরিচ্ছদ

নমুনা জরিপের ফলাফল

সঞ্চয়পত্র ক্রেতা/বিনিয়োগকারীদের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণের জন্য একটি কাঠামোগত প্রশ্নমালা প্রস্তুত করা হয়। উক্ত কাঠামোগত প্রশ্নমালার আলোকে বিনিয়োগকারীদের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য যেমন-লিঙ্গ,বয়স, ধর্ম, পেশা, শিক্ষা, পরিবারের সদস্য সংখ্যা, বাসস্থান ইত্যাদি বিষয়ের উপর তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। একই সঙ্গে সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য যেমন-আয়, ব্যয়, সঞ্চয় সংক্রান্ত এবং বিনিয়োগকারীদের দিক থেকে সঞ্চয়পত্র সংক্রান্ত নীতিমালা বিষয়ের উপরও তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। দেশের ৭টি বিভাগে সর্বমোট ১৩৩৬ জন সঞ্চয়পত্র ক্রেতা/বিনিয়োগকারীর উপর নমুনা জরিপ পরিচালনা করা হয়। উক্ত নমুনা জরিপের ফলাফল নিম্নে বর্ণনা করা হলো ঃ

(ক) সঞ্চয়পত্র বিনিয়োগকারীদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

১. লিঙ্গ

জরিপে অন্তর্ভুক্ত সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগকারীদের লিঙ্গভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, মোট বিনিয়োগকারীদের শতকরা ৫২.৫ ভাগ পুরুষ ও ৪৭.৫ ভাগ মহিলা (চার্ট-২.১ ও সারণী-৫)। বিনিয়োগকারীদের অঞ্চলভিত্তিক বিন্যাসের ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম ও রংপুর অঞ্চল ব্যতীত অন্যান্য সকল অঞ্চলে জাতীয় পর্যায়ের অনুরূপ পুরুষ বিনিয়োগকারীর প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। চট্টগ্রাম ও রংপুর অঞ্চলে পুরুষ বিনিয়োগকারীর পরিমাণ যথাক্রমে শতকরা ৪৮.৫ ও ৪৮.২ ভাগ (সারণী-৩৭)।

চার্ট ২.১: সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের লিঙ্গভিত্তিক নমুনা বিন্যাস

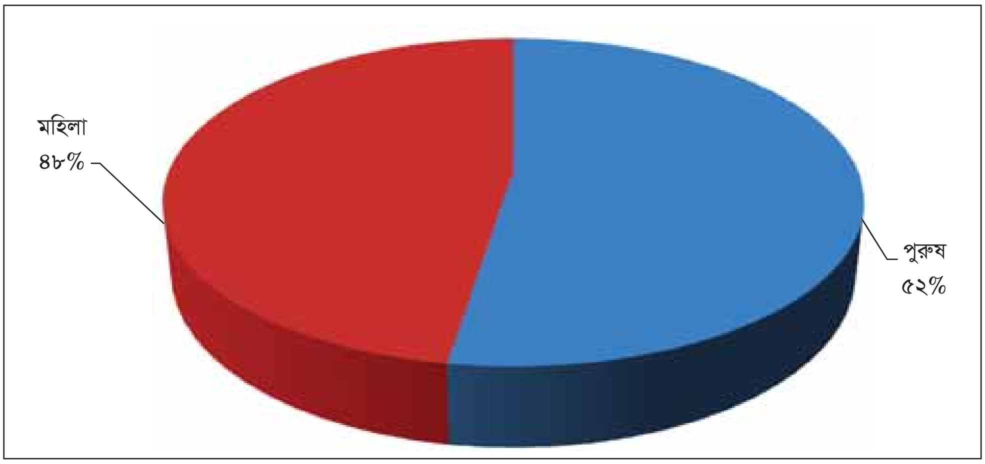

২. বয়স

সঞ্চয়পত্র সমীক্ষা ২০১১ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশি সঞ্চয়পত্র ক্রেতার বয়স পঞ্চাশ বছরের উর্ধ্বে। জরিপে অন্তর্ভুক্ত মোট বিনিয়োগকারীদের মধ্যে শতকরা ২২.১ ভাগ বিনিয়োগকারীর বয়স ৩৯ বছর বা তার চেয়ে কম, ৪২.৯ ভাগ বিনিয়োগকারীর বয়স ৪০-৫৬ বছরের মধ্যে এবং ৩৫ ভাগ বিনিয়োগকারীর বয়স ৫৭ বছর বা তার অধিক (চার্ট-২.২ ও সারণী-২, ৩৩ ও ৩৪)। অর্থাৎ জাতীয় পর্যায়ে সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগকারী ৪০-৫৬ বছর বয়স শ্রেণীতে বিদ্যমান এবং সবচেয়ে কম সংখ্যক বিনিয়োগকারী ৩৯ বছর বা তার চেয়ে কম বয়স শ্রেণীতে বিদ্যমান। তবে, অঞ্চল ভেদে বিনিয়োগকারীদের বয়সভিত্তিক বিশ্লেষণে জাতীয় পর্যায়ে প্রাপ্ত ফলাফলের ব্যতিক্রম পাওয়া যায়। জাতীয় পর্যায়ের মত অঞ্চল ভিত্তিক বিশ্লেষণে সকল অঞ্চলে অনূর্ধ্ব ৩৯ বছর বয়স শ্রেণীতে সবচেয়ে কম বিনিয়োগকারী থাকলেও রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট অঞ্চলের ক্ষেত্রে ৫৭ বছর বা তার অধিক বয়স শ্রেণীতে সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগকারী বিদ্যমান (সারণী-৩৩)।

চার্ট ২.২ : **সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের বয়সভিত্তিক নমুনা বিন্যাস**

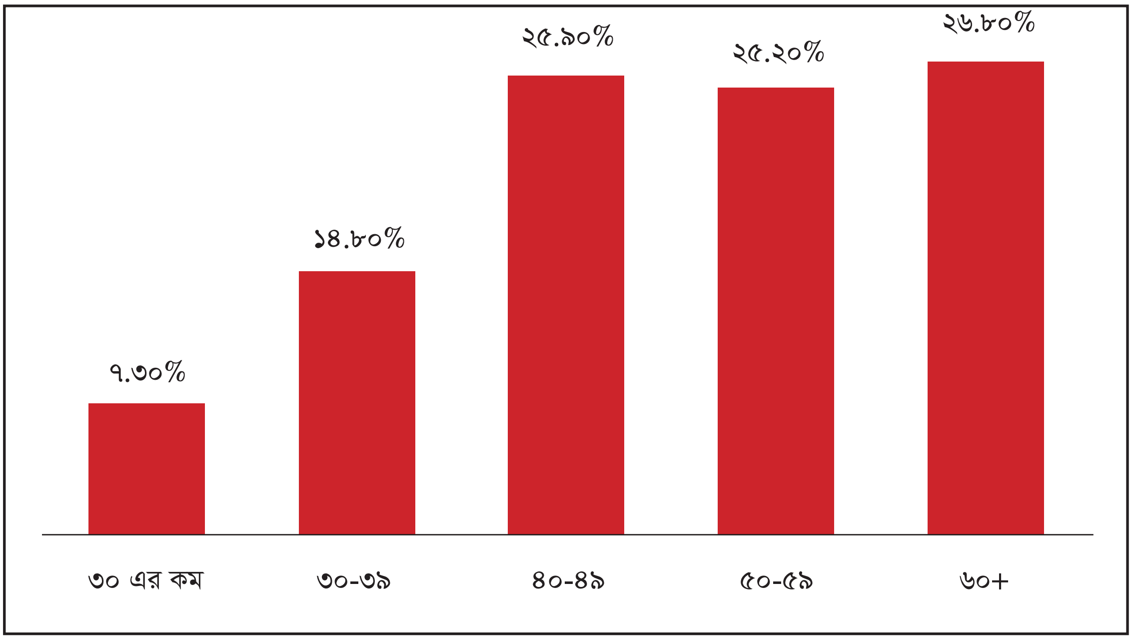

৩. ধর্ম

জরিপে অন্তর্ভুক্ত সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগকারীদের ধর্মভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, জাতীয় পর্যায়ে মোট বিনিয়োগকারীদের মধ্যে সর্বোচ্চ শতকরা ৭৬ ভাগ বিনিয়োগকারী মুসলমান, ২১.৯ ভাগ বিনিয়োগকারী হিন্দু, ১.৬ ভাগ বিনিয়োগকারী বৌদ্ধ এবং ০.৬ ভাগ বিনিয়োগকারী খ্রিষ্টান (চার্ট-২.৩ এবং সারণী-৩ ও ৩৫)। বিনিয়োগকারীদের অঞ্চলভিত্তিক বিশ্লেষণে ও সকল অঞ্চলেই মুসলমান বিনিয়োগকারীদের প্রাধান্য সবচেয়ে বেশি এবং তার পরই রয়েছে হিন্দু বিনিয়োগকারীদের প্রাধান্য। তবে চট্টগ্রাম, খুলনা ও সিলেট অঞ্চলে অমুসলিম (বিশেষ করে হিন্দু) বিনিয়োগকারীর প্রাধান্য সবচেয়ে বেশি (সারণী-৩৫)।

চার্ট ২.৩: **সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের ধর্মভিত্তিক নমুনা বিন্যাস**

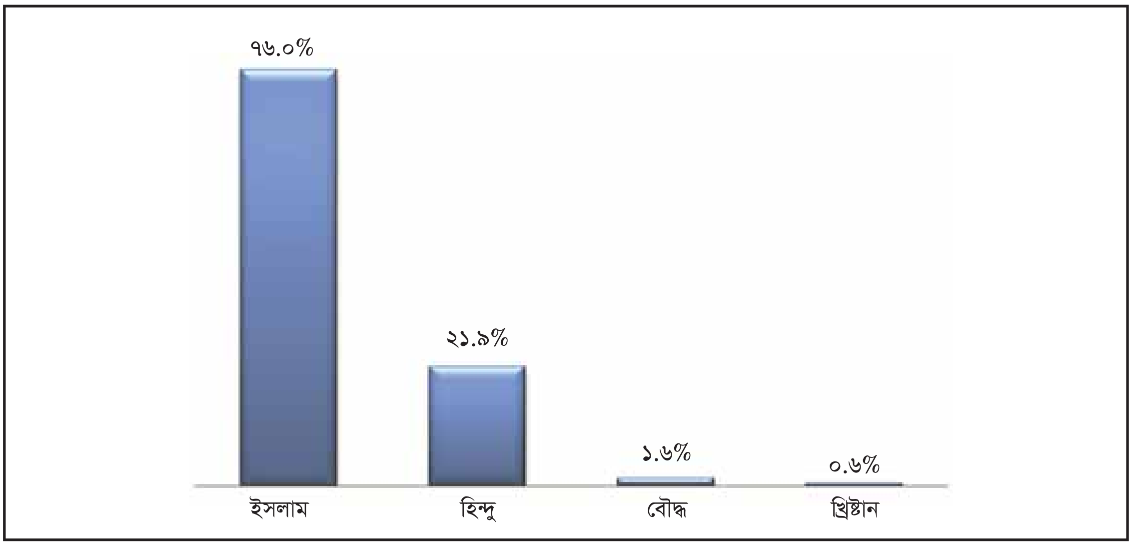

৪. শিক্ষা

জরিপে অন্তর্ভুক্ত বিনিয়োগকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ৪৩ ভাগ বিনিয়োগকারীর শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক বা তদূর্ধ্ব, ১৭.৬ ভাগ বিনিয়োগকারীর শিক্ষাগত যোগ্যতা উচ্চ মাধ্যমিক, ৩২.২ ভাগ বিনিয়োগকারীর শিক্ষাগত যোগ্যতা মাধ্যমিক এবং ৭.৩ ভাগ বিনিয়োগকারীর শিক্ষাগত যোগ্যতা অনধিক পঞ্চম শ্রেণী (চার্ট-২.৪ ও সারণী-৪)। বিনিয়োগকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার অঞ্চলভিত্তিক বিশ্লেষণে বরিশাল অঞ্চল ব্যতীত অন্যান্য সকল অঞ্চলে জাতীয় পর্যায়ের অনুরূপ ফলাফল লক্ষ্য করা যায়। বরিশাল অঞ্চলের বিনিয়োগকারীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি (শতকরা ৪৩ ভাগ) বিনিয়োগকারীর শিক্ষাগত যোগ্যতা মাধ্যমিক পাস (সারণী-৩৬)।

চার্ট ২.৪: **সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতাভিত্তিক নমুনা বিন্যাস**

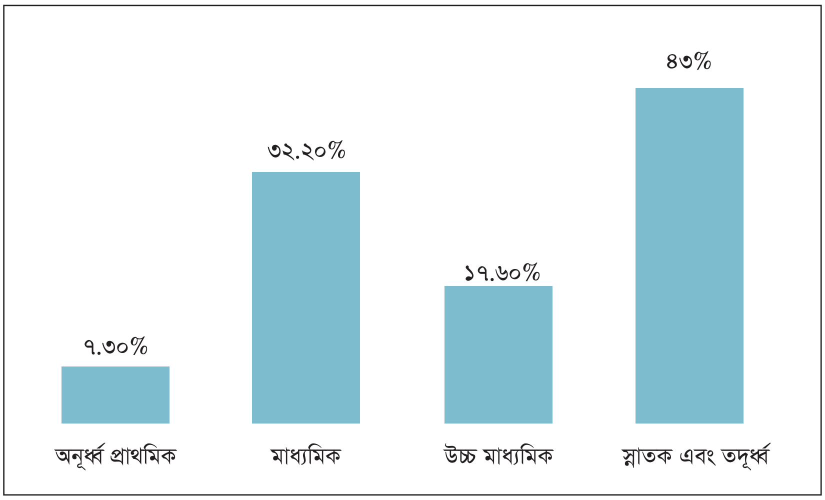

৫. পেশা

সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের পেশাভিত্তিক নমুনা বিন্যাস থেকে দেখা যায় যে, বিনিয়োগকারীদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৩৪.১ শতাংশ বিনিয়োগকারী গৃহিনী, ১৯.৫ শতাংশ হলো পেনশন সুবিধাভোগী, ৭.০ শতাংশ হলো সরকারী চাকুরীজীবী, ৬.৭ শতাংশ হলো শিক্ষক, বেসরকারী চাকুরীজীবী ও ব্যবসায়ী হলো ৫.৭ শতাংশ করে, ব্যাংকার ২.১ শতাশ, ছাত্র-ছাত্রী ২.০ শতাংশ এবং অন্যান্য হলো ৯.১ শতাংশ। সরকারী ও বেসরকারী অবসরপাপ্ত হলো মোট ২৫.১ শতাংশ যার মধ্যে ১৯.৫ শতাংশ হলো পেনশন সুবিধাভোগী। এছাড়াও বিনিয়োগকারীদের মধ্যে শতকরা ২১.৫ ভাগ বর্তমানে চাকুরীজীবী (চার্ট-২.৫ ও সারণী-৬)।

চার্ট ২.৫: **সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের পেশাভিত্তিক নমুনা বিন্যাস**

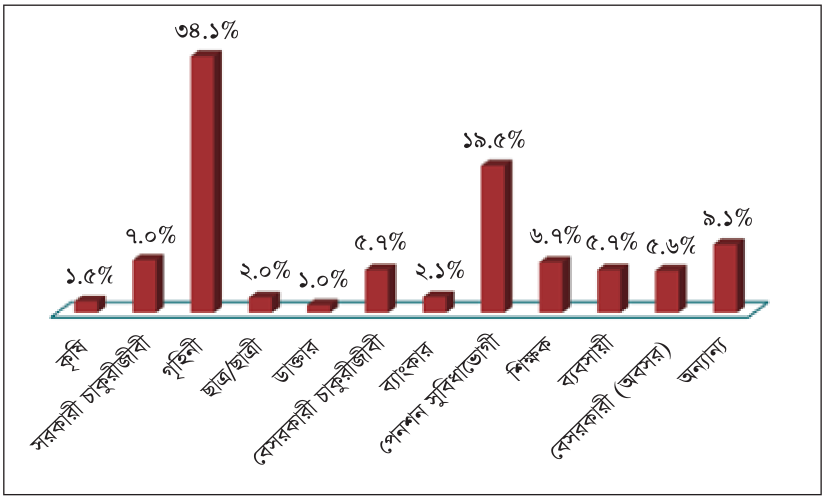

৬. খানা প্রধানের (House hold) সাথে সঞ্চয়পত্র ক্রেতার সম্পর্ক

জরিপে অন্তর্ভুক্ত সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের মধ্যে ৬১.২ শতাংশ ক্রেতা নিজেই খানা প্রধান এবং নিজ নামে সঞ্চয়পত্র ক্রয় করেছেন। খানা প্রধান নয় এমন ৩৩.১ শতাংশ হলো খানা প্রধানের স্ত্রী হিসেবে ক্রয় করেছেন (চার্ট-২.৬ ও সারণী-৭)।

চার্ট ২.৬: **খানা প্রধানের সাথে সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের সম্পর্ক ভিত্তিক নমুনা বিন্যাস**

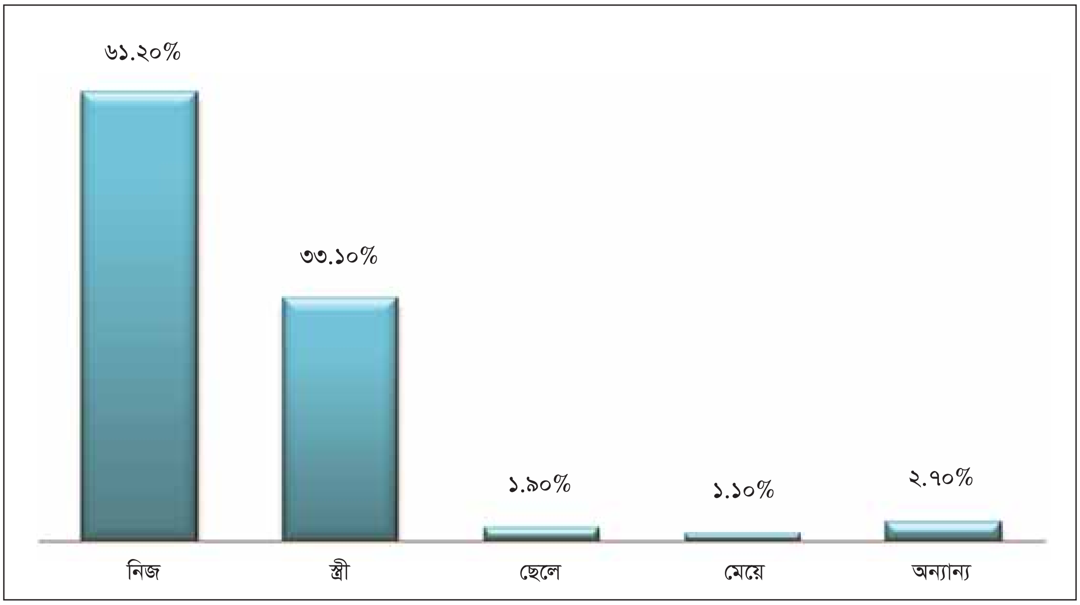

৭. বাসস্থান

জরিপে অন্তর্ভুক্ত উত্তরদাতাদের মধ্যে ৮৩.৫ শতাংশ শহরে বাস করে এবং অবশিষ্ট ১৬.৫ শতাংশ গ্রামে বাস করে। অঞ্চল ভিত্তিক বিশ্লেষণেও শহরে বসবাসকারী বিনিয়োগকারীদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায় (সারণী-৩৯)। উল্লেখ্য যে, সমীক্ষাটি সাতটি বিভাগীয় শহরে এবং একটি জেলা শহরে পরিচালিত হওয়ায় উত্তরদাতাদের বেশীরভাগই শহরে বসবাসকারী (চার্ট-২.৭ ও সারণী-৮)।

চার্ট ২.৭: **সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের বাসস্থানভিত্তিক (শহর/গ্রাম) নমুনা বিন্যাস**

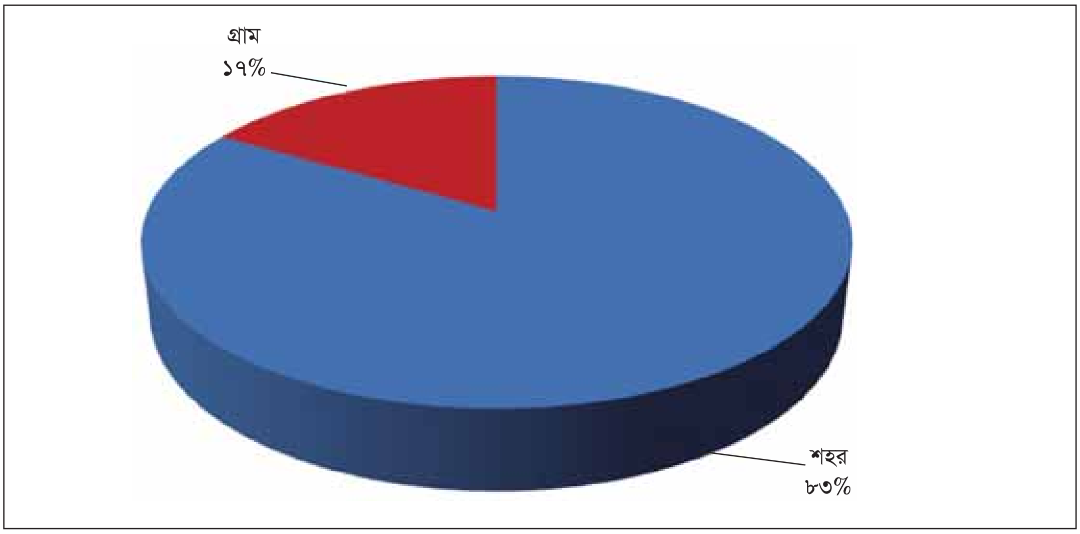

জরিপে অন্তর্ভুক্ত শহরে বসবাসকারী বিনিয়োগকারীদের মধ্যে শতকরা ৫৩.৯ ভাগ বিনিয়োগকারী নিজ বাড়িতে বসবাস করেন এবং ৪৫.৭ ভাগ বিনিয়োগকারী ভাড়া বাড়িতে বাস করেন বলে উল্লেখ করেন (চার্ট-২.৮)। জাতীয় পর্যায়ে শহরে বসবাসকারী বিনিয়োগকারীদের মধ্যে নিজ বাড়িতে বসবাসকারী বিনিয়োগকারীর সংখ্যা বেশি হলেও ঢাকা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের ক্ষেত্রে শহরে বসবাসকারী বিনিয়োগকারীদের মধ্যে অধিকাংশই ভাড়া বাড়িতে বসবাস করেন। ঢাকা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের শহুরে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে যথাক্রমে শতকরা ৩৯.১ ভাগ ও ২৩.৪ ভাগের নিজ বাড়ি রয়েছে (বিস্তারিত দেখুন সারণী-৪০ (ক)-এ)।

চার্ট ২.৮: **সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের বাসস্থানের মালিকানাভিত্তিক বিন্যাস**

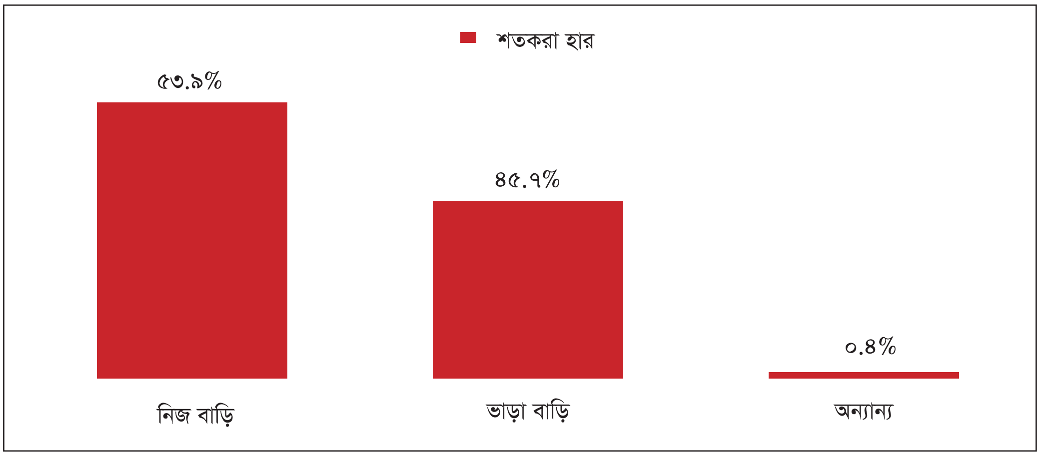

৮. পরিবারের সদস্য সংখ্যা

প্রাপ্ত তথ্য/উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে, জরিপে অন্তর্ভুক্ত বিনিয়োগকারীদের পরিবার প্রতি গড় সদস্য সংখ্যা ৪.৬৮ জন এবং গড়ে পরিবার প্রতি উপার্জনকারী সদস্যের সংখ্যা ১.২৮ জন (চার্ট-২.৯ ও সারণী-৩৮)। অঞ্চলভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য পরিবার প্রতি গড় সদস্য সংখ্যা ৪.২৪ জন হতে ৪.৯৮ জনের মধ্যে এবং গড় উপার্জনকারী সদস্যের সংখ্যা ০.৯৬ জন হতে ১.৪৩ জনের মধ্যে। গড় উপার্জনকারী ব্যক্তির সংখ্যা সবচেয়ে বেশি চট্টগ্রাম অঞ্চলে (১.৪৬ জন) এবং সবচেয়ে কম (০.৯৬) রাজশাহী অঞ্চলে (সারণী-৩৮)। উল্লেখ্য যে, জরিপে অন্তর্ভুক্ত বিনিয়োগকারীদের ১০.১ শতাংশ উত্তরদাতা উল্লেখ করেছেন যে তাদের পরিবারে এক বা একাধিক প্রবাসী সদস্য আছে (সারণী-১০)।

চার্ট ২.৯ঃ **সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের অঞ্চলভেদে পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যা ও উপার্জনকারী সদস্য সংখ্যার বিন্যাস**

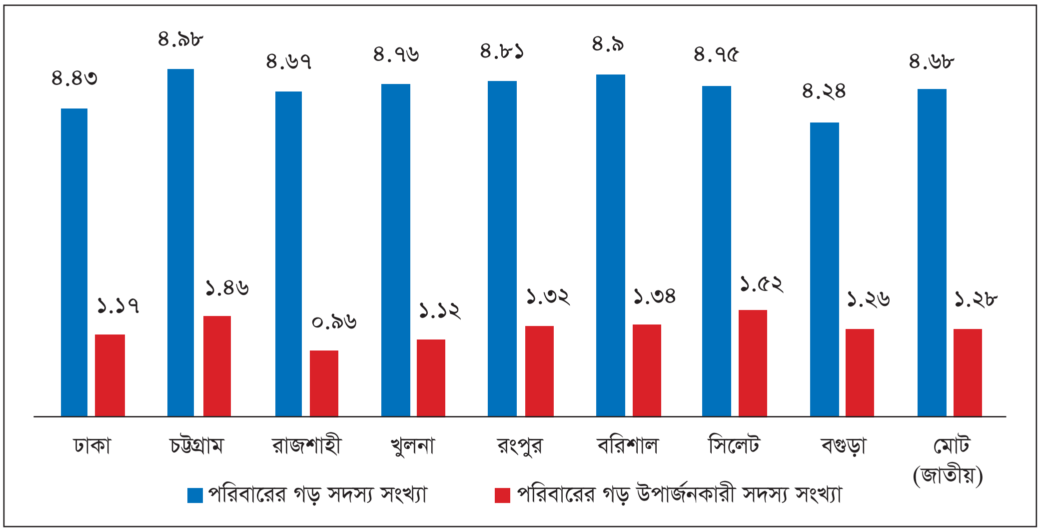

(খ) সঞ্চয়পত্র বিনিয়োগকারীদের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য

১. আয়

জরিপে অন্তর্ভুক্ত সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগকারীদের মাসিক পারিবারিক গড় আয়ের পরিমাণ প্রায় ২৮,৭৭০.০০ টাকা (সারণী-৪১)। তবে অঞ্চল ভেদে এই গড় পারিবারিক আয়ের মধ্যে ব্যাপক তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। জরিপে অন্তর্ভুক্ত বিনিয়োগকারীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পারিবারিক আয় ঢাকা অঞ্চলের বিনিয়োগকারীদের যা প্রায় ৩৬,৭৮০.০০ টাকা, এর পরপরই রয়েছে চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিনিয়োগকারীগণ-যাদের গড় আয় প্রায় ৩৬,৪৫২.০০ টাকা এবং সবচেয়ে কম পারিবারিক আয় পাওয়া গেছে রাজশাহী অঞ্চলের বিনিয়োগকারীদের ক্ষেত্রে–যা প্রায় ১৯,৭৩১.০০ টাকা (সারণী-৪১)।

চার্ট ২.১০: **সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের পারিবারিক মাসিক আয় ভিত্তিক নমুনা বিন্যাস**

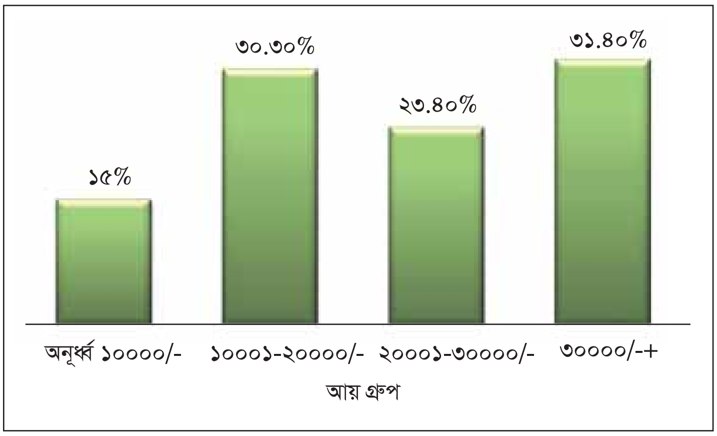

বিনিয়োগকারীদের পারিবারিক মাসিক আয়ের সাথে সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের কোন সম্পর্ক আছে কি-না তা বোঝার জন্য বিনিয়োগকারীদেরকে তাদের আয়ের ভিত্তিতে বিভিন্ন ভাগে (যথা-অনূর্ধ্ব ১০,০০০.০০ টাকা ১০,০০০-২০,০০০ টাকা, ২০,০০০-৩০,০০০ টাকা এবং ৩০,০০০ টাকার অধিক আয় পরিসরে) বিভক্ত করা হয়েছে । জরিপে অন্তর্ভুক্ত ১৩৩৬ জন বিনিয়োগকারীর মাসিক পারিবারিক আয় বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, সর্বোচ্চ আয় শ্রেণীতে (যাদের পারিবারিক মাসিক আয় ৩০ হাজার টাকার উর্ধ্বে) সর্বোচ্চ ৩১.৪ শতাংশ বিনিয়োগকারী এবং সর্বনিম্ন আয় শ্রেণীতে (যাদের পারিবারিক মাসিক আয় ১০ হাজার টাকা বা তার কম) সবচেয়ে কম ১৫ শতাংশ বিনিয়োগকারী বিদ্যমান (সারণী-৪২)। এছাড়া, ১০,০০০-২০,০০০ টাকা আয় শ্রেণীতে শতকরা ৩০.৩ শতাংশ এবং ২০,০০০-৩০,০০০ টাকা আয় শ্রেণীতে শতকরা ২৩.৪ শতাংশ বিনিয়োগকারী বিদ্যমান। এখান থেকে স্পষ্ট যে, সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের মধ্যে আনুপাতিক দিক দিয়ে উচ্চ আয়ের পরিবারের সদস্য বেশি এবং নিম্ন আয়ের পরিবারের সদস্য কম। তবে পারিবারিক আয়ের অঞ্চলভিত্তিক বিশ্লেষণ করলে জাতীয় পর্যায়ের ফলাফলের ব্যতিক্রম পাওয়া যায়। যেমন-জাতীয় পর্যায়ে সর্বনিম্ন আয় শ্রেণীতে সবচেয়ে কম সংখ্যক বিনিয়োগকারী থাকলেও রাজশাহী অঞ্চলের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সর্বোচ্চ আয় (৩০,০০০.০০ টাকা বা তার অধিক আয়) শ্রেণীতে সবচেয়ে কম সংখ্যক বিনিয়োগকারী (১৪.৩ শতাংশ) বিদ্যমান (সারণী-৪২)। এ ছাড়াও রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, বরিশাল ও বগুড়া অঞ্চলের ক্ষেত্রে ১০,০০০-২০,০০০ টাকা আয় শ্রেণীতে (মধ্যম শ্রেণীতে) সবচেয়ে বেশী সংখ্যক (যথাক্রমে ৩৫.০, ৩৬.৯, ৩২.৫, ৩২.২ এবং ৪৪.৭ শতাংশ) বিনিয়োগকারী বিদ্যমান।

২. ব্যয়

জরিপে অন্তর্ভুক্ত সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগকারীদের পারিবারিক মাসিক গড় ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় ২১,৯২৩ টাকা (সারণী-৪১)। তবে অঞ্চলভেদে এই মাসিক গড় ব্যয়ের পরিমাণের মধ্যেও তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। ঢাকা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিনিয়োগকারীদের মাসিক পারিবারিক গড় আয় সবচেয়ে বেশি হলেও সিলেট অঞ্চলের বিনিয়োগকারীদের মাসিক পারিবারিক গড় ব্যয় সবচেয়ে বেশি-যা প্রায় ২৬,৮৯৫ টাকা, এর পরপরই রয়েছে ঢাকা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিনিয়োগকারীদের মাসিক গড় পারিবারিক ব্যয়-যা যথাক্রমে প্রায় ২৫,৭২৮ টাকা ও ২৫,৫০২ টাকা এবং খুলনা অঞ্চলের বিনিয়োগকারীদের মাসিক গড় ব্যয় সবচেয়ে কম-যা প্রায় ১৬,০৯৬ টাকা (বিস্তারিত দেখুন, সারণী-৪১-এ)।

ব্যয়ের ক্ষেত্রেও বিনিয়োগকারীদেরকে বিভিন্ন ব্যয় শ্রেণী (যথা-১০০০০ টাকা বা তারচেয়ে কম, ১০,০০০ -২০,০০০ টাকা, ২০,০০০-৩০০০০ টাকা এবং ৩০,০০০ টাকা বা এর চেয়ে বেশি)-তে বিভক্ত করা হয়েছে। জরিপে অন্তর্ভুক্ত বিনিয়োগকারীর মাসিক পারিবারিক ব্যয় বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, অনধিক ১০,০০০ টাকা ব্যয় শ্রেণীতে শতকরা ১৭.৭ ভাগ বিনিয়োগকারী, ১০,০০০-২০,০০০ টাকা ব্যয় শ্রেণীতে শতকরা ৪১.২ ভাগ বিনিয়োগকারী, ২০,০০০-৩০,০০০ টাকা ব্যয় শ্রেণীতে শতকরা ২৩.৭ ভাগ বিনিয়োগকারী এবং ৩০,০০০ টাকা বা তার বেশি ব্যয় শ্রেণীতে শতকরা ১৭.৪ ভাগ বিনিয়োগকারী বিদ্যমান (চার্ট-২.১১ এবং সারণী-১৩ ও ৪৩)। মাসিক পারিবারিক ব্যয়ের বিভিন্ন পরিসরে সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের অঞ্চলভিত্তিক বিন্যাসের বিবরণ সারণী-৪৩-এ দেয়া হলো।

চার্ট ২.১১: **সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের পরিবারের মাসিক ব্যয় ভিত্তিক নমুনা বিন্যাস**

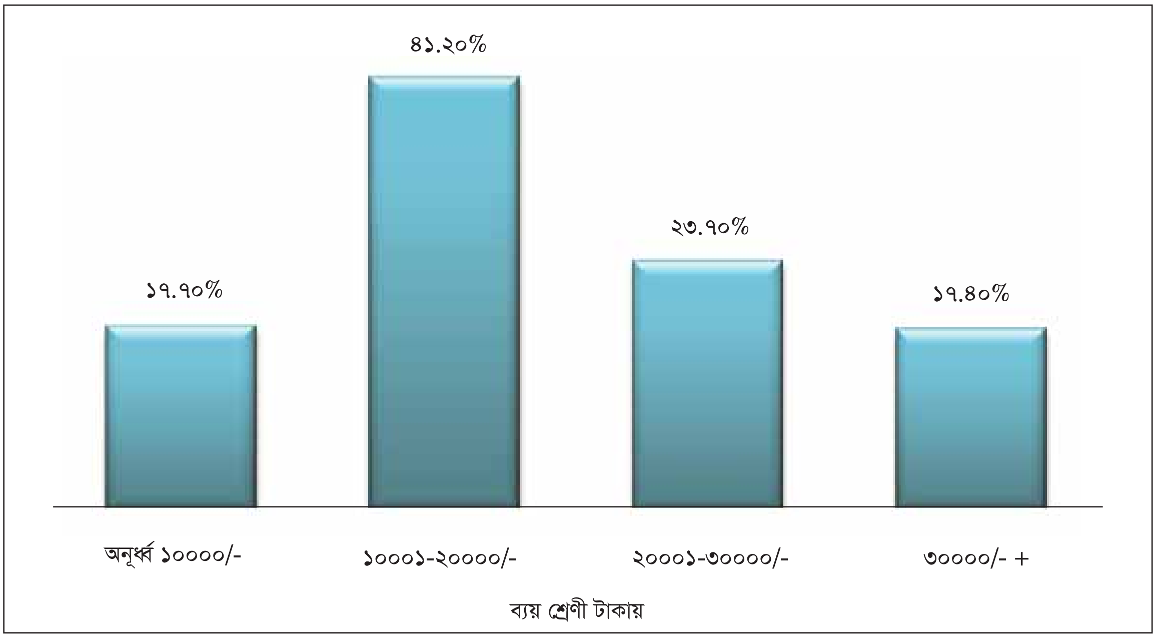

৩. সঞ্চয় ও সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ

জরিপে অন্তর্ভুক্ত সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগকারীগণ কর্তৃক প্রদত্ত মাসিক পারিবারিক আয় ও ব্যয়ের তথ্য/উপাত্ত হতে তাদের মাসিক পারিবারিক সঞ্চয় নিরূপণ করা হয়েছে। জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, জাতীয় পর্যায়ে মোট ১৩৩৬ জন সঞ্চয়পত্র ক্রেতার মাসিক পারিবারিক গড় সঞ্চয়ের পরিমাণ প্রায় ৬,৮৪৬ টাকা (সারণী-৪১)। তবে অঞ্চলভেদে এই মাসিক পারিবারিক গড় সঞ্চয়ের পরিমাণের মধ্যেও ব্যাপক তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। জরিপে অন্তর্ভুক্ত বিনিয়োগকারীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মাসিক পারিবারিক গড় সঞ্চয় ঢাকা অঞ্চলের বিনিয়োগকারীদের যা প্রায় ১১,০৫১ টাকা, এর পরপরই রয়েছে চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিনিয়োগকারীগণ-যাদের মাসিক পারিবারিক গড় সঞ্চয়ের পরিমাণ প্রায় ১০,৯৫০ টাকা এবং সবচেয়ে কম গড় পারিবারিক সঞ্চয় রাজশাহী অঞ্চলের বিনিয়োগকারীদের-যা প্রায় ২,৪০২ টাকা।

বিনিয়োগকারীদের সঞ্চয় অভ্যাস সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য বিনিয়োগকারীদেরকে বিভিন্ন সঞ্চয় অবস্থা (যেমন-ধনাত্মক সঞ্চয়, শূন্য সঞ্চয় এবং ঋণাত্মক সঞ্চয়) এর ভিত্তিতে ভাগ করা হয়েছে। জরিপে অন্তর্ভুক্ত মোট বিনিয়োগকারীর মধ্যে ৬৭.২ শতাংশ বিনিয়োগকারীর ধনাত্মক সঞ্চয় আছে, ১৭.৪ শতাংশ বিনিয়োগকারীর কোন সঞ্চয় নেই অর্থাৎ তাদের মাসিক আয় ও ব্যয় সমান এবং অবশিষ্ট ১৫.৩ শতাংশ বিনিয়োগকারীর সঞ্চয় ঋণাত্মক অর্থাৎ তাদের মাসিক আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশি (সারণী-৪৪)। তবে, অঞ্চল ভেদে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে বরিশাল অঞ্চলের বিনিয়োগকারীদের সর্বোচ্চ ৮৫.২ শতাংশ বিনিয়োগকারীর ধনাত্মক সঞ্চয় রয়েছে, চট্টগ্রাম ও ঢাকা অঞ্চলের বিনিয়োগকারীদের মধ্যে যথাক্রমে শতকরা ৮০.৫ ভাগ ও ৭৪.১ ভাগের ধনাত্মক সঞ্চয় আছে (বিস্তারিত দেখুন সারণী-৪৪-এ)।

জরিপে অন্তর্ভুক্ত সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগকারীদের সঞ্চয়পত্রে মাথাপিছু গড় বিনিয়োগের পরিমাণ ৭.৮৯ লক্ষ টাকা-যার মধ্যে গড়ে ২.৩৪ লক্ষ টাকা পেনশনার সঞ্চয়পত্রে, ১.৬৭ লক্ষ টাকা পারিবারিক সঞ্চয়পত্রে, ৩.৫৯ লক্ষ টাকা তিন মাস অন্তর মুনাফা ভিত্তিক ৩ বছর মেয়াদী সঞ্চয়পত্রে, ০.২৮ লক্ষ টাকা ৫ বছর মেয়াদী সঞ্চয়পত্র এবং ০.০২ লক্ষ টাকা অন্যান্য সঞ্চয়পত্রে বিনিযোগ করা হয়েছে (চার্ট-২.১২ ও সারণী-৪৭)। এখানে লক্ষণীয় যে, তিনমাস অন্তর মুনাফা ভিত্তিক তিন বছর মেয়াদী সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগকারীদের মাথাপিছু বিনিয়োগের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি।

চার্ট ২.১২: **সঞ্চয়পত্রের প্রকারভেদ অনুযায়ী গড় বিনিয়োগের নমুনা বিন্যাস**

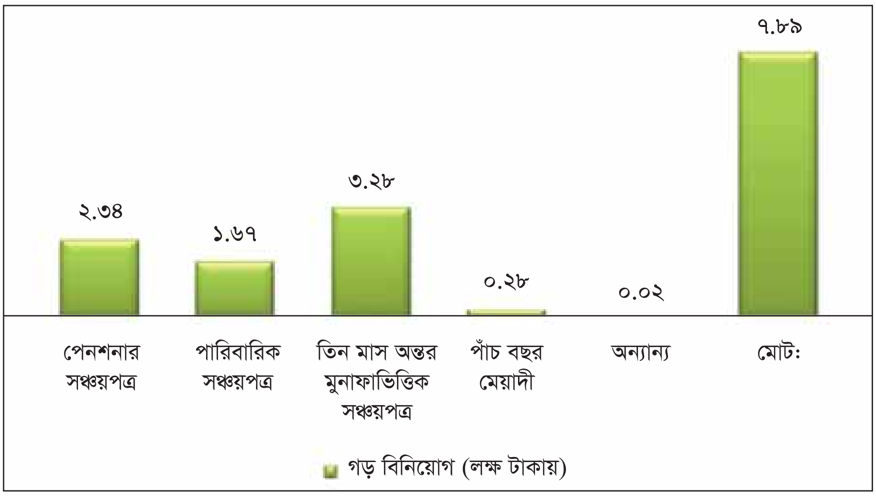

তবে অঞ্চলভেদে বিনিয়োগকারীদের সঞ্চয়পত্রে মাথাপিছু গড় বিনিয়োগের পরিমাণে ব্যাপক তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। মাথাপিছু গড় বিনিয়োগের পরিমাণ সব চেয়ে বেশি (১১.১৯ লক্ষ টাকা) ঢাকা অঞ্চলে, এর পরপরই রয়েছে রংপুর ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিনিয়োগকারীরা- যাদের মাথাপিছু গড় বিনিয়োগের পরিমাণ যথাক্রমে ৯.৪৯ লক্ষ টাকা ও ৮.৮৫ লক্ষ টাকা, এবং সবচেয়ে কম মাথাপিছু গড় বিনিয়োগ বরিশাল অঞ্চলের বিনিয়োগকারীদের-যা প্রায় ৫.২১ লক্ষ টাকা (বিস্তারিত দেখুন সারণী-৪৭-এ)।

জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে বিনিয়োগের পরিমাণে বিভিন্ন গ্রুপে বিনিয়োগকারীর সংখ্যা কেমন তা বোঝার জন্য বিনিয়োগের পরিমাণকে ''অনধিক ৫ লক্ষ টাকা", ''৫ লক্ষ-১০ লক্ষ টাকা" এবং ''১০ লক্ষ টাকার অধিক"- এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। জরিপে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে সর্বোচ্চ ৫৪.৭ শতাংশ বিনিয়োগকারী অনধিক ৫ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ শ্রেণীতে অবস্থিত, ৫ লক্ষ টাকা-১০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ শ্রেণীতে রয়েছে ২০.৭ শতাংশ বিনিয়োগকারী এবং ১০ লক্ষ টাকার অধিক বিনিয়োগ শ্রেণীতে রয়েছে ২৪.৬ শতাংশ বিনিয়োগকারী (চার্ট-২.১৩ ও সারণী-১৬)। এখান থেকে বোঝা যায় যে, সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীর সংখ্যা অর্ধেকেরও বেশি।

চার্ট ২.১৩: **সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ (লক্ষ টাকা) ভিত্তিক নমুনা বিন্যাস**

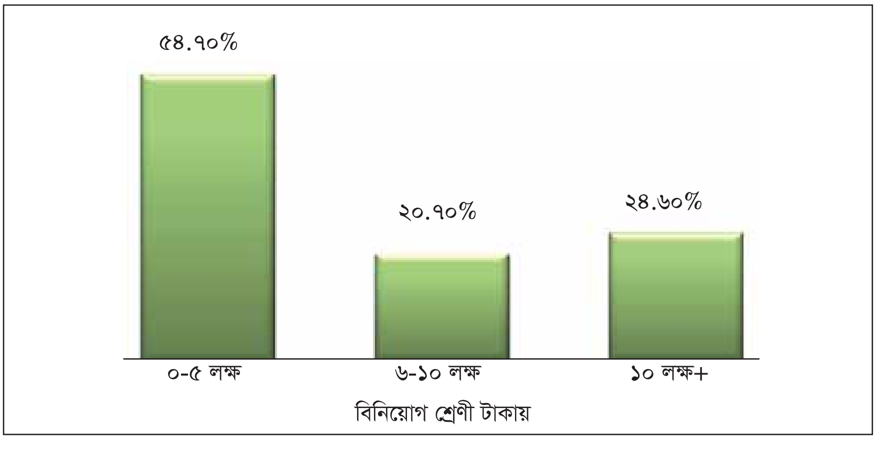

তবে অঞ্চল ভেদে বিভিন্ন বিনিয়োগ শ্রেণীতে বিনিয়োগকারীর সংখ্যার তারতম্য থাকলেও ঢাকা অঞ্চল ব্যতীত অন্য সব অঞ্চলে ‘‘অনধিক ৫ লক্ষ টাকা" বিনিয়োগ শ্রেণীতে বিনিয়োগকারীর সংখ্যা ৫০ শতাংশ বা তার অধিক। ঢাকা অঞ্চলের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৪২ শতাংশ বিনিয়োগকারী সর্বোচ্চ বিনিয়োগ শ্রেণীতে অর্থাৎ ‘‘১০ লক্ষ টাকা তার অধিক" বিনিয়োগ শ্রেণীতে বিদ্যমান যা ঢাকা অঞ্চলে বড় বিনিয়োগকারীর সংখ্যার প্রাধান্য নির্দেশ করে (সারণী-৪৬)।

কোন বয়সের বিনিয়োগকারীদের সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ কত তা জানার জন্য জরিপে অন্তর্ভুক্ত বিনিয়োগকারীদেরকে তিনটি বয়স গ্রুপ (যথা-অনূর্ধ্ব ৪০ বছর, ৪০-৫৬ বছর এবং ৫৭ বছর বা তার অধিক)-এ বিভক্ত করা হয়েছে। জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, ‘‘অনূর্ধ্ব ৪০ বছর" বয়স শ্রেণীতে ২১.০৪ শতাংশ বিনিয়োগকারী বিদ্যমান যাদের গড় বিনিয়োগের পরিমাণ ৫.৮৮ লক্ষ টাকা, ৪০-৫৬ বছর বয়স শ্রেণীতে ৪২.৮৯ শতাংশ বিনিয়োগকারী বিদ্যমান যাদের গড় বিনিয়োগের পরিমাণ ৭.০২ লক্ষ টাকা এবং ৫৭ বছর বা তারচেয়ে অধিক বয়স শ্রেণীতে ৩৫.০৩ শতাংশ বিনিয়োগকারী বিদ্যমান যাদের গড় বিনিয়োগের পরিমাণ ১০.২১ লক্ষ টাকা (চার্ট-২.১৪ ও সারণী-৫০)। এখান থেকে দেখা যায় যে, বেশি বয়সের বিনিয়োগকারীদের সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ বেশি।

চার্ট ২.১৪: **বয়সভিত্তিক সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের পরিমাণের বিন্যাস**

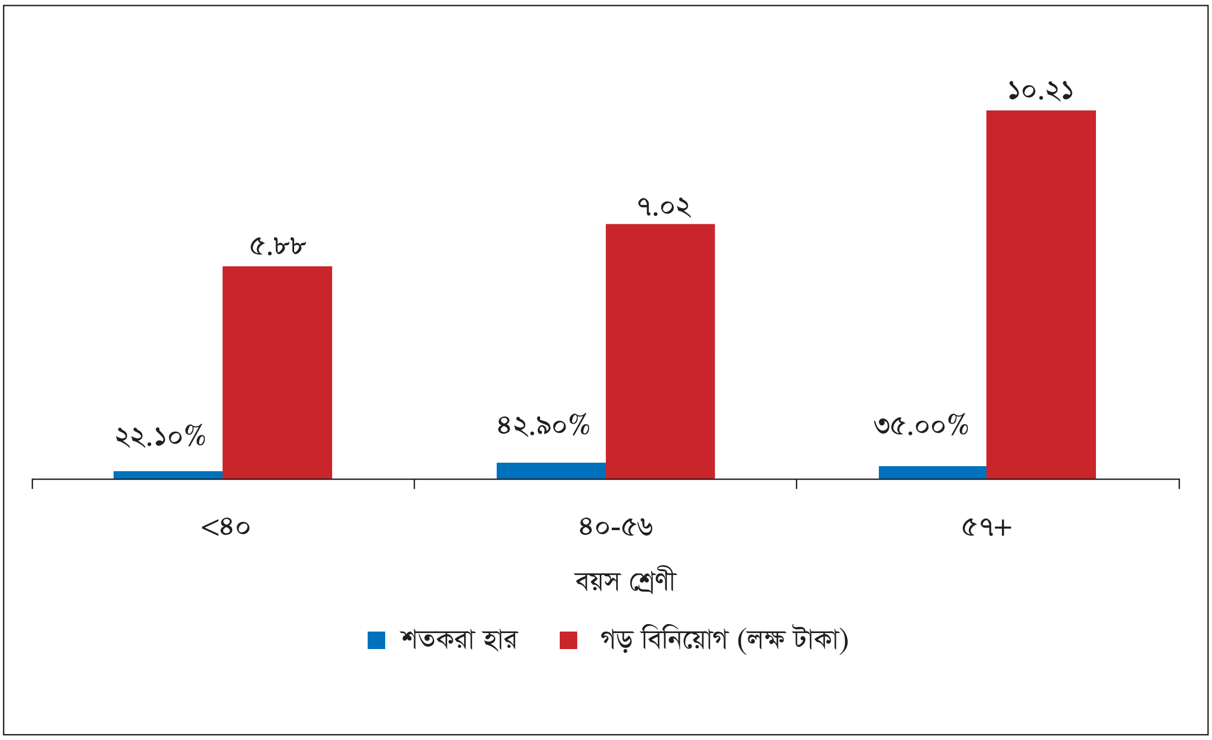

জরিপে প্রাপ্ত ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, ০-৫ লক্ষ টাকার মধ্যে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক লোকের বয়স ৪০-৫৬ বছরের মধ্যে (৩৩৯ জন) যা ৪৬.৪ শতাংশ। ৬-১০ লক্ষ টাকার মধ্যে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে সর্বোচ্চ ১১৭ জনের বয়স ৫৭ বছরের চেয়ে বেশি (৪২.৪ শতাংশ)। ১০ লক্ষ টাকার চাইতে বেশি বিনিয়োগকারীদের একটি বিশাল অংশ ৫৭ বছরের চেয়ে বেশি বয়সের যা প্রায় ৫০ শতাংশের কাছাকাছি (সারণী-৬৬)। এখান থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মূলতঃ অবসরপ্রাপ্ত বয়স্ক লোকেরা সরকারি পেনশন সঞ্চয়পত্রে অধিক হারে বিনিয়োগে আগ্রহী হয়েছেন।

বিনিয়োগকারীদের ধর্মভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, মুসলমান বিনিয়োগকারীদের গড় বিনিয়োগের পরিমাণ ৭.৭১ লক্ষ টাকা, হিন্দু ধর্মাবলম্বী বিনিয়োগকারীদের গড় বিনিয়োগের পরিমাণ ৮.৩৫ লক্ষ টাকা, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের গড় বিনিয়োগের পরিমাণ ৯.৯৮ লক্ষ টাকা এবং খ্রিষ্টান ধর্মালম্বী বিনিয়োগকারীদের গড় বিনিয়োগের পরিমাণ ৭.৭৫ লক্ষ টাকা (সারণী-৫২)।

সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের পেশাভিত্তিক বিন্যাস থেকে দেখা যায় যে, বিভিন্ন পেশার মানুষজন সঞ্চয়পত্র কেনার সাথে জড়িত। পেশাভিত্তিক গড় বিনিয়োগের পরিমাণ থেকে দেখা যায় যে, ডাক্তারদের গড় বিনিয়োগ সবচেয়ে বেশি এবং তাদের গড় বিনিয়োগের পরিমাণ ১৫ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা। এর পরেই রয়েছে পেনশন অথবা বেসরকারী চাকুরী থেকে অবসরপ্রাপ্ত লোকদের বিনিয়োগ এবং তাদের গড় বিনিয়োগ প্রায় ১০ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা। গৃহিনীদের গড় বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ৬ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা। ব্যবসায়ীদের গড় বিনিয়োগ প্রায় ৮ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা (সারণী ৫৪)।

পরিবারে উপার্জনকারী ব্যক্তির সংখ্যাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের পরিমাণের বিন্যাস থেকে দেখা যায় যে, মোট ১৩৩৬ জন উত্তরদাতার মধ্যে শতকরা ৬১.৯০ ভাগ উত্তরদাতার পরিবারে মাত্র একজন উপার্জনকারী সদস্য রয়েছে এবং তাদের গড় বিনিয়োগের পরিমাণ ৭ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা, দুইজন উপার্জনকারী আছে শতকরা প্রায় ২১.৬৩ ভাগ উত্তরদাতার পরিবারে এবং তাদের গড় বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ৭ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা, শতকরা প্রায় ৯.৮৮ ভাগ উত্তরদাতার পরিবারের ক্ষেত্রে কোন উপার্জনকারী নেই, তারা শুধুমাত্র সঞ্চয়পত্রের আয়ের উপর নির্ভরশীল এবং তাদের গড় বিনিয়োগের পরিমাণ ৮ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা। ৩ জন বা তার চেয়ে বেশি উপার্জনকারী সদস্য আছে শতকরা প্রায় ৬.৫৯ ভাগ উত্তরদাতার পরিবারে এবং তাদের গড় বিনিয়োগ ৮ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা (সারণী-৫৬)।

সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের পল্লী/শহরভিত্তিক বিন্যাস থেকে দেখা যায় যে, শতকরা ৮৩.৫ ভাগ ক্রেতা শহরে বসবাস করে এবং তাদের গড় বিনিয়োগের পরিমাণ ৮ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা, অবশিষ্ট ১৬.৫ ভাগ ক্রেতা গ্রামে বাস করে এবং তাদের গড় বিনিয়োগের পরিমাণ ৫ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা (সারণী-৫৭)। অর্থাৎ গ্রামে বসবাসকারী ক্রেতার তুলনায় শহরে বসবাসকারী ক্রেতার সঞ্চয়পত্রে গড় বিনিয়োগের পরিমাণ অনেক বেশি।

আবাসস্থল ভিত্তিক সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের বিন্যাস থেকে দেখা যায় যে, জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৮১৩ জন নিজ বাড়িতে থাকে এবং তাদের গড় বিনিয়োগের পরিমাণ ৭ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা। অন্যদিকে ৫১৬ জন উত্তরদাতা ভাড়া বাড়িতে থাকে এবং তাদের গড় বিনিয়োগের পরিমাণ ৮ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা (সারণী-৫৮)।

সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের পরিবারের মাসিক আয়ভিত্তিক বিন্যাস থেকে দেখা যায় যে, পরিবারের মাসিক আয়ের সাথে সঞ্চয়পত্রে গড় বিনিয়োগের পরিমাণের একটি ধনাত্মক সম্পর্ক রয়েছে। জরিপে অন্তর্ভুক্ত সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের মধ্যে শতকরা প্রায় ১৪.৯৭ ভাগ ক্রেতার পারিবারিক মাসিক আয় ১০,০০০ টাকার কম এবং তাদের গড় বিনিয়োগের পরিমাণ ৩ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা। শতকরা প্রায় ৩০.৩১ ভাগ ক্রেতার পারিবারিক মাসিক আয় ১০ থেকে ২০ হাজার টাকার মধ্যে এবং তাদের গড় বিনিয়োগের পরিমাণ ৫ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা। শতকরা প্রায় ২৪.১০ ভাগ ক্রেতার পারিবারিক মাসিক আয় ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকার মধ্যে এবং তাদের গড় বিনিয়োগের পরিমাণ ৭ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা। শতকরা প্রায় ৩১.৩৬ ভাগ ক্রেতার পারিবারিক মাসিক আয়ের পরিমাণ ৩০ হাজার টাকার বেশি এবং তাদের গড় বিনিয়োগের পরিমাণ ১২ লক্ষ ২১ হাজার টাকা (সারণী-৫৯)।

সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের পরিবারের মাসিক ব্যয়ভিত্তিক বিন্যাস থেকে দেখা যায় যে, আয়ের মত ব্যয়ের সাথেও সঞ্চয়পত্রে গড় বিনিয়োগের পরিমাণের ধনাত্মক সম্পর্ক রয়েছে। মোট উত্তরদাতাদের মধ্যে শতকরা প্রায় ১৭.৬৬ ভাগের পারিবারিক মাসিক ব্যয় ১০,০০০ টাকার কম এবং তাদের গড় বিনিয়োগের পরিমাণ ৪ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা, প্রায় ৪১.২৪ ভাগ ক্রেতার পরিবারের মাসিক ব্যয় ১০ থেকে ২০ হাজার টাকার মধ্যে এবং তাদের গড় বিনিয়োগের পরিমাণ ৬ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা, ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকা মাসিক ব্যয় হয় শতকরা প্রায় ২৩.৭৩ ভাগ ক্রেতার পরিবারে এবং তাদের গড় বিনিয়োগের পরিমাণ ৯ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা। মাসিক ৩০ হাজার টাকার বেশি ব্যয় হয় শতকরা প্রায় ১৭.৩৭ ভাগ ক্রেতার পরিবারে এবং তাদের গড় বিনিয়োগের পরিমাণ ১৩ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা (সারণী-৬০)।

পরিবারের মাসিক সঞ্চয়ভিত্তিক বিন্যাস থেকে দেখা যায় যে, জরিপে অংশ গ্রহণকারী ক্রেতাদের মধ্যে শতকরা প্রায় ১৫.৩০ ভাগ ক্রেতার পরিবারে মাসিক আয় থেকে ব্যয় বেশি। তারা কেউ ঋণ করে চলে, কারো আত্মীয় স্বজন সহায়তা করে এবং কেউ কেউ সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ থেকে অর্জিত আয় অথবা স্থায়ীসম্পদ বিক্রি করে চলে। এ ধরনের ক্রেতাদের সঞ্চয়পত্রে গড় বিনিয়োগের পরিমাণ ৬ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা। শতকরা ১৭.৪ ভাগ ক্রেতার পরিবারে মাসিক আয় ও ব্যয় সমান এবং তাদের গড় বিনিয়োগ ৬ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা। শতকরা প্রায় ৬৭.২ ভাগ ক্রেতার পরিবারে মাসিক ধনাত্মক সঞ্চয় রয়েছে এবং তাদের গড় বিনিয়োগের পরিমাণ ৮ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা (সারণী-৬১)।

জমি/স্থায়ী সম্পদের মালিকানা ভিত্তিতে জরিপে অংশগ্রহণকারী ক্রেতাদের বিন্যাস থেকে দেখা যায় যে, ১,০০৮ জন উত্তরদাতার জমি অথবা অন্য কোন স্থায়ী সম্পদ আছে এবং তাদের গড় বিনিয়োগের পরিমাণ ৭ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা। অবশিষ্ট ৩২৮ জনের কোন রকম স্থায়ী সম্পদ নেই এবং তাদের গড় বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ৮ লক্ষ টাকা (সারণী-৬২)।

লিঙ্গভেদে গড় বিনিয়োগ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মহিলাদের চেয়ে পুরুষদের গড় বিনিয়োগের পরিমাণ বেশি, জাতীয় পর্যায়ে গড় বিনিয়োগের পরিমাণ ৭ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা এর মধ্যে পুরুষের গড় বিনিয়োগ ৮ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা এবং মহিলাদের গড় বিনিয়োগ ৬ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা (সারণী-৫৩)।

সঞ্চয়পত্রলব্ধ আয়ের উপর সঞ্চয়পত্র ক্রেতার নির্ভরশীলতা কতটুকু সে সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য জরিপে প্রাপ্ত তথ্য/উপাত্ত থেকে সঞ্চয়পত্র ক্রেতার মোট মাসিক পারিবারিক আয়ে সঞ্চয়পত্রলব্ধ সুদের অবদান/শেয়ার নির্ণয় করা হয়েছে। জরিপে প্রাপ্ত ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, গড়ে সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের মোট মাসিক পারিবারিক আয়ের প্রায় ২২.৯৭ শতাংশ আসে সঞ্চয়পত্রের সুদলব্ধ আয় থেকে (সারণী-৬৭)। তবে, বিভিন্ন বয়সগ্রুপের ক্রেতাদের মধ্যে সঞ্চয়পত্রের সুদলব্ধ আয়ের উপর নির্ভরশীলতার অনুপাত ভিন্ন ভিন্ন। সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের বয়সভিত্তিক বিন্যাসের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, নিম্ন বয়স গ্রুপের তুলনায় উচ্চ বয়সগ্রুপের সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের সঞ্চয়পত্রের সুদলব্ধ আয়ের উপর নির্ভরশীলতা তুলনামূলকভাবে বেশি। ৪০ বছরের চেয়ে কম বয়সী সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের মাসিক পারিবারিক আয়ে সঞ্চয়পত্রের সুদলব্ধ আয়ের অবদান প্রায় ১৬.৭৮ শতাংশ, ৪০-৫৬ বছর বয়স গ্রুপের ক্ষেত্রে এই অনুপাত প্রায় ১৯.৮৯ শতাংশ এবং ৫৭ বছর বা তার অধিক বয়স গ্রুপের ক্ষেত্রে এই অনুপাত প্রায় ৩০.৮৬ শতাংশ (সারণী-৭০)। অর্থাৎ ৫৭ বছর বা তার অধিক বয়সগ্রুপের ক্রেতাদের মোট আয়ের প্রায় একতৃতীয়াংশ আসে সঞ্চয়পত্রের সুদ থেকে।

মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের ক্ষেত্রে এই অনুপাত বেশি। পুরুষদের ক্ষেত্রে মোট পারিবারিক আয়ে সঞ্চয়পত্রের সুদলব্ধ আয়ের অনুপাত প্রায় ২৫.৩৮ শতাংশ এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে তা প্রায় ২০.২৬ শতাংশ (সারণী-৬৮)। তবে, যে সকল মহিলা সঞ্চয়পত্রক্রেতা পরিবারের প্রধান তাদের ক্ষেত্রে এই অনুপাত উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি-যা প্রায় ২৮.৫৮ শতাংশ (সারণী-৭১)

(গ) সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগকারীদের সঞ্চয় ও সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য

১. সঞ্চয়পত্র ক্রয়

সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের মধ্যে ৪৬.৯ শতাংশ প্রথমবারের মত সঞ্চয়পত্র ক্রয় করেছেন এবং ৫৩.১ শতাংশ একাধিক বার ক্রয় করেছেন (চার্ট-২.১৫ ও সারণী-১৫)।

চার্ট ২.১৫: **প্রথমবার সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের নমুনা বিন্যাস**

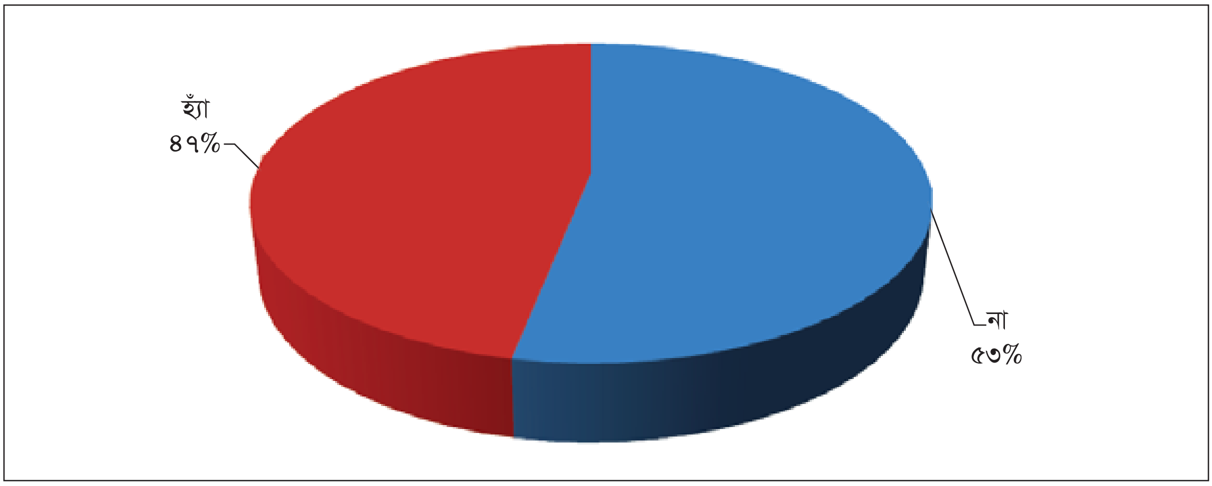

২. সঞ্চয়পত্রের মালিকানা

সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের মধ্যে ৮৮.৪ শতাংশ একক মালিকানায় এবং ১১.৬ শতাংশ যৌথ মালিকানায় সঞ্চয়পত্র ক্রয় করেছেন (চার্ট-২.১৬ ও সারণী-১৭।

চার্ট-২.১৬: সঞ্চয়পত্রের মালিকানাভিত্তিক নমুনা বিন্যাস

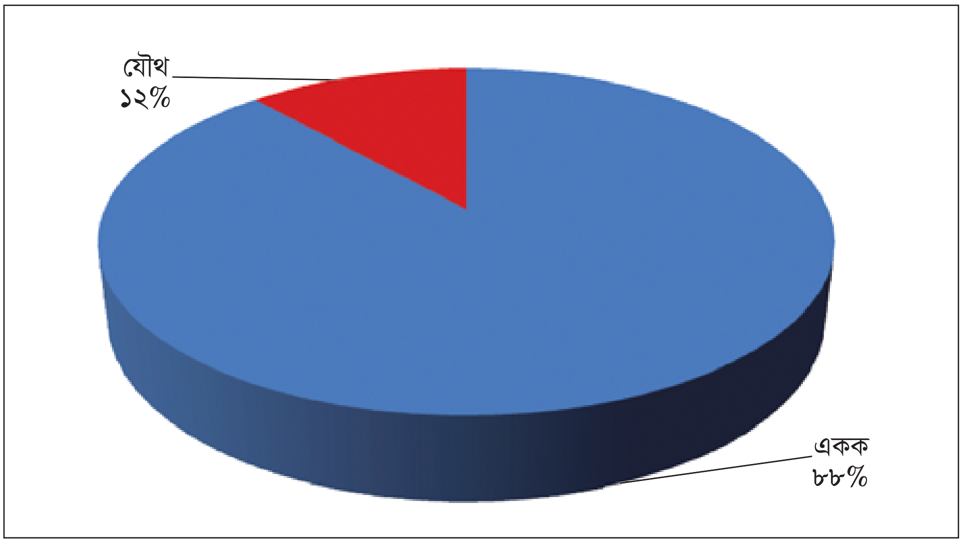

৩. যৌথ মালিকানার ক্ষেত্রে সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের মধ্যে সম্পর্ক

যৌথ মালিকানায় সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের সম্পর্ক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, ৬৭ শতাংশ হলো স্বামী/স্ত্রী, ১৭ শতাংশ হলো ছেলে/মেয়ে, ৮ শতাংশ হলো বাবা/মা, ৫ শতাংশ হলো ভাই/বোন, ও ৩ শতাংশ হলো অন্যান্য (চার্ট-২.১৭ ও সারণী-১৮)।

চার্ট ২.১৭: **যৌথনামে সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের মধ্যকার সম্পর্কভিত্তিক নমুনা বিন্যাস**

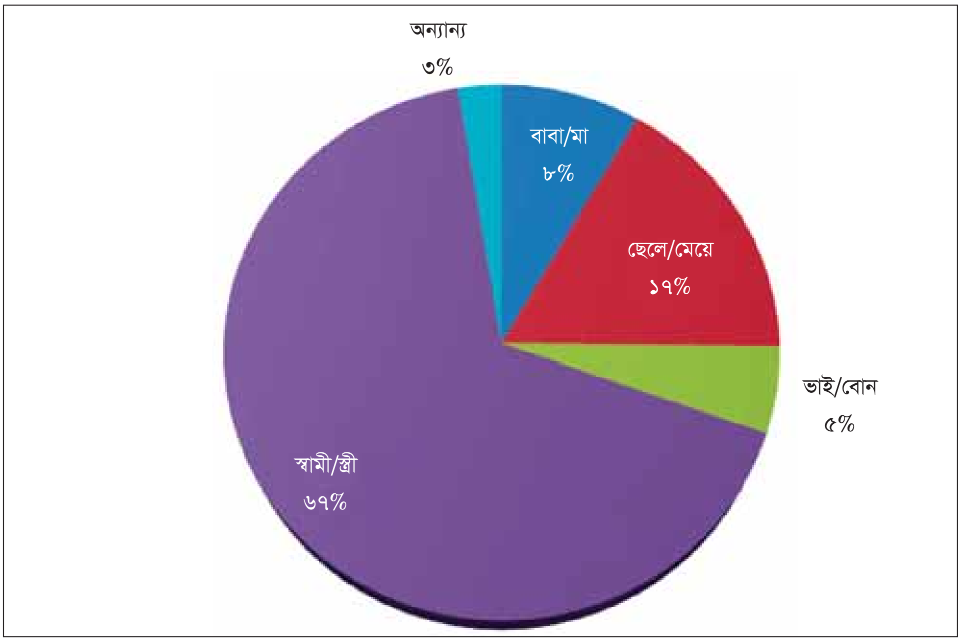

৪. সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের কারণ

উত্তরদাতাদের মধ্যে ৩৮.২ শতাংশ ক্রেতা সঞ্চয়পত্র ক্রয়কে নিরাপদ বা ঝুঁকিবিহীন বলে মনে করেন, ৩৫.৯ শতাংশ ক্রেতা পরিবারের আয় বৃদ্ধি বা ব্যয় নির্বাহ এবং ৯.৪ শতাংশ ক্রেতা পূর্বে মুনাফা বেশি থাকাকে সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের কারণ হিসাবে উল্লেখ করেন। এছাড়াও অন্যান্যরা অন্য বিনিয়োগের সুযোগ না থাকা, স্বাভাবিক সঞ্চয় প্রবণতা, ছেলেমেয়ের পড়াশুনার ব্যয় নির্বাহ, ভবিষ্যতের আর্থিক নিরাপত্তা এবং অবসর জীবনেও অন্য কাজ করার অক্ষমতাকে কারণ হিসাবে উল্লেখ করেন (চার্ট-২.১৯ ও সারণী-১৯)।

চার্ট ২.১৯: সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের কারণ

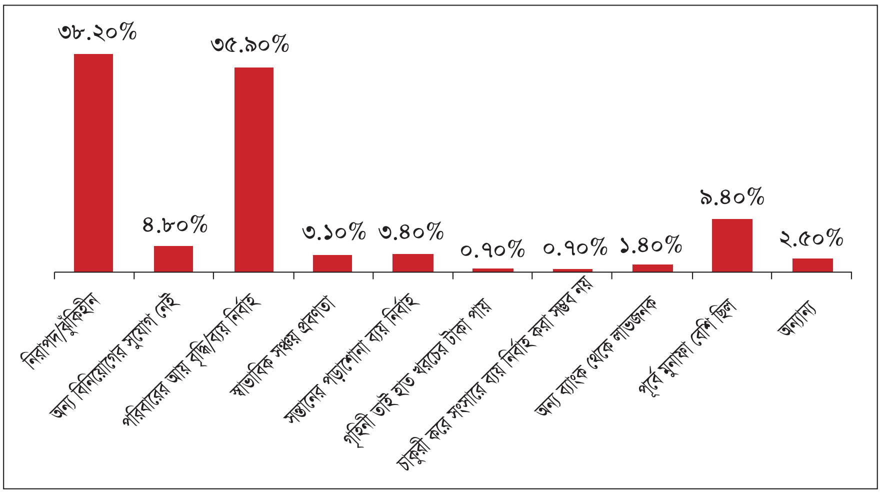

৫. অন্য বিনিয়োগের তুলনায় সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ সুবিধাজনক হওয়ার কারণসমূহ

উত্তরদাতাদের মধ্যে ৭৭.৪ শতাংশ লোক মনে করেন সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ অন্য বিনিয়োগের তুলনায় সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ করা সুবিধাজনক (সারণী-২০)। যে সকল ক্রেতা সঞ্চয়পত্র ক্রয়কে সুবিধাজনক বিনিয়োগ বলে মনে করেন তাদের মধ্যে ৭৫.২ শতাংশ ক্রেতা মনে করেন এটা নিরাপদ ও ঝুঁকিহীন, ১৩.২ শতাংশ ক্রেতা মনে করেন নির্দিষ্ট সময় অন্তর নির্দিষ্ট আয় আসে। এছাড়াও, অনেকে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ লাভজনক, তুলনামূলকভাবে মুনাফা বেশি, ঝামেলামুক্ত বিনিয়োগ, অন্য কাজের ক্ষতি হয় না এবং সহজেই টাকা উত্তোলন করা যায় ইত্যাদি কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন (চার্ট-২.২০ ও সারণী-২১)।

চার্ট ২.২০: অন্য বিনিয়োগের তুলনায় সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ সুবিধাজনক হওয়ার কারণসমূহের নমুনা বিন্যাস

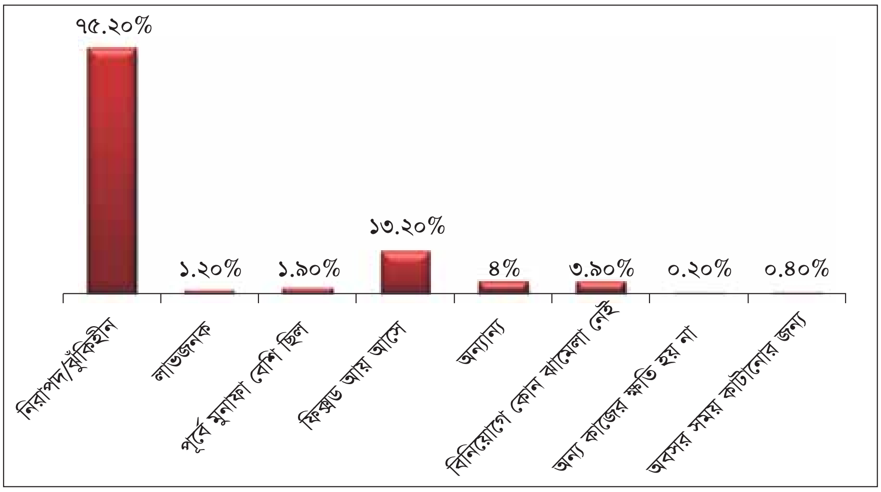

৬. অন্য বিনিয়োগের তুলনায় সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ সুবিধাজনক না হওয়ার কারণসমূহ

উত্তরদাতাদের মধ্যে ২২.৬ শতাংশ লোক মনে করেন সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ সুবিধাজনক নয়, এর কারণ হিসাবে ৫২.৬ শতাংশ লোক মনে করেন সরকার সুদ কমিয়ে দিয়েছে, ৩২.৫ শতাংশ লোক মনে করেন বর্তমানে অন্যান্য ব্যাংকের তুলনায় সঞ্চয়পত্রে সুদের হার কম এবং ৮.৬ শতাংশ লোক মনে করেন সরকার পূর্বে ক্রয়কৃত সঞ্চয়পত্রের সুদের উপর উৎসে কর আরোপ করার মাধ্যমে চুক্তি ভঙ্গ করেছে। এছাড়াও অনেকে মনে করেন যে, মুনাফা তুলতে অনেক সময় লাগে এবং কর কর্তন ইত্যাদিকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন (চার্ট-২.২১ ও সারণী-২২)।

চার্ট ২.২১: অন্য বিনিয়োগের তুলনায় সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ সুবিধাজনক না হওয়ার কারণ সমূহের নমুনা বিন্যাস

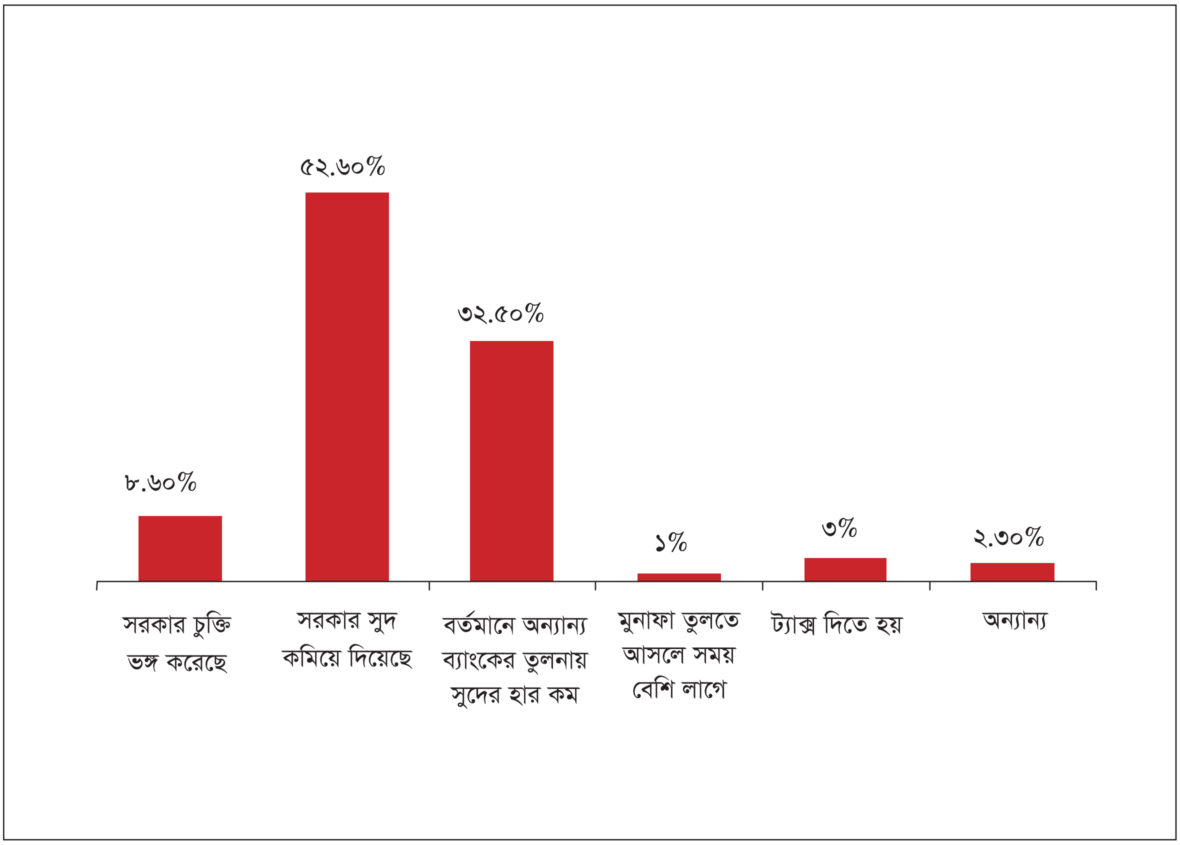

৭. সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ঝামেলা আছে কি-না

উত্তরদাতাদের মধ্যে ৮১.৩ শতাংশ লোক মনে করেন সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগে কোন ঝামেলা নেই। অবশিষ্ট ১৮.৭ শতাংশ লোক মনে করেন সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগে ঝামেলা আছে (চার্ট ২.২২ ও সারণী ২৩)। কারণ হিসাবে প্রায় অর্ধেক (প্রায় ৫২.৪ শতাংশ) লোকই মনে করে যে টাকা উত্তোলনের সময় দীর্ঘ লাইন থাকে তাই সময় বেশি লাগে। এছাড়াও অন্যান্যরা ডিজিটাল সিস্টেমের অভাব, কাউন্টারের স্বল্পতা, কর্মকর্তাদের অসৌজন্যমূলক আচরণ, খুচরা টাকা ফেরত না দেয়া, প্রাপ্য টাকার চেয়ে কম টাকা দেওয়া, সার্ভিসের জন্য পর্যাপ্ত লোক না থাকা, সঞ্চয়পত্র ফরমের স্বল্পতা এবং যাতায়াত ও যোগাযোগ সমস্যাকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন (চার্ট-২.২৩ ও সারণী-২৪)।

চার্ট ২.২২ সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ঝামেলা আছে কি-না তার নমুনা বিন্যাস

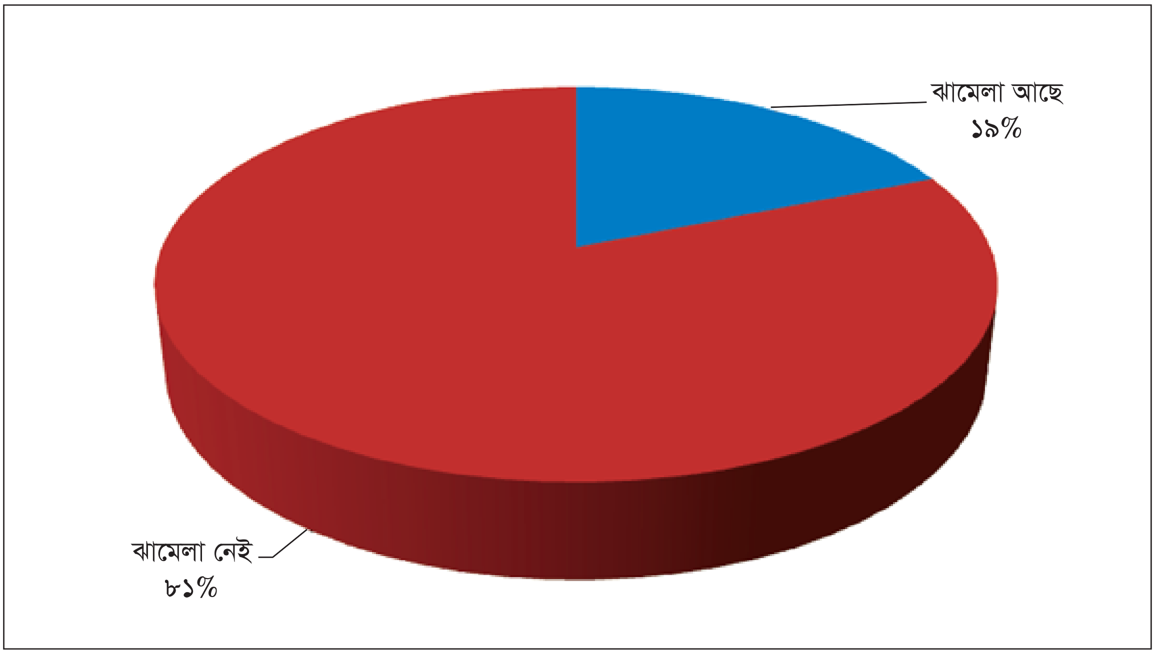

চার্ট ২.২৩ সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ঝামেলার কারণ সমূহের নমুনা বিন্যাস

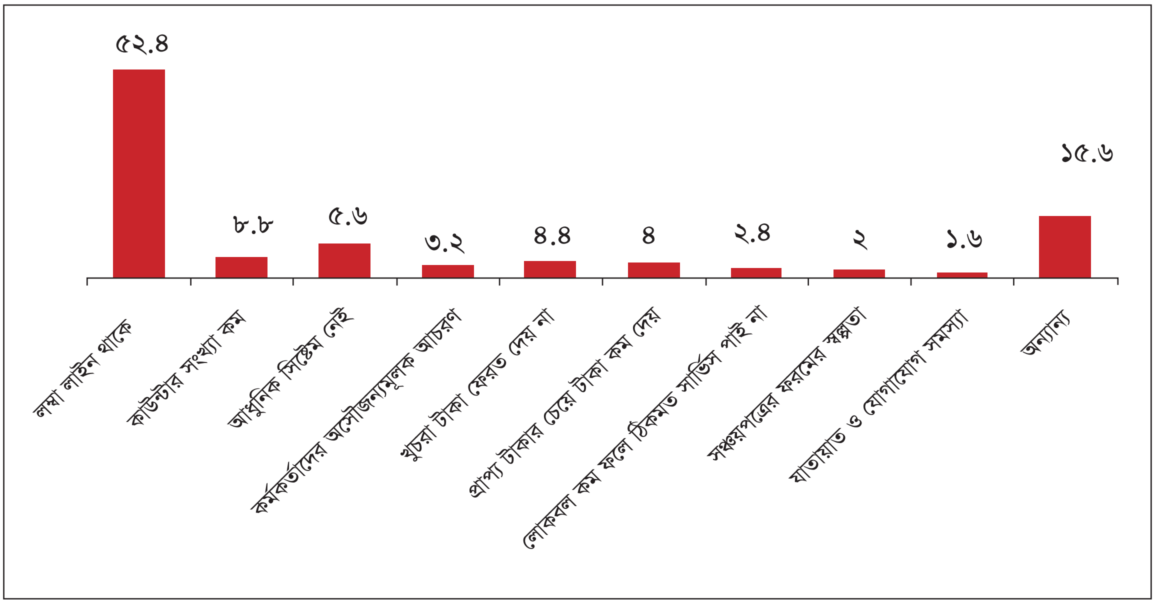

৮. সঞ্চয়পত্র ব্যতীত সঞ্চয়

সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের মধ্যে ৭৫.৭ শতাংশের অন্য কোন বিনিয়োগ নেই; ২৪.৩ শতাংশের সঞ্চয়পত্র ব্যতীত অন্যান্য সঞ্চয় রয়েছে (সারণী-২৫)।

৯. সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের ব্যাংকে বিনিয়োগ বা সঞ্চয়

নমূনা জরিপের উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৪.২ শতাংশ বলেছেন যে, তাদের ব্যাংকে কোন সঞ্চয়/বিনিয়োগ নেই। অপরপক্ষে,৮৫.৮ শতাংশ বলেছেন, তাদের ব্যাংকে সঞ্চয়/বিনিয়োগ আছে (চার্ট-২.২৪ ও সারণী-২৬)।

চার্ট ২.২৪: সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের ব্যাংকে বিনিয়োগ আছে কি-না তার নমুনা বিন্যাস

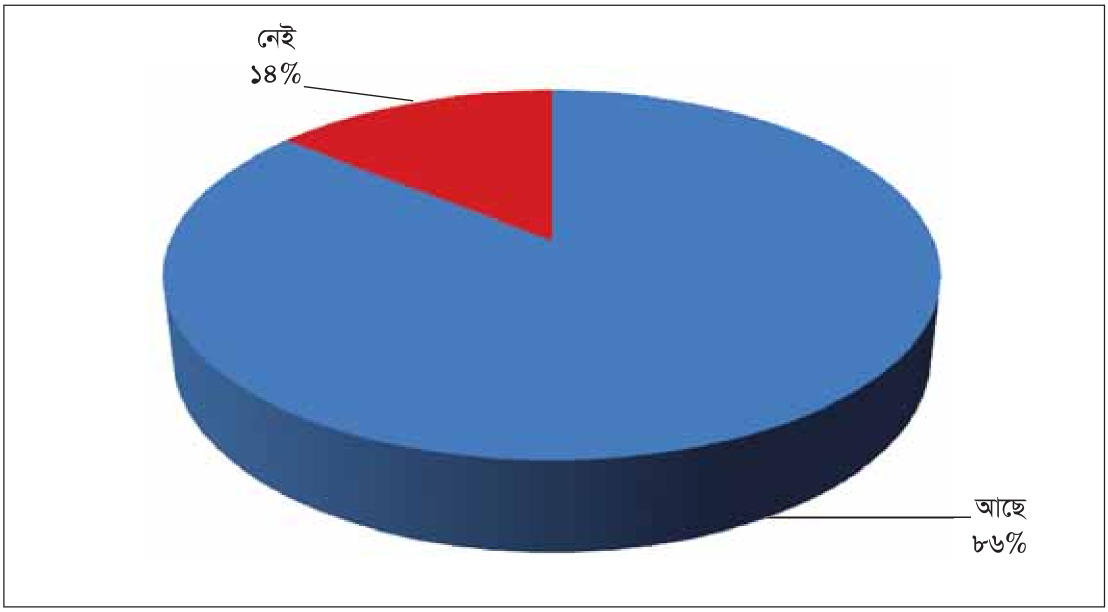

১০. সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের এনজিওতে সঞ্চয়/বিনিয়োগ

উত্তরদাতাদের মধ্যে ৯৭.৫ শতাংশ বলেছেন যে, তাদের এনজিওতে কোন সঞ্চয়/বিনিয়োগ নেই। অবশিষ্ট ২.৫ শতাংশ সঞ্চয়পত্র ক্রেতা বলেছেন আছে (সারণী-২৭)।

১১. সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের গ্রাম্য মহাজনের নিকট বিনিয়োগ/সঞ্চয়

উত্তরদাতাদের মধ্যে ৯৯.৭ শতাংশ সঞ্চয়পত্র ক্রেতা বলেছেন যে, তাদের গ্রাম্য মহাজনের নিকট কোন সঞ্চয়/বিনিয়োগ নেই । অবশিষ্ট ০.৩ শতাংশ সঞ্চয়পত্র ক্রেতা বলেছেন আছে (সারণী-২৮)।

তৃতীয় পরিচ্ছদ

নমুনা জরিপের প্রধান প্রধান পর্যবেক্ষণসমূহ

সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য নিরুপণের জন্য দেশের ৭টি বিভাগে সর্বমোট ১৩৩৬ জন সঞ্চয়পত্র ক্রেতার কাঠামোগত প্রশ্নমালার আলোকে তাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য, অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য ও তাদের ধারণা সম্পর্কিত তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ করে এর বিশদ বিবরণ লেখচিত্রসহ দ্বিতীয় পরিচ্ছদে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই পরিচ্ছদে উক্ত নমুনা জরিপের প্রধান প্রধান পর্যবেক্ষণসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো ঃ

- নমুনা জরিপের তথ্য/উপাত্ত বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, লিঙ্গ অনুযায়ী সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের মধ্যে ৫২.৫ শতাংশ পুরুষ ও ৪৭.৫ শতাংশ মহিলা ।

- বয়সভিত্তিক বিশ্লেষণ বিন্যাস অনুযায়ী দেখা যায় যে, সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের মধ্যে ৪২.০৯ শতাংশ ৪০-৫৬ বছর বয়স গ্রুপের, ৩৫.০ শতাংশ ৫৭ বছরের বেশি বয়স গ্রুপের এবং ২২.১ শতাংশ ৪০ বছরের কম বয়স গ্রুপের।

- ধর্ম অনুযায়ী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের মধ্যে ৭৬.০ শতাংশ মুসলিম, ২১.৯ শতাংশ হিন্দু, ১.৬০ শতাংশ বৌদ্ধ এবং ০.৬ শতাংশ খ্রিষ্টান।

- শিক্ষাগত যোগ্যতার বিন্যাস অনুযায়ী সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে ৪৩ শতাংশের শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক বা তদূর্ধ্ব, ১৭.৬ শতাংশের উচ্চ মাধ্যমিক, ২৩.২ শতাংশের মাধ্যমিক এবং ৭.৩ শতাংশের অনধিক পঞ্চম শ্রেণী।

- পেশাভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, নমুনা জরিপে অন্তর্ভুক্ত সঞ্চয়পত্র ক্রেতা/ বিনিয়োগকারীদের মধ্যে ৩৪.১ শতাংশ গৃহিনী, ২৫.১ শতাংশ অবসরপ্রাপ্ত (এর মধ্যে ১৯.৫ শতাংশ পেনশন সুবিধাভোগী), এবং ২১.৫ শতাংশ চাকুরীজীবী (এদের মধ্যে সরকারী চাকুরীজীবী ৭.০ শতাংশ, বেসরকারী চাকুরীজীবী ৫.৭ শতাংশ, ব্যাংকার ২.১ শতাংশ ও শিক্ষক ৫.৭ শতাংশ)। ব্যবসায়ী ও অন্যান্য পেশাজীবী হলো যথাক্রমে ৫.৭ শতাংশ ও ৯.১ শতাংশ। অন্যান্য পেশাজীবীদের মধ্যে ছাত্র/ছাত্রী, কৃষিজীবী, ডাক্তার, উকিল, ইঞ্জিনিয়ার, এনজিও কর্মী ও গাড়ী চালক ইত্যাদি।

- সঞ্চয়পত্র ক্রেতা ও খানা প্রধানের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের মধ্যে ৬১.২ শতাংশই খানা প্রধান নিজ নামে সঞ্চয়পত্র ক্রয় করেছেন এবং ৩৩.১ শতাংশ স্ত্রী'র নামে ক্রয় করেছেন। অবশিষ্ট ছেলে-মেয়ের নামে ক্রয় করেছেন।

- বাসস্থান অনুযায়ী সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে ৮৩.৫ শতাংশ শহরে বাস করে এবং অবশিষ্ট ১৬.৫ শতাংশ গ্রামে বাস করে। যারা শহরে বাস করেন তাদের মধ্যে ৫৩.১ শতাংশ নিজ বাড়িতে এবং ৪৬.৩ শতাংশ ভাড়া বাড়িতে বাস করে।

- বিনিয়োগকারী পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যা ৪.৬৮ জন এবং গড়ে পরিবার প্রতি উপার্জনকারী ব্যক্তির সংখ্যা ১.২৮ জন। উল্লেখ্য যে, নমুনা জরিপের মধ্যে ১০.১ শতাংশ পরিবার বলেছেন যে, তাদের পরিবারের এক বা একাধিক সদস্য বিদেশে থাকেন।

- সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের মাসিক পারিবারিক গড় আয় ২৮,৭৭০.০০ টাকা । নমুনা জরিপের পরিবারসমূহের মাসিক আয় গ্রুপ বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকা আয় গ্রুপের মধ্যে পরিবারের সংখ্যা হলো ১৫.০ শতাংশ, ১০,০০১/- ২০,০০০ টাকা আয় গ্রুপের মধ্যে ৩০.৩০ শতাংশ এবং ৩০,০০০.০০ টাকা ও তদূর্ধ্ব পরিবারের সংখ্যা ৩১.৫ শতাংশ।

- বিনিয়োগকারীদের পারিবারিক মাসিক ব্যয় বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, মাসিক গড় ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় ২১,২৯৩.০০ টাকা। ব্যয় গ্রুপ অনুসারে অনূর্ধ্ব মাসিক ১০,০০০ টাকা ব্যয় গ্রুপে পরিবারের সংখ্যা হলো ১৭.৭ শতাংশ, ১০,০০০ থেকে ২০,০০০ টাকা ব্যয় গ্রুপের মধ্যে ৪১.২ শতাংশ এবং ২০,০০১ থেকে ৩০,০০০ টাকার মধ্যে ২৩.৭ শতাংশ এবং ৩০,০০০ টাকার উর্ধ্বে পরিবারের সংখ্যা হলো ১৭.৪ শতাংশ।

- নমুনা জরিপে বিনিয়োগ শ্রেণী অনুযায়ী দেখা যায় যে, সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে ৫৪.৭ শতাংশের বিনিয়োগ অনধিক ৫ লাখ টাকা, ৬-১০ লক্ষ টাকার বিনিয়োগ গ্রুপের মধ্যে ২০.৭ শতাংশ, ১০ লক্ষ বা তার অধিক বিনিয়োগকারীর সংখ্যা হলো ২৪.৬০ শতাংশ। ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের সংখ্যাই বেশি বলে প্রতীয়মান হয়।

- জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, জাতীয় পর্যায়ে মোট ১৩৩৬ জন সঞ্চয়পত্র ক্রেতার মাসিক পারিবারিক গড় সঞ্চয়ের পরিমাণ প্রায় ৬,৮৪৬ টাকা । তবে অঞ্চলভেদে এই মাসিক পারিবারিক গড় সঞ্চয়ের পরিমাণের মধ্যেও ব্যাপক তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। জরিপে অন্তর্ভুক্ত বিনিয়োগকারীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মাসিক পারিবারিক গড় সঞ্চয় ঢাকা অঞ্চলের বিনিয়োগকারীদের যা প্রায় ১১,০৫১ টাকা, এর পরপরই রয়েছে চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিনিয়োগকারীগণ- যাদের মাসিক পারিবারিক গড় সঞ্চয়ের পরিমাণ প্রায় ১০,৯৫০ টাকা এবং সবচেয়ে কম গড় পারিবারিক সঞ্চয় রাজশাহী অঞ্চলের বিনিয়োগকারীদের-যা প্রায় ২,৪০২ টাকা।

- পরিবারের মাসিক সঞ্চয়ভিত্তিক বিন্যাস থেকে দেখা যায় যে, জরিপে অংশ গ্রহণকারী ক্রেতাদের মধ্যে শতকরা প্রায় ১৫.৩০ ভাগ ক্রেতার পরিবারে মাসিক আয় থেকে ব্যয় বেশি। তারা কেউ ঋণ করে চলে, কারো আত্মীয় স্বজন সহায়তা করে এবং কেউ কেউ সঞ্চয়পত্র বা স্থায়ী সম্পদ বিক্রি করে চলে। এ ধরনের ক্রেতাদের সঞ্চয়পত্রে গড় বিনিয়োগের পরিমাণ ৬ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা। শতকরা ১৭.৪ ভাগ ক্রেতার পরিবারে মাসিক আয় ও ব্যয় সমান এবং তাদের গড় বিনিয়োগ ৬ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা। শতকরা প্রায় ৬৭.২ ভাগ ক্রেতার পরিবারে মাসিক ধনাত্মক সঞ্চয় রয়েছে এবং তাদের গড় বিনিয়োগের পরিমাণ ৮ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা।

- সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের আয়ের উৎস বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, গড়ে সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের মোট মাসিক পারিবারিক আয়ের প্রায় ২২.৯৭ শতাংশ আসে সঞ্চয়পত্রের সুদলব্ধ আয় থেকে । সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের বয়সভিত্তিক বিন্যাসের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, নিম্ন বয়স গ্রুপের তুলনায় উচ্চ বয়স গ্রুপের সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের সঞ্চয়পত্রের সুদলব্ধ আয়ের উপর নির্ভরশীলতা তুলনামূলকভাবে বেশি। ৪০ বছরের চেয়ে কম বয়সী সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের মাসিক পারিবারিক আয়ে সঞ্চয়পত্রের সুদলব্ধ আয়ের অবদান প্রায় ১৬.৭৮ শতাংশ, ৪০-৫৬ বছর বয়স গ্রুপের ক্ষেত্রে এই অনুপাত প্রায় ১৯.৮৯ শতাংশ এবং ৫৭ বছর বা তার অধিক বয়স গ্রুপের ক্ষেত্রে এই অনুপাত প্রায় ৩০.৮৬ শতাংশ। অর্থাৎ ৫৭ বছর বা তার অধিক বয়স গ্রুপের ক্রেতাদের মোট আয়ের প্রায় একতৃতীয়াংশ আসে সঞ্চয়পত্রের সুদ থেকে। উল্লেখ্য যে, যে সকল মহিলা সঞ্চয়পত্রক্রেতা পরিবারের প্রধান তাদের ক্ষেত্রে এই অনুপাত উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি-যা প্রায় ২৮.৫৮ শতাংশ।

- নমুনা জরিপের উত্তরদাতাদের তথ্য/উপাত্ত অনুযায়ী দেখা যায় যে, সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের মধ্যে ৪৬.৯ শতাংশ প্রথম বারের মতো সঞ্চয়পত্র ক্রয় করেছেন।

- নমুনা জরিপের ফলাফল অনুযায়ী দেখা যায় যে, সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের মধ্যে ৮৮.৪ শতাংশ একক মালিকানায় ক্রয় করেছেন।

- সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের কারণ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ৩৮.২ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন যে, এটা ঝুঁকিহীন এবং ৩৫.৯ শতাংশ লোক তাদের আয় বৃদ্ধিকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

- অন্যান্য বিনিয়োগের তুলনায় সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ সুবিধা কি-না তা জানতে চাওয়া হলে উত্তরদাতাদের মধ্যে ৭৭.৪ শতাংশ মনে করেন যে, সঞ্চয়পত্র ক্রয় সুবিধাজনক। কারণ এটা ঝুঁকিহীন, নির্দিষ্ট আয় প্রদানকারী, ঝামেলামুক্ত, কাজের ক্ষতি হয় না এবং সহজেই টাকা উত্তোলন করা যায়।

- অপরদিকে, ২২.৬ শতাংশ ক্রেতা মনে করেন, সঞ্চয়পত্র ক্রয় সুবিধাজনক নয়। কারণ হিসেবে তারা নিম্ন সুদের হার, সাম্প্রতিককালে সুদের হার হ্রাস, করারোপ ইত্যাদিকে উল্লেখ করেন।

- সার্বিকভাবে সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগে ঝামেলাযুক্ত কি-না জানতে চাওয়া হলে ৮১.৩ শতাংশ উত্তরদাতা সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগে কোন ঝামেলা নেই অভিমত ব্যক্ত করেন। অপরপক্ষে, ১৮.৭ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন যে, সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগে ঝামেলা আছে বা সমস্যা মনে করে। সমস্যা হিসেবে তারা উল্লেখ করেন যে, টাকা উত্তোলনের সময় দীর্ঘ লাইন থাকে, ডিজিটাল সিস্টেমের অভাব, কাউন্টারের স্বল্পতা এবং সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের ফরমের অপর্যাপ্ততাকে উল্লেখ করেন ।

চতুর্থ পরিচ্ছদ

সুপারিশমালা

জাতীয় সঞ্চয় প্রকল্পসমূহ বিপুল জনগোষ্ঠীর জন্য একটি সঞ্চয় মাধ্যম এবং একই সংগে সরকারের বাজেট ঘাটতি পূরণের অন্যতম অভ্যন্তরীণ উৎস। দেশের ৭টি বিভাগে পরিচালিত সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের ওপর নমুনা জরিপ অনুযায়ী দেখা যায় যে, মূলতঃ সঞ্চয়পত্র ক্রেতা/বিনিয়োগকারীরা অধিকাংশই নিম্ন বা মধ্যম আয় শ্রেণীর। এছাড়া, প্রায় অর্ধেকই মহিলা। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর সঞ্চয়ের অভ্যাস, সরকারের সুদ ব্যয়, বাজেট ঘাটতির জন্য সম্পদ আহরণ এবং মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় নমুনা জরিপের প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সঞ্চয়পত্র প্রকল্প সমূহ আরও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্তে নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ বিবেচনা করা যেতে পারে ঃ

- যৌক্তিক সুদ হার নির্ধারণ ঃ জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, বিনিয়োগকারীদের অধিকাংশই নিম্ন বা মধ্যম আয়ের লোক এবং সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের পারিবারিক আয়ের প্রায় ২৩ শতাংশ আসে সঞ্চয়পত্রের অর্জিত সুদ থেকে। এছাড়াও দেখা যায় যে, বিনিয়োগকারীদের মধ্যে প্রায় ৩৫ শতাংশ বয়স্ক লোক (যাদের অধিকাংশই সরকারী বা বেসরকারী অবসরপ্রাপ্ত চাকুরীজীবী) এবং প্রায় ১২ শতাংশ বিনিয়োগকারী মহিলা- যারা পরিবারের প্রধান (এরা মূলতঃ বিধবা)। এই ৩৫ শতাংশ বয়স্ক লোকের পারিবারিক আয়ের প্রায় ৩১ শতাংশ এবং ১২ শতাংশ মহিলা বিনিয়োগকারী- যারা পরিবারের প্রধান-তাদের আয়ের প্রায় ২৯ শতাংশ আসে সঞ্চয়পত্রলব্ধ সুদ থেকে। অর্থাৎ এই ৪৭ শতাংশ বিনিয়োগকারীর জীবিকা নির্বাহে সঞ্চয়পত্রলব্ধ সুদ আয় একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে, সরকারের ঘাটতি বাজেট অর্থায়ন ও সুদ ব্যয় বিবেচনায় সঞ্চয়পত্রের বিদ্যমান সুদ হার যৌক্তিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সঞ্চয়পত্রের সুদের হার যদি অন্যান্য সঞ্চয় প্রকল্পের (বিশেষ করে বাণিজ্যিক ব্যাংকের মেয়াদী আমানতের) সুদ হারের তুলনায় যথার্থ না হয় তবে সঞ্চয়পত্র থেকে সম্পদ আহরণের পরিমাণ হ্রাস পাবে যা ঘাটতি বাজেট অর্থায়নের জন্য সরকারকে ব্যাংকিং ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল করে তুলবে। অন্যদিকে, বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ থেকে অধিক মাত্রায় ঋণ গ্রহণ করলে প্রাইভেট সেক্টরে ঋণ প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হবে এবং বিনিয়োগ হ্রাস পাওয়ার মাধ্যমে অর্থনীতিতে crowding out সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। কাজেই সঞ্চয়পত্র প্রকল্পের জন্য এমন একটি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সুদ হার নির্ধারণ করা প্রয়োজন যাতে এ প্রকল্পসমূহ থেকে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পদ আহরণ বাধাগ্রস্ত না হয়। সর্বোপরি, মূল্যস্ফীতির বিবেচনায় সুদ হার এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যাতে প্রকৃত সুদ হার (real interest rate) ঋণাত্মক না হয়। উল্লেখ্য যে, বর্তমান মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় প্রকৃত সুদ হার প্রায় ঋণাত্মক। এমতাবস্থায়, মূলতঃ প্রকৃত সুদ হারকে বিবেচনায় এনে জাতীয় সঞ্চয়পত্র সমূহের সুদ হার সময়ে সময়ে পরিবর্তন করা একটি কার্যকরী ব্যবস্থা বলে প্রতীয়মান হয়। এছাড়াও, জাতীয় সঞ্চয়পত্রের সুদ হার adjustment এর ক্ষেত্রে আরও কয়েকটি বিষয়কে বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন যা নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

- দেশের সামগ্রিক আর্থিক ব্যবস্থায় যৌক্তিক সুদ হারের বিবেচনায় সঞ্চয় প্রকল্প সমূহের সুদ হার বাণিজ্যিক ব্যাংকের মেয়াদী আমানতের সুদের হারের সংগে তুলনা করে সঞ্চয়পত্রের সুদের হার নির্ধারণ করা উচিৎ। অর্থাৎ আর্থিক খাতের সুদ হারের সাথে সঞ্চয়পত্রের সুদের হার যাতে প্রতিযোগিতামূলক হয়।

- পেনশনার সঞ্চয়পত্রের অনুরূপ অবসরপ্রাপ্ত বেসরকারী চাকুরীজীবী ও বয়স্ক লোক এবং বিধবা মহিলাদের জন্যও এমন একটি বিশেষ ধরনের সঞ্চয়পত্র চালু করা উচিত যার সুদের হার অন্যান্য সঞ্চয়পত্রের তুলনায় কিছুটা বেশি হবে এবং উক্ত সুদ উৎসে করের আওতা বহির্ভূত হবে।

- যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থির আয় (fixed income) বা স্বল্প আয়ের লোকজন সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ করে থাকে তাই সঞ্চয়পত্রের মুনাফার উপর আরোপিত উৎসে কর যৌক্তিক করা উচিৎ। মুনাফার উপর উৎসে কর আরোপের ক্ষেত্রে ceiling (যা কর মুক্ত আয় সীমার সমান) নির্ধারণ করা উচিৎ-যার অতিরিক্ত মুনাফার জন্য উৎসে কর প্রদান করতে হবে। এই ceiling এর কারণে ছোট বিনিয়োগকারীর তুলনায় বড় বিনিয়োগকারীর ওপর উৎসে করের বোঝা বেশি আরোপিত হবে।

- সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগকারীগণ যাতে অতি সহজেই সঞ্চয়পত্র ক্রয় ও মুনাফা উত্তোলন করতে পারেন সে লক্ষ্যে সঞ্চয়পত্র ক্রয় এবং লভ্যাংশ উত্তোলনের সময় লেনদেন দ্রুত ও ঝামেলামুক্ত করার দিকে নজর দেওয়া উচিৎ। এ লক্ষ্যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা অফিস সমূহসহ বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক, সঞ্চয় পরিদপ্তর ও ডাকঘরের অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি (যেমন-কাউন্টারের সংখ্যা বৃদ্ধি) দক্ষ লোকবল বৃদ্ধি, লেনদেনের ক্ষেত্রে Digital ভিত্তিক one stop service চালু করা (বিশেষ করে লেনদেনের ক্ষেত্রে মোবাইল ব্যাংকিং সুবিধা চালু করা যেতে পারে। সেবা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের হয়রানি হ্রাসের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা। উল্লেখ্য যে, ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিল অফিসে সঞ্চয়পত্র গ্রাহকদের জন্য ডিজিটাল সেবা চালু করা হয়েছে।

- বিভিন্ন ব্যাংক ও ডাকঘরে সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের ফরম ও কুপনের স্বল্পতা/সংকটের কারণে অনেক সঞ্চয়কারী যথাসময়ে সঞ্চয়পত্র ক্রয় করতে পারে না। এ সমস্যা দূর করার লক্ষ্যে সকল সঞ্চয়পত্র বিক্রয় কেন্দ্রে পর্যাপ্ত ফরম ও কুপন সরবরাহ করা।

- পূর্বে ক্রয়কৃত সঞ্চয়পত্রের মুনাফার উপর বর্তমান সময়ে উৎসে কর আরোপ করায় অনেকে নেতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। এপ্রেক্ষিতে, যে তারিখে মুনাফার উপর উৎসে কর আরোপের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে সেই তারিখ বা তার পরে ক্রয়কৃত সঞ্চয়পত্রের মুনাফার উপর উৎসে কর আরোপ করা উচিৎ বলে অনেকে জোর অভিমত দিয়েছেন। একই ভাবে পূর্বে ক্রয়কৃত সঞ্চয়পত্রের উপর সুদ হার পরবর্তী সময়ে কমানো হলে তাদের মুনাফা হ্রাস পাওয়ায় তারা বেশ নিরুৎসাহিত হয়েছেন বলে অভিমত দেন। এ বিষয়টিকে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন বলে প্রতীয়মান হয়।

- বস্তুনিষ্ঠভাবে সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণের জন্য সমীক্ষাটি আরও ব্যাপকভিত্তিতে পরিচালনা করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে সমীক্ষাটি পরবর্তিতে দেশের ৬৪ টি জেলায় পরিচালনা করা যেতে পারে। ঐ ধরনের ব্যাপকভিত্তিক নমুনা জরিপ থেকে আরও বস্তুনিষ্ঠ ধারণা পাওয়া যাবে। যার ভিত্তিতে পলিসি সংক্রান্ত আরও সুনির্দিষ্টভাবে প্রস্তাব রাখা সম্ভব হবে।

পরিশিষ্ট-১ ঃ সারণীসমূহ

সারণী-১ ঃ সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের অঞ্চলভিত্তিক নমুনা বিন্যাস

অঞ্চল	ক্রেতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
ঢাকা	২০৫	১৫.৩
চট্টগ্রাম	২০০	১৫.০
রাজশাহী	১৪০	১০.৫
খুলনা	১৬০	১২.০
রংপুর	১১৪	৮.৫
বরিশাল	১৪৯	১১.২
সিলেট	১৮৯	১৪.১
বগুড়া	১৭৯	১৩.৪
মোট ঃ	**১৩৩৬**	**১০০.০**

উৎস ঃ সঞ্চয়পত্র সমীক্ষা, ২০১১

সারণী-২ ঃ সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের বয়সভিত্তিক নমুনা বিন্যাস

বয়স	ক্রেতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
৩০ এর কম	৯৭	৭.৩
৩০-৩৯	১৯৮	১৪.৮
৪০-৪৯	৩৪৬	২৫.৯
৫০-৫৯	৩৩৭	২৫.২
৬০+	৩৫৮	২৬.৮
মোট ঃ	**১৩৩৬**	**১০০.০**

উৎস ঃ সঞ্চয়পত্র সমীক্ষা, ২০১১

সারণী-৩ ঃ সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের ধর্মভিত্তিক নমুনা বিন্যাস

ধর্ম	ক্রেতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
ইসলাম	১০১৫	৭৬.০
হিন্দু	২৯২	২১.৯
বৌদ্ধ	২১	১.৬
খ্রিষ্টান	৮	০.৬
মোট ঃ	**১৩৩৬**	**১০০.০**

উৎস ঃ সঞ্চয়পত্রসমীক্ষা, ২০১১

সারণী-৪ ঃ সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতাভিত্তিক নমুনা বিন্যাস

শিক্ষাগত যোগ্যতা	ক্রেতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
অনূর্ধ্ব প্রাথমিক	৯৭	৭.৩
মাধ্যমিক	৪৩০	৩২.২
উচ্চ মাধ্যমিক	২৩৫	১৭.৬
স্নাতক এবং তদূর্ধ্ব	৫৭৪	৪৩.০
মোট ঃ	**১৩৩৬**	**১০০.০**

উৎস ঃ সঞ্চয়পত্রসমীক্ষা, ২০১১

সারণী-৫ ঃ সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের লিঙ্গভিত্তিক নমুনা বিন্যাস

লিঙ্গ	ক্রেতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
পুরুষ	৭০২	৫২.৫
মহিলা	৬৩৪	৪৭.৫
মোট ঃ	**১৩৩৬**	**১০০.০**

উৎস ঃ সঞ্চয়পত্র সমীক্ষা, ২০১১

সারণী-৬ ঃ সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের পেশাভিত্তিক নমুনা বিন্যাস

পেশা	ক্রেতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
কৃষি	২০	১.৫
সরকারী চাকুরীজীবী	৯৩	৭.০
গৃহিনী	৪৫৫	৩৪.১
ছাত্র/ছাত্রী	২৭	২.০
ডাক্তার	১৪	১.০
বেসরকারী চাকুরীজীবী	৭৬	৫.৭
ব্যাংকার	২৮	২.১
পেনশন সুবিধাভোগী	২৬১	১৯.৫
শিক্ষক	৯০	৬.৭
ব্যবসায়ী	৭৬	৫.৭
বেসরকারী (অবসর)	৭৫	৫.৬
অন্যান্য	২২১	৯.১
মোট ঃ	**১৩৩৬**	**১০০.০**

উৎস ঃ সঞ্চয়পত্র সমীক্ষা, ২০১১

সারণী-৭ ঃ খানা প্রধানের সাথে সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের সম্পর্ক ভিত্তিক নমুনা বিন্যাস

সম্পর্ক	ক্রেতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
নিজ	৮১৭	৬১.২
স্ত্রী	৪৪২	৩৩.১
ছেলে	২৬	১.৯
মেয়ে	১৫	১.১
অন্যান্য	৩৬	২.৭
মোট ঃ	**১৩৩৬**	**১০০.০**

উৎস ঃ সঞ্চয়পত্র সমীক্ষা, ২০১১

সারণী-৮ ঃ সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের বাসস্থানভিত্তিক (শহর/গ্রাম) নমুনা বিন্যাস

আবাসস্থল	ক্রেতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
শহর	১১১৫	৮৩.৫
গ্রাম	২২১	১৬.৫
মোট ঃ	**১৩৩৬**	**১০০.০**

উৎস ঃ সঞ্চয়পত্র সমীক্ষা, ২০১১

সারণী-৯ ঃ সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের বাসস্থানের মালিকানাভিত্তিক (নিজস্ব/ভাড়ার বাড়ি/অন্যান্য) নমুনা বিন্যাস

মালিকানা	ক্রেতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
নিজবাড়ি	৮১৩	৬০.৯
ভাড়া বাড়ি	৫১৬	৩৮.৬
অন্যান্য	৭	০.৫
মোট ঃ	**১৩৩৬**	**১০০.০**

উৎস ঃ সঞ্চয়পত্র সমীক্ষা, ২০১১

সারণী-১০ ঃ সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের পরিবারের প্রবাসী সদস্য সংখ্যার ভিত্তিতে নমুনা বিন্যাস

প্রবাসী আছে কি না	ক্রেতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
নাই	১২০১	৮৯.৯
আছে	১৩৫	১০.১
মোট ঃ	**১৩৩৬**	**১০০.০**

উৎস ঃ সঞ্চয়পত্র সমীক্ষা, ২০১১

সারণী-১১ ঃ জমি অথবা অন্য কোন স্থায়ী সম্পদের মালিকানা ভিত্তিক সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের নমুনা বিন্যাস

জমি বা স্থায়ী সম্পদ আছে কিনা	ক্রেতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
নাই	৩২৮	২৪.৬
আছে	১০০৮	৭৫.৪
মোট ঃ	**১৩৩৬**	**১০০.০**

উৎস ঃ সঞ্চয়পত্র সমীক্ষা, ২০১১

সারণী -১২ ঃ সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের পারিবারিক মাসিক আয় ভিত্তিক নমুনা বিন্যাস

মোট আয়	ক্রেতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
অনূর্ধ্ব ১০০০০/-	২০০	১৫.০
১০০০১-২০০০০/-	৪০৫	৩০.৩
২০০০১-৩০০০০/-	৩১২	২৩.৪
৩০০০০/- +	৪১৯	৩১.৪
মোট ঃ	১৩৩৬	১০০.০

উৎস ঃ সঞ্চয়পত্র সমীক্ষা, ২০১১

সারণী-১৩ ঃ সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের পরিবারের মাসিক ব্যয় ভিত্তিক নমুনা বিন্যাস

মোট ব্যয়	ক্রেতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
অনূর্ধ্ব ১০০০০/-	২৩৬	১৭.৭
১০০০১-২০০০০/-	৫৫১	৪১.২
২০০০১-৩০০০০/-	৩১৭	২৩.৭
৩০০০০/- +	২৩২	১৭.৪
মোট ঃ	১৩৩৬	১০০.০

উৎস ঃ সঞ্চয়পত্র সমীক্ষা, ২০১১

সারণী-১৪ ঃ সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের পরিবারের মাসিক সঞ্চয় ভিত্তিক নমুনা বিন্যাস

সঞ্চয়পত্রের ধরন	ক্রেতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
ঋণাত্মক সঞ্চয়	২০৫	১৫.৩
সঞ্চয় নেই	২৩৩	১৭.৪
সঞ্চয় আছে	৮৯৮	৬৭.২
মোট ঃ	১৩৩৬	১০০.০

উৎস ঃ সঞ্চয়পত্র সমীক্ষা, ২০১১

সারণী-১৫ ঃ প্রথমবার সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের নমুনা বিন্যাস

প্রথমবার সঞ্চয়পত্র ক্রয় করেছেন কিনা	ক্রেতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
না	৭১০	৫৩.১
হ্যাঁ	৬২৬	৪৬.৯
মোট ঃ	১৩৩৬	১০০.০

উৎস ঃ সঞ্চয়পত্র সমীক্ষা, ২০১১

সারণী-১৬ ঃ সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ (লক্ষ টাকা) ভিত্তিক নমুনা বিন্যাস

বিনিয়োগের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	ক্রেতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
০-৫	৭৩১	৫৪.৭
৬-১০	২৭৬	২০.৭
১০+	৩২৯	২৪.৬
মোট ঃ	১৩৩৬	১০০.০

উৎস ঃ সঞ্চয়পত্র সমীক্ষা, ২০১১

সারণী-১৭ ঃ সঞ্চয়পত্রের মালিকানাভিত্তিক নমুনা বিন্যাস

মালিকানার ধরন	ক্রেতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
একক	১১৮১	৮৮.৪
যৌথ	১৫৫	১১.৬
মোট ঃ	**১৩৩৬**	**১০০.০**

উৎস ঃ সঞ্চয়পত্র সমীক্ষা, ২০১১

সারণী -১৮ ঃ যৌথনামে সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের মধ্যকার সম্পর্ক ভিত্তিক নমুনা বিন্যাস

সম্পর্কের ধরন	ক্রেতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
বাবা/মা	১৩	৮.৪
ছেলে/মেয়ে	২৬	১৬.৮
ভাই/বোন	৮	৫.২
স্বামী/স্ত্রী	১০৪	৬৭.১
অন্যান্য	৪	২.৬
মোট ঃ	**১৫৫**	**১০০.০**

উৎস ঃ সঞ্চয়পত্র সমীক্ষা, ২০১১

সারণী-১৯ ঃ সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের কারণ ভিত্তিক নমুনা বিন্যাস

কারণ	ক্রেতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
নিরাপদ/ঝুঁকিহীন	৫১০	৩৮.২
অন্য বিনিয়োগের সুযোগ নেই	৬৪	৪.৮
পরিবারের আয় বৃদ্ধি/ব্যয় নির্বাহ	৪৭৯	৩৫.৯
স্বাভাবিক সঞ্চয় প্রবণতা	৪১	৩.১
সন্তানের পড়াশোনা ব্যয় নির্বাহ	৪৬	৩.৪
গৃহিনী তাই হাত খরচের টাকা পায়	৯	০.৭
চাকুরী করে সংসারে ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব নয়	৯	০.৭
অন্য ব্যাংক থেকে লাভজনক	১৯	১.৪
পূর্বে মুনাফা বেশি ছিল	১২৬	৯.৪
অন্যান্য	৩৩	২.৫
মোট ঃ	**১৩৩৬**	**১০০.০**

উৎস ঃ সঞ্চয়পত্র সমীক্ষা, ২০১১

সারণী-২০ ঃ অন্য বিনিয়োগের তুলনায় সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগে সুবিধাজনক কিনা তার নমুনা বিন্যাস

কারণ	ক্রেতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
সুবিধাজনকনয়	৩০২	২২.৬
সুবিধাজনক	১০৩৪	৭৭.৪
মোট ঃ	**১৩৩৬**	**১০০.০**

উৎস ঃ সঞ্চয়পত্র সমীক্ষা, ২০১১

সারণী-২১ ঃ অন্য বিনিয়োগের তুলনায় সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ সুবিধাজনক হওয়ার কারণসমূহের নমুনা বিন্যাস

কারণ	ক্রেতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
নিরাপদ/ঝুঁকিহীন	৭৭৮	৭৫.২
লাভজনক	১২	১.২
পূর্বে মুনাফা বেশি ছিল	২০	১.৯
ফিক্সড আয় আসে	১৩৭	১৩.২
অন্যান্য	৪১	৪.০
বিনিয়োগে কোন ঝামেলা নেই	৪০	৩.৯
অন্য কাজের ক্ষতি হয় না	২	০.২
অবসর সময় কাটানোর জন্য	৪	০.৪
মোট ঃ	**১০৩৪**	**১০০.০**

উৎস ঃ সঞ্চয়পত্র সমীক্ষা, ২০১১

সারণী-২২ঃ অন্য বিনিয়োগের তুলনায় সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ সুবিধাজনক না হওয়ার কারণ সমূহ

কারণসমূহ	ক্রেতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
সরকার চুক্তি ভঙ্গ করেছে	২৬	৮.৬
সরকার সুদ কমিয়ে দিয়েছে	১৫৯	৫২.৬
বর্তমানে অন্যান্য ব্যাংকের তুলনায় সুদের হার কম	৯৮	৩২.৫
মুনাফা তুলতে আসলে সময় বেশি লাগে	৩	১.০
অন্যান্য	৭	২.৩
ট্যাক্স দিতে হয়	৯	৩.০
মোট ঃ	**৩০২**	**১০০.০**

উৎস ঃ সঞ্চয়পত্র সমীক্ষা, ২০১১

সারণী-২৩ ঃ সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ঝামেলা আছে কি-না তার নমুনা বিন্যাস

ঝামেলা আছে কি-না	ক্রেতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
ঝামেলা নেই	১০৮৬	৮১.৩
ঝামেলা আছে	২৫০	১৮.৭
মোট ঃ	**১৩৩৬**	**১০০.০**

উৎস ঃ সঞ্চয়পত্র সমীক্ষা, ২০১১

সারণী-২৪ ঃ সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ঝামেলার কারণ সমূহের নমুনা বিন্যাস

ঝামেলার কারণ সমূহ	ক্রেতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
লম্বা লাইন থাকে	১৩১	৫২.৪
কাউন্টার সংখ্যা কম	১৪	৫.৬
আধুনিক সিস্টেম নেই	২২	৮.৮
কর্মকর্তাদের অসৌজন্যমূলকআচরণ	৮	৩.২
খুচরা টাকা ফেরত দেয় না	১১	৪.৪
প্রাপ্য টাকার চেয়ে টাকা কম দেয়	১০	৪.০
লোকবল কম ফলে ঠিকমত সার্ভিস পাইনা	৬	২.৪
অন্যান্য	৩৯	১৫.৬
সঞ্চয়পত্রের ফরমের স্বল্পতা	৫	২.০
যাতায়াত ও যোগাযোগ সমস্যা	৪	১.৬
মোট ঃ	**২৫০**	**১০০.০**

উৎস ঃ সঞ্চয়পত্র সমীক্ষা, ২০১১

সারণী-২৫ ঃ সঞ্চয়পত্র ব্যতীত অন্য কোন বিনিয়োগ আছে কি-না তার নমুনা বিন্যাস

অন্য বিনিয়োগ আছে কি-না	ক্রেতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
নেই	১০১২	৭৫.৭
আছে	৩২৪	২৪.৩
মোট ঃ	**১৩৩৬**	**১০০.০**

উৎস ঃ সঞ্চয়পত্র সমীক্ষা, ২০১১

সারণী-২৬ ঃ সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের ব্যাংকে বিনিয়োগ আছে কি-না তার নমুনা বিন্যাস

ব্যাংকে বিনিয়োগ আছে কি-না	ক্রেতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
নেই	৪৬	১৪.২
আছে	২৭৮	৮৫.৮
মোট ঃ	**৩২৪**	**১০০.০**

উৎস ঃ সঞ্চয়পত্র সমীক্ষা, ২০১১

সারণী-২৭ ঃ সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের এনজিও-তে বিনিয়োগ আছে কি-না তার নমুনা বিন্যাস

ব্যাংকে বিনিয়োগ আছে কি-না	ক্রেতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
নেই	৩১৬	৯৭.৫
আছে	৮	২.৫
মোট ঃ	**৩২৪**	**১০০.০**

উৎস ঃ সঞ্চয়পত্র সমীক্ষা, ২০১১

সারণী-২৮ ঃ সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের গ্রাম্য মহাজন-এর কাছে বিনিয়োগ আছে কি-না তার নমুনা বিন্যাস

ব্যাংকে বিনিয়োগ আছে কি-না	ক্রেতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
নেই	৩২৩	৯৯.৭
আছে	১	০.৩
মোট ঃ	**৩২৪**	**১০০.০**

উৎস ঃ সঞ্চয়পত্র সমীক্ষা, ২০১১

সারণী-২৯ ঃ সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের অন্যান্য কাছে বিনিয়োগ আছে কি-না তার নমুনা বিন্যাস

ব্যাংকে বিনিয়োগ আছে কি-না	ক্রেতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
নেই	২৭৮	৮৫.৮
আছে	৪৬	১৪.২
মোট ঃ	**৩২৪**	**১০০.০**

উৎস ঃ সঞ্চয়পত্র সমীক্ষা, ২০১১

সারণী-৩০ ঃ সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যার নমুনা বিন্যাস

ক্যাটাগরী	গড় হার
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	৪.৬৮
প্রাপ্ত বয়স্ক	৩.৬৪
অপ্রাপ্ত বয়স্ক	১.০০
পরিবারের উপার্জনকারী	১.২৮

উৎস ঃ সঞ্চয়পত্র সমীক্ষা, ২০১১

সারণী-৩১ ঃ অঞ্চল ভেদে সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের (পুরুষ/মহিলা) গড় বয়সের নমুনা বিন্যাস

অঞ্চল	ক্রেতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
ঢাকা	৫৪.৩২	৪৩.০৬
চট্টগ্রাম	৫৬.৮৭	৪৪.৪৫
রাজশাহী	৫৮.৪৯	৪৩.৮৪
খুলনা	৫৪.৯৯	৪৪.১৭
রংপুর	৫৫.৮৭	৪৩.৩১
বরিশাল	৫৫.৭৮	৪৪.৩৩
সিলেট	৫১.৮৩	৪২.৩১
বগুড়া	৫১.৪১	৪২.৫৬

উৎস ঃ সঞ্চয়পত্র সমীক্ষা, ২০১১

সারণী-৩২ ঃ সঞ্চয়পত্রের প্রকারভেদ অনুযায়ী গড় বিনিয়োগের নমুনা বিন্যাস

সঞ্চয়পত্রের প্রকার	গড় বিনিয়োগ (লক্ষ টাকায়)
পেনশনার সঞ্চয়পত্র	২.৩৪
পারিবারিক সঞ্চয়পত্র	১.৬৭
তিন মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র	৩.২৮
পাঁচ বছর মেয়াদী সঞ্চয়পত্র	০.২৮
অন্যান্য	০.০২
মোট ঃ	**৭.৮৯**

উৎস ঃ সঞ্চয়পত্র সমীক্ষা, ২০১১

সারণী -৩৩ ঃ সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের অঞ্চল ও বয়সভিত্তিক বিন্যাস

অঞ্চল		বয়স			মোট
		>৪০	৪০-৫৬	৫৭+	
ঢাকা	সংখ্যা	৪৩	৯৪	৬৮	২০৫
	(%)	(২১.০)	(৪৫.৯)	(৩৩.২)	(১০০.০)
চট্টগ্রাম	সংখ্যা	৩৬	৮৮	৭৬	২০০
	(%)	(১৮.০)	(৪৪.০)	(৩৮.০)	(১০০.০)
রাজশাহী	সংখ্যা	২৬	৪৯	৬৫	১৪০
	(%)	(১৮.৬)	(৩৫.০)	(৪৬.৪)	(১০০.০)
খুলনা	সংখ্যা	৩৪	৭০	৫৬	১৬০
	(%)	(২১.৩)	(৪৩.৮)	(৩৫.০)	(১০০.০)
রংপুর	সংখ্যা	২২	৫৩	৩৯	১১৪
	(%)	(১৯.৩)	(৪৬.৫)	(৩৪.২)	(১০০.০)
বরিশাল	সংখ্যা	৩২	৫৯	৫৮	১৪৯
	(%)	(২১.৫)	(৩৯.৬)	(৩৮.৯)	(১০০.০)
সিলেট	সংখ্যা	৫৮	৬৩	৬৮	১৮৯
	(%)	(৩০.৭)	(৩৩.৩)	(৩৬.০)	(১০০.০)
বগুড়া	সংখ্যা	৪৪	৯৭	৩৮	১৭৯
	(%)	(২৪.৬)	(৫৪.২)	(২১.২)	(১০০.০)
মোট	**সংখ্যা**	**২৯৫**	**৫৭৩**	**৪৬৮**	**১৩৩৬**
	(%)	**(২২.১)**	**(৪২.৯)**	**(৩৫.০)**	**(১০০.০)**

সারণী-৩৪ ঃ সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের অঞ্চল ও বয়সভিত্তিক বিন্যাস

অঞ্চল		বয়স					মোট
		<৩০	৩০-৩৯	৪০-৪৯	৫০-৫৯	৬০+	
ঢাকা	সংখ্যা	১৪	২৯	৫৯	৪৭	৫৬	২০৫
	(%)	(৬.৮)	(১৪.১)	(২৮.৮)	(২২.৯)	(২৭.৩)	(১০০.০)
চট্টগ্রাম	সংখ্যা	১২	২৪	৫৪	৫২	৫৮	২০০
	(%)	৬.০	(১২.০)	(২৭.০)	(২৬.০)	(২৯.০)	(১০০.০)
রাজশাহী	সংখ্যা	৯	১৭	৩১	৩২	৫১	১৪০
	(%)	(৬.৪)	(১২.১)	(২২.১)	(২২.৯)	(৩৬.৪)	(১০০.০)
খুলনা	সংখ্যা	৬	২৮	৪০	৪১	৪৫	১৬০
	(%)	(৩.৮)	(১৭.৫)	(২৫.০)	(২৫.৬)	(২৮.১)	(১০০.০)
রংপুর	সংখ্যা	৭	১৫	৩৫	২৭	৩০	১১৪
	(%)	(৬.১)	(১৩.২)	(৩০.৭)	(২৩.৭)	(২৬.৩)	(১০০.০)
বরিশাল	সংখ্যা	৯	২৩	৩৪	৩৫	৪৮	১৪৯
	(%)	(৬.০)	(১৫.৪)	(২২.৮)	(২৩.৫)	(৩২.২)	(১০০.০)
সিলেট	সংখ্যা	২৪	৩৪	৩৯	৫৩	৩৯	১৮৯
	(%)	(১২.৭)	(১৮.০))	(২০.৬)	(২৮.০)	(২০.৬)	(১০০.০)
বগুড়া	সংখ্যা	১৬	২৮	৫৪	৫০	৩১	১৭৯
	(%)	(৮.৯)	(১৫.৬)	(৩০.২)	(২৭.৯)	(১৭.৩)	(১০০.০)
মোট	**সংখ্যা**	**৯৭**	**১৯৮**	**৩৪৬**	**৩৩৭**	**৩৫৮**	**১৩৩৬**
	(%)	**(৭.৩)**	**(১৪.৮)**	**(২৫.৯)**	**(২৫.২)**	**(২৬.৮)**	**(১০০.০)**

সারণী -৩৫ ঃ সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের অঞ্চল ও ধর্মভিত্তিক বিন্যাস

অঞ্চল		ধর্ম				মোট
		ইসলাম	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিষ্টান	
ঢাকা	সংখ্যা	১৮৪	২০	০	১	২০৫
	(%)	(৮৯.৮)	(৯.৮)	(০.০)	(০.৫)	(১০০.০)
চট্টগ্রাম	সংখ্যা	১০০	৭৮	২১	১	২০০
	(%)	(৫০.০)	(৩৯.০)	(১০.৫)	(০.৫)	(১০০.০)
রাজশাহী	সংখ্যা	১৩২	৭	০	১	১৪০
	(%)	(৯৪.৩)	(৫.০)	(০.০)	(০.৭)	(১০০.০)
খুলনা	সংখ্যা	১১৩	৪৬	০	১	১৬০
	(%)	(৭০.৬)	(২৮.৮)	(০.০)	(০.৬)	(১০০.০)
রংপুর	সংখ্যা	১০২	১২	০	০	১১৪
	(%)	(৮৯.৫)	(১০.৫)	(০.০)	(০.০)	(১০০.০)
বরিশাল	সংখ্যা	১২৩	২৩	০	৩	১৪৯
	(%)	(৮২.৬)	(১৫.৪)	(০.০)	(২.০)	(১০০.০)
সিলেট	সংখ্যা	১০৭	৮১	০	১	১৮৯
	(%)	(৫৬.৬)	(৪২.৯)	(০.০)	(০.৫)	(১০০.০)
বগুড়া	সংখ্যা	১৫৪	২৫	০	০	১৭৯
	(%)	(৮৬.০)	(১৪.০)	(০.০)	(০.০)	(১০০.০)
মোট	**সংখ্যা**	**১০১৫**	**২৯২**	**২১**	**৮**	**১৩৩৬**
	(%)	**(৭৬.০)**	**(২১.৯)**	**(১.৬)**	**(০.৬)**	**(১০০.০)**

সারণী -৩৬ ঃ সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের অঞ্চল ও শিক্ষাগত যোগ্যতাভিত্তিক বিন্যাস

অঞ্চল		শিক্ষাগত যোগ্যতা				মোট
		অনূর্ধ্ব প্রাথমিক	মাধ্যমিক	উচ্চ মাধ্যমিক	স্নাতক ও তদূর্ধ্ব	
ঢাকা	সংখ্যা	১৫	৬৬	৩০	৯৪	২০৫
	(%)	(৭.৩)	(৩২.২)	(১৪.৬)	(৪৫.৯)	(১০০.০)
চট্টগ্রাম	সংখ্যা	১৪	৬২	৩৭	৮৭	২০০
	(%)	(৭.০)	(৩১.০)	১৮.৫)	(৪৩.৫)	(১০০.০)
রাজশাহী	সংখ্যা	১৪	৫৩	১৪	৫৯	১৪০
	(%)	(১০.০)	(৩৭.৯)	(১০.০)	(৪২.১)	(১০০.০)
খুলনা	সংখ্যা	১০	৫৯	২২	৬৯	১৬০
	(%)	(৬.৩)	(৩৬.৯)	(১৩.৮)	(৪৩.১)	(১০০.০)
রংপুর	সংখ্যা	৪	২৪	২৪	৬২	১১৪
	(%)	(৩.৫)	(২১.১)	(২১.১)	(৫৪.৪)	(১০০.০)
বরিশাল	সংখ্যা	১৪	৬৪	৩৬	৩৫	১৪৯
	(%)	(৯.৪)	(৪৩.০)	(২৪.২)	(২৩.৫)	(১০০.০)
সিলেট	সংখ্যা	১১	৫১	৩৮	৮৯	১৮৯
	(%)	(৫.৮)	(২৭.০)	(২০.১)	(৪৭.১)	(১০০.০)
বগুড়া	সংখ্যা	১৫	৫১	৩৪	৭৯	১৭৯
	(%)	(৮.৪)	(২৮.৫)	(১৯.০)	(৪৪.১)	(১০০.০)
মোট	**সংখ্যা**	**৯৭**	**৪৩০**	**২৩৫**	**৫৭৪**	**১৩৩৬**
	(%)	**(৭.৩)**	**(৩২.২)**	**(১৭.৬)**	**(৪৩.০)**	**(১০০.০)**

সারণী -৩৭ ঃ সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের অঞ্চল ও লিঙ্গভিত্তিক বিন্যাস

অঞ্চল		লিঙ্গ		মোট
		পুরুষ	মহিলা	
ঢাকা	সংখ্যা	১১৮	৮৭	২০৫
	(%)	(৫৭.৬)	(৪২.৪)	(১০০.০)
চট্টগ্রাম	সংখ্যা	৯৭	১০৩	২০০
	(%)	(৪৮.৫)	(৫১.৫)	(১০০.০)
রাজশাহী	সংখ্যা	৭২	৬৮	১৪০
	(%)	(৫১.৪)	(৪৮.৬)	(১০০.০)
খুলনা	সংখ্যা	৯০	৭০	১৬০
	(%)	(৫৬.৩)	(৪৩.৮)	(১০০.০)
রংপুর	সংখ্যা	৫৫	৫৯	১১৪
	(%)	(৪৮.২)	(৫১.৮)	(১০০.০)
বরিশাল	সংখ্যা	৭৬	৭৩	১৪৯
	(%)	(৫১.০)	(৪৯.০)	(১০০.০)
সিলেট	সংখ্যা	১০৩	৮৬	১৮৯
	(%)	(৫৪.৫)	(৪৫.৫)	(১০০.০)
বগুড়া	সংখ্যা	৯১	৮৮	১৭৯
	(%)	(৫০.৮)	(৪৯.২)	(১০০.০)
মোট	**সংখ্যা**	**৭০২**	**৬৩৪**	**১৩৩৬**
	(%)	**(৫২.৫)**	**(৪৭.৫)**	**(১০০.০)**

সারণী -৩৮ ঃ সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের অঞ্চলভেদে পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যার বিন্যাস

অঞ্চল	পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যা	পরিবারের গড় উপার্জনকারী সদস্য সংখ্যা
ঢাকা	৪.৪৩	১.১৭
চট্টগ্রাম	৪.৯৮	১.৪৬
রাজশাহী	৪.৬৭	০.৯৬
খুলনা	৪.৭৬	১.১২
রংপুর	৪.৮১	১.৩২
বরিশাল	৪.৯০	১.৩৪
সিলেট	৪.৭৫	১.৫২
বগুড়া	৪.২৪	১.২৬
মোট	**৪.৬৮**	**১.২৮**

সারণী -৩৯ ঃ অঞ্চলভেদে শহর / পল্লী এলাকার সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের বিন্যাস

অঞ্চল		আবাসস্থল		মোট
		শহর	পল্লী	
ঢাকা	সংখ্যা (%)	১৯২ (৯৩.৭)	১৩ (৬.৩)	২০৫ (১০০.০)
চট্টগ্রাম	সংখ্যা (%)	১৭১ (৮৫.৫)	২৯ (১৪.৫)	২০০ (১০০.০)
রাজশাহী	সংখ্যা (%)	১১৫ (৮২.১)	২৫ (১৭.৮)	১৪০ (১০০.০)
খুলনা	সংখ্যা (%)	১২৩ (৭৬.৯)	৩৭ (২৩.১)	১৬০ (১০০.০)
রংপুর	সংখ্যা (%)	১০৫ (৯২.১)	৯ (৭.৯)	১১৪ (১০০.০)
বরিশাল	সংখ্যা (%)	১০০ (৬৭.১)	৪৯ (৩২.৯)	১৪৯ (১০০.০)
সিলেট	সংখ্যা (%)	১৭২ (৯১.০)	১৭ (৯.০)	১৮৯ (১০০.০)
বগুড়া	সংখ্যা (%)	১৩৬ (৭৬.০)	৪৩ (২৪.০)	১৭৯ (১০০.০)
মোট	**সংখ্যা (%)**	**১১১৪ (৮৩.৪)**	**২২১ (১৬.৫)**	**১৩৩৬ (১০০.০)**

সারণী -৪০ ঃ অঞ্চলভেদে বাসস্থানের মালিকানাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের বিন্যাস

অঞ্চল		বাসস্থানের মালিকানা			মোট
		নিজ বাড়ি	ভাড়া বাড়ি	অন্যান্য	
ঢাকা	সংখ্যা (%)	৮৮ (৪২.৯)	১১৬ (৫৬.৬)	১ (০.৫)	২০৫ (১০০.০)
চট্টগ্রাম	সংখ্যা (%)	৬৪ (৩২.০)	১৩৩ (৬৬.৫)	৩ (১.৫)	২০০ (১০০.০)
রাজশাহী	সংখ্যা (%)	১০৫ (৭৫.০)	৩৪ (২৪.৩)	১ (০.৭)	১৪০ (১০০.০)
খুলনা	সংখ্যা (%)	১১৪ (৭১.৩)	৪৫ (২৮.১)	১ (০.৬)	১৬০ (১০০.০)
রংপুর	সংখ্যা (%)	১০০ (৮৭.৭)	১৪ (১২.৩)	০ (০.০)	১১৪ (১০০.০)
বরিশাল	সংখ্যা (%)	১০১ (৬৭.৮)	৪৮ (৩২.২)	০ (০.০)	১৪৯ (১০০.০)
সিলেট	সংখ্যা (%)	১০৩ (৫৪.৫)	৮৫ (৪৫.০)	১ (০.৫)	১৮৯ (১০০.০)
বগুড়া	সংখ্যা (%)	১৩৮ (৭৭.১)	৪১ (২২.৯)	০ (০.০)	১৭৯ (১০০.০)
মোট	**সংখ্যা (%)**	**৮১৩ (৬০.৯)**	**৫১৬ (৩৮.৬)**	**৭ (০.৫)**	**১৩৩৬ (১০০.০)**

সারণী-৪০(ক): অঞ্চলভেদে শহরে বসবাসকারী সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের বাসস্হানের মালিকানাভিত্তিক বিন্যাস

অঞ্চল		বাসস্হানের মালিকানা			মোট
		নিজবাড়ি	ভাড়া বাড়ি	অন্যান্য	
ঢাকা	সংখ্যা	৭৬	১১৬	১	১০২
	(%)	৩৯.১%	৬০.৪%	.৫%	১০০.০%
চট্টগ্রাম	সংখ্যা	৪০	১২৯	২	১৭১
	(%)	২৩.৪%	৭৫.৪%	১.২%	১০০.০%
রাজশাহী	সংখ্যা	৮২	৩৩	০	১১৫
	(%)	৭১.৩%	২৮.৭%	.০%	১০০.০%
খুলনা	সংখ্যা	৭৭	৪৫	১	১২৩
	(%)	৬২.৬%	৩৬.৬%	.৮%	১০০.০%
রংপুর	সংখ্যা	৯১	১৪	০	১১০৫
	(%)	৮৬.৭%	১৩.৩%	০%	১০০.০%
বরিশাল	সংখ্যা	৫৪	৪৬	০	১০০
	(%)	৫৪.০%	৪৬.০%	.০%	১০০.০%
সিলেট	সংখ্যা	৮৬	৮৫	১	১৭২
	(%)	৫০.০%	৪৯.৪%	.৬%	১০০.০%
বগুড়া	সংখ্যা	৯৫	৪১	০	১৩৬
	(%)	৮৯.৯%	৩০.১%	.০%	১০০.০%
মোট	সংখ্যা	৬০০	৫০৯	৫	১১১৪
	(%)	৫৩.৯%	৪৫.৭%	.৪%	১০০.০%

সারণী-৪১ঃ অঞ্চলভেদে সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের পারিবারিক মাসিক আয়, ব্যয় ও সঞ্চয়

অঞ্চল	পরিবারের মাসিক গড় আয় (টাকা)	পরিবারের মাসিক গড় ব্যয় (টাকা)	পরিবারের মাসিক গড় সঞ্চয় (টাকা)
ঢাকা	৩৬৭৮০.৩৪	২৫৭২৮.৭৮	১১০৫১.৫৬
চট্টগ্রাম	৩৬৪৫২.৯৭	২৫৫০২.৫০	১০৯৫০.৪৭
রাজশাহী	১৯৭৩১.৩১	১৭৩২৮.৩৬	২৪০২.৯৫
খুলনা	২১৩৭০.৬০	১৬০৯৬.৬১	৫২৭৩.৯৯
রংপুর	৩০২৯৭.০০	২৪৬১৩.১৬	৫৬৮৩.৮৪
বরিশাল	২৩২২৩.৫৯	১৬২৫১.০১	৬৯৭২.৫৮
সিলেট	৩৩৭৭০.৬০	২৬৮৯৫.৮৯	৬৮৭৪.৭১
বগুড়া	২৩০৬৪.৭১	২০১২৯.২৭	২৯৩৫.৪৩
মোট	**২৮৭৭০.৬৯**	**২১৯২৩.৭২**	**৬৮৪৬.৯৭**

সারণী-৪২ঃ অঞ্চলভেদে সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের পারিবারিক মাসিক আয়ভিত্তিক বিন্যাস

অঞ্চল		পারিবারিক মাসিক আয় (টাকা)				মোট
		অনূর্ধ্ব ১০,০০০	১০,০০০ - ২০,০০০	>২০,০০০ - ৩০,০০০	৩০,০০০+	
ঢাকা	সংখ্যা (%)	১৩ (৬.৩)	৫২ (২৫.৪)	৪৫ (২২.০)	৯৫ (৪৬.৩)	২০৫ (১০০.০)
চট্টগ্রাম	সংখ্যা (%)	১৪ (৭.০)	৪৯ (২৪.৫)	৪৫ (২২.৫)	৯২ (৪৬.০)	২০০ (১০০.০)
রাজশাহী	সংখ্যা (%)	৪৫ (৩২.১)	৪৯ (৩৫.০)	২৬ (১৮.৬)	২০ (১৪.৩)	১৪০ (১০০.০)
খুলনা	সংখ্যা (%)	৫৭ (৩৫.৬)	৫৯ (৩৬.৯)	২০ (১২.৫)	২৪ (১৫.০)	১৬০ (১০০.০)
রংপুর	সংখ্যা (%)	১৭ (১৪.৯)	৩৭ (৩২.৫)	২৭ (২৩.৭)	৩৩ (২৮.৯)	১১৪ (১০০.০)
বরিশাল	সংখ্যা (%)	২৯ (১৯.৫)	৪৮ (৩২.২)	৩৬ (২৪.২)	৩৬ (২৪.২)	১৪৯ (১০০.০)
সিলেট	সংখ্যা (%)	৭ (৩.৭)	৩১ (১৬.৪)	৬৮ (৩৬.০)	৮৩ (৪৩.৯)	১৮ ৯ (১০০.০)
বগুড়া	সংখ্যা (%)	১৮ (১০.১)	৮০ (৪৪.৭)	৪৫ (২৫.১)	৩৬ (২০.১)	১৭৯ (১০০.০)
মোট	**সংখ্যা (%)**	**২০০ (১৫.০)**	**৪০৫ (৩০.৩)**	**৩১২ (২৩.৪)**	**৪১৯ (৩১.৪)**	**১৩৩৬ (১০০.০)**

সারণী -৪৩ ঃ অঞ্চলভেদে সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের পারিবারিক মাসিক ব্যয়ভিত্তিক বিন্যাস

অঞ্চল		পারিবারিক মাসিক ব্যয় (টাকা)				মোট
		অনূর্ধ্ব ১০,০০০	১০,০০০- ২০,০০০	>২০,০০০ - ৩০,০০০	৩০,০০০+	
ঢাকা	সংখ্যা (%)	১৯ (৯.৩)	৭৮ (৩৮.০)	৫২ (২৫.৪)	৫৬ (২৭.৩)	২০৫ (১০০.০)
চট্টগ্রাম	সংখ্যা (%)	১৯ (৯.৫)	৮০ (৪০.০)	৫৮ (২৯.০)	৪৩ (২১.৫)	২০০ (১০০.০)
রাজশাহী	সংখ্যা (%)	৪৭ (৩৩.৬)	৫৬ (৪০.০)	২৫ (১৭.৯)	১২ (৮.৬)	১৪০ (১০০.০)
খুলনা	সংখ্যা (%)	৫৬ (৩৫.০)	৭০ (৪৩.৮)	১৯ (১১.৯)	১৫ (৯.৪)	১৬০ (১০০.০)
রংপুর	সংখ্যা (%)	১৫ (১৩.২)	৪৪ (৩৮.৬)	৩১ (২৭.২)	২৪ (২১.১)	১১৪ (১০০.০)
বরিশাল	সংখ্যা (%)	৪৬ (৩০.৯)	৭১ (৪৭.৭)	২৪ (১৬.১)	৮ (৫.৪)	১৪৯ (১০০.০)
সিলেট	সংখ্যা (%)	১০ (৫.৩)	৬২ (৩২.৮)	৬৮ (৩৬.০)	৪৯ (২৫.৯)	১৮৯ (১০০.০)
বগুড়া	সংখ্যা (%)	২৪ (১৩.৪)	৯০ (৫০.৩)	৪০ (২২.৩)	২৫ (১৪.০)	১৭৯ (১০০.০)
মোট	**সংখ্যা (%)**	**২৩৬ (১৭.৭)**	**৫৫১ (৪১.২)**	**৩১৭ (২৩.৭)**	**২৩২ (১৭.৪)**	**১৩৩৬ (১০০.০)**

সারণী-৪৪ ঃ অঞ্চলভেদে সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের পারিবারিক মাসিক আয়/ব্যয়ভিত্তিক সঞ্চয় বিন্যাস

অঞ্চল		সঞ্চয়			মোট
		ঋণাত্মক সঞ্চয়	সঞ্চয় নেই	ধনাত্মক সঞ্চয়	
ঢাকা	সংখ্যা (%)	১৩ (৬.৩)	৪০ (১৯.৫)	১৫২ (৭৪.১)	২০৫ (১০০.০)
চট্টগ্রাম	সংখ্যা (%)	৫ (২.৫)	৩৪ (১৭.০)	১৬১ (৮০.৫)	২০০ (১০০.০)
রাজশাহী	সংখ্যা (%)	৬৩ (৪৫.০)	১৪ (১০.০)	৬৩ (৪৫.০)	১৪০ (১০০.০)
খুলনা	সংখ্যা (%)	৫০ (৩১.৩)	৩৪ (২১.৩)	৭৬ (৪৭.৫)	১৬০ (১০০.০)
রংপুর	সংখ্যা (%)	৩০ (২৬.৩)	১০ (৮.৮)	৭৪ (৬৪.৯)	১১৪ (১০০.০)
বরিশাল	সংখ্যা (%)	৫ (৩.৪)	১৭ (১১.৪)	১২৭ (৮৫.২)	১৪৯ (১০০.০)
সিলেট	সংখ্যা (%)	৯ (৪.৮)	৪২ (২২.২)	১৩৮ (৭৩.০)	১৮৯ (১০০.০)
বগুড়া	সংখ্যা (%)	৩০ (১৬.৮)	৪২ (২৩.৫)	১০৭ (৫৯.৮)	১৭৯ (১০০.০)
মোট	**সংখ্যা (%)**	**২০৫ (১৫.৩)**	**২৩৩ (১৭.৪)**	**৮৯৮ (৬৭.২)**	**১৩৩৬ (১০০.০)**

সারণী-৪৫ঃ অঞ্চলভেদে প্রথমবার সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের বিন্যাস

অঞ্চল		প্রথমবার সঞ্চয়পত্র ক্রেতা		মোট
		হ্যাঁ	না	
ঢাকা	সংখ্যা (%)	৭১ (৩৪.৬)	১৩৪ (৬৫.৪)	২০৫ (১০০.০)
চট্টগ্রাম	সংখ্যা (%)	৬৮ (৩৪.০)	১৩২ (৬৬.০)	২০০ (১০০.০)
রাজশাহী	সংখ্যা (%)	৮৪ (৬০.০)	৫৬ (৪০.০)	১৪০ (১০০.০)
খুলনা	সংখ্যা (%)	৯৯ (৬১.৯)	৬১ (৩৮.১)	১৬০ (১০০.০)
রংপুর	সংখ্যা (%)	৭৩ (৬৪.০)	৪১ (৩৬.০)	১১৪ (১০০.০)
বরিশাল	সংখ্যা (%)	৬০ (৪০.৩)	৮৯ (৫৯.৭)	১৪৯ (১০০.০)
সিলেট	সংখ্যা (%)	১০০ (৫২.৯)	৮৯ (৪৭.১)	১৮৯ (১০০.০)
বগুড়া	সংখ্যা (%)	৭১ (৩৯.৭)	১০৮ (৬০.৩)	১৭৯ (১০০.০)
মোট	**সংখ্যা (%)**	**৬২৬ (৪৬.৯)**	**৭১০ (৫৩.১)**	**১৩৩৬ (১০০.০)**

সারণী-৪৬ ঃ অঞ্চলভেদে সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের পরিমাণের বিন্যাস

অঞ্চল		সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)			মোট
		০ - ৫	>৫ - ১০	১০+	
ঢাকা	সংখ্যা (%)	৭৪ (৩৬.১)	৪৫ (২২.০)	৮৬ (৪২.০)	২০৫ (১০০.০)
চট্টগ্রাম	সংখ্যা (%)	৯৯ (৪৯.৫)	৩৬ (১৮.০)	৬৫ (৩২.৫)	২০০ (১০০.০)
রাজশাহী	সংখ্যা (%)	৮৪ (৬০.০)	৩৪ (২৪.৩)	২২ (১৫.৭)	১৪০ (১০০.০)
খুলনা	সংখ্যা (%)	৯০ (৫৬.৩)	৩৪ (২১.৩)	৩৬ (২২.৫)	১৬০ (১০০.০)
রংপুর	সংখ্যা (%)	৬৪ (৫৬.১)	১৯ (১৬.৭)	৩১ (২৭.২)	১১৪ (১০০.০)
বরিশাল	সংখ্যা (%)	১০১ (৬৭.৮)	৩৪ (২২.৮)	১৪ (৯.৪)	১৪৯ (১০০.০)
সিলেট	সংখ্যা (%)	৯৭ (৫১.৩)	৪৪ (২৩.৩)	৪৮ (২৫.৪)	১৮৯ (১০০.০)
বগুড়া	সংখ্যা (%)	১২২ (৬৮.২)	৩০ (১৬.৮)	২৭ (১৫.১)	১৭৯ (১০০.০)
মোট	**সংখ্যা (%)**	**৭৩১ (৫৪.৭)**	**২৭৬ (২০.৭)**	**৩২৯ (২৪.৬)**	**১৩৩৬ (১০০.০)**

সারণী-৪৭ ঃ অঞ্চলভেদে সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)

অঞ্চল	সঞ্চয়পত্রে গড় বিনিয়োগের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	পেনশন সঞ্চয়পত্রে গড় বিনিয়োগের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	পারিবারিক সঞ্চয়পত্রে গড় বিনিয়োগের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	৩ মাস মেয়াদী সঞ্চয়পত্রে গড় বিনিয়োগের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	৫ বছর মেয়াদী সঞ্চয়পত্রে গড় বিনিয়োগের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	অন্যান্য সঞ্চয়পত্রে গড় বিনিয়োগের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)
ঢাকা	১১.১৯	৩.১৫	১.৫২	৬.৪৬	০.০৯	০.০০
চট্টগ্রাম	৮.৮৫	২.৪০	১.৯৬	৪.০৫	০.৩৮	০.০৫
রাজশাহী	৬.৪৩	২.২৭	১.৩৬	২.৬৮	০.১২	০.০০
খুলনা	৭.০৯	২.০৪	১.৬৮	২.৮৪	০.৫২	০.০১
রংপুর	৯.৪৯	২.৪৯	২.৫৬	৩.৭৩	০.৬১	০.১০
বরিশাল	৫.২১	১.৯৩	১.০৮	২.১৯	০.০৩	০.০০
সিলেট	৮.১৬	২.৯০	১.৮২	৩.১৭	০.২৭	০.০০
বগুড়া	৫.৮১	১.৩০	১.৫০	২.৭০	০.৩১	০.০০
মোট	**৭.৮৯**	**২.৩৪**	**১.৬৭**	**৩.৫৯**	**০.২৮**	০.০২

সারণী-৪৮ঃ অঞ্চলভেদে সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের যৌথ মালিকানাভিত্তিক সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের বিন্যাস

অঞ্চল		মালিকানাভিত্তিক সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ		মোট
		একক বিনিয়োগ	যৌথ বিনিয়োগ	
ঢাকা	সংখ্যা (%)	১৭০ (৮২.৯)	৩৫ (১৭.১)	২০৫ (১০০.০)
চট্টগ্রাম	সংখ্যা (%)	১৬১ (৮০.৫)	৩৯ (১৯.৫)	২০০ (১০০.০)
রাজশাহী	সংখ্যা (%)	১৩৫ (৯৬.৪)	৫ (৩.৬)	১৪০ (১০০.০)
খুলনা	সংখ্যা (%)	১৫১ (৯৪.৪)	৯ (৫.৬)	১৬০ (১০০.০)
রংপুর	সংখ্যা (%)	১০৮ (৯৪.৭)	৬ (৫.৩)	১১৪ (১০০.০)
বরিশাল	সংখ্যা (%)	১৩৪ (৮৯.৯)	১৫ (১০.১)	১৪৯ (১০০.০)
সিলেট	সংখ্যা (%)	১৫৬ (৮২.৫)	৩৩ (১৭.৫)	১৮৯ (১০০.০)
বগুড়া	সংখ্যা (%)	১৬৬ (৯২.৭)	১৩ (৭.৩)	১৭৯ (১০০.০)
মোট	**সংখ্যা (%)**	**১১৮১ (৮৮.৪)**	**১৫৫ (১১.৬)**	**১৩৩৬ (১০০.০)**

সারণী-৪৯ঃ অঞ্চলভেদে সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের সঞ্চয়পত্র ব্যতীত অন্য সঞ্চয়

অঞ্চল		সঞ্চয়পত্র ব্যতীত অন্য সঞ্চয়		মোট
		হ্যাঁ	না	
ঢাকা	সংখ্যা (%)	৭১ (৩৪.৬)	১৩৪ (৬৫.৪)	২০৫ (১০০.০)
চট্টগ্রাম	সংখ্যা (%)	৮৬ (৪৩.০)	১১৪ (৫৭.০)	২০০ (১০০.০)
রাজশাহী	সংখ্যা (%)	১৭ (১২.১)	১২৩ (৮৭.৯)	১৪০ (১০০.০)
খুলনা	সংখ্যা (%)	২৪ (১৫.০)	১৩৬ (৮৫.০)	১৬০ (১০০.০)
রংপুর	সংখ্যা (%)	৩০ (২৬.৩)	৮৪ (৭৩.৭)	১১৪ (১০০.০)
বরিশাল	সংখ্যা (%)	৫১ (৩৪.২)	৯৮ (৬৫.৮)	১৪৯ (১০০.০)
সিলেট	সংখ্যা (%)	২৫ (১৩.২)	১৬৪ (৮৬.৮)	১৮৯ (১০০.০)
বগুড়া	সংখ্যা (%)	২০ (১১.২)	১৫৯ (৮৮.৮)	১৭৯ (১০০.০)
জাতীয় পর্যায়	**সংখ্যা** (%)	**৩২৪** (২৪.৩)	**১০১২** (৭৫.৭)	**১৩৩৬** (১০০.০)

সারণী-৫০ঃ বয়সভিত্তিক সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের পরিমাণের বিন্যাস

বয়স	সংখ্যা	গড় বিনিয়োগ (লক্ষ টাকা)	পরিমিত ব্যবধান
<৪০	২৯৫	৫.৮৮	৭.২৫
৪০ - ৫৬	৫৭৩	৭.০২	৭.১৭
৫৭+	৪৬৮	১০.২১	৯.০৬
মোট	**১৩৩৬**	**৭.৮৯**	**৮.০৯**

সারণী -৫১ঃ বয়সভিত্তিক সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের পরিমাণের বিন্যাস

বয়স	সংখ্যা	গড় বিনিয়োগ (লক্ষ টাকা)	পরিমিত ব্যবধান
<৪০	২৯৫	৫.৮৮	৭.২৫
৪০-৫৬	৫৭৩	৭.০২	৭.১৭
৫৭+	৪৬৮	১০.২১	৯.০৬
মোট	**১৩৩৬**	**৭.৮৯**	**৮.০৯**

সারণী -৫২ঃ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের পরিমাণের বিন্যাস

ধর্ম	সংখ্যা	গড় বিনিয়োগ (লক্ষ টাকা)	পরিমিত ব্যবধান
ইসলাম	১০১৫	৭.৭১	৮.০৫
হিন্দু	২৯২	৮.৩৫	৮.৩০
বৌদ্ধ	২১	৯.৯৮	৭.৬৪
খ্রিষ্টান	৮	৭.৭৫	৫.৫২
মোট	**১৩৩৬**	**৭.৮৯**	**৮.০৯**

সারণী -৫৩ঃ লিঙ্গভেদে সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের পরিমাণের বিন্যাস

লিঙ্গ	সংখ্যা	গড় বিনিয়োগ (লক্ষ টাকা)	পরিমিত ব্যবধান
পুরুষ	৭০২	৮.৮৭	৮.৬০
মহিলা	৬৩৪	৬.৮০	৭.৩৪
মোট	**১৩৩৬**	**৭.৮৯**	**৮.০৯**

সারণী -৫৪ঃ পেশাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের পরিমাণের বিন্যাস

পেশা	সংখ্যা	গড় বিনিয়োগ (লক্ষ টাকা)	পরিমিত ব্যবধান
কৃষি কাজ	২০	৪.৯৩	৩.৭৮
সরকারী চাকুরীজীবী	৯৩	৬.৭০	৭.০৪
গৃহিনী	৪৫৫	৬.৬১	৬.৫১
ছাত্র/ছাত্রী	২৭	৬.৬৯	৭.০৩
ডাক্তার	১৪	১৫.৬৩	১৮.৩১
উকিল	৭	৬.৭১	৪.৩৯
ইঞ্জিনিয়ার	৬	৭.০০	৩.৪৬
বেসরকারী চাকুরীজীবী	৭৬	৬.১৮	৬.৯৬
ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারী	২৮	৭.৬৮	৯.৯৮
এনজিও কর্মী	৫	৫.৬০	৪.২৮
পেনশন সুবিধাভোগী	২৬১	১০.৮০	৯.৪২
শিক্ষক/শিক্ষিকা	৯০	৫.০৫	৫.৫০
কবিরাজ	১	২	NA
নার্স	৪	২.২৫	১.২৬
গাড়ী চালক	৪	৪.৭৫	৩.৭৭
ব্যবসা	৭৬	৮.৪০	৭.৯০
পুলিশ	৪	৫	০.০০
বিজিবি	১	২	NA
বেসরকারী চাকুরীজীবী (অবসরপ্রাপ্ত)	৭৫	১০.০	৮.৭৭
অন্যান্য	৮৯	১০.০	৯.৯৩
মোট	**১৩৩৬**	**৭.৮৯**	**৮.০৯**

সারণী -৫৫ঃ পরিবারে উপার্জনক্ষম ব্যক্তির সংখ্যাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের পরিমাণের বিন্যাস

পরিবারে উপার্জনক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা	সংখ্যা	গড় বিনিয়োগ (লক্ষ টাকা)	পরিমিত ব্যবধান
০	১৩২	৮.৫৮	৮.৫১
১	৮২৭	৭.৭৮	৭.৮৬
২	২৮৯	৭.৭০	৮.২৪
৩	৬৮	৮.০৮	৮.৩৪
৪	১১	৯.৪৮	৭.৯৮
৫	৪	২.১৩	২.০২
৬	৩	২৪.০০	২০.৮৮
৭	১	২.০০	.
৯	১	১৫.০০	.
মোট	**১৩৩৬**	**৭.৮৯**	**৮.০৯**

সারণী -৫৬ ঃ পরিবারে উপার্জনক্ষম ব্যক্তির সংখ্যাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের পরিমাণের বিন্যাস

পরিবারে উপার্জনক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা	সংখ্যা	গড় বিনিয়োগ (লক্ষ টাকা)	পরিমিত ব্যবধান
শূন্য	১৩২	৮.৫৮	৮.৫১
একজন	৮২৭	৭.৭৮	৭.৮৬
দুইজন	২৮৯	৭.৭০	৮.২৪
তিন ও তদূর্ধ্ব	৮৮	৮.৫৪	৯.০৮
মোট	**১৩৩৬**	**৭.৮৯**	**৮.০৯**

সারণী -৫৭ঃ পল্লী / শহরভিত্তিক সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের পরিমাণের বিন্যাস

পল্লী/শহর	বিনিয়োগকারীর সংখ্যা	গড় বিনিয়োগ (লক্ষ টাকা)	পরিমিত ব্যবধান
শহর	১১১৪	৮.৩৫	৮.৪৯
পল্লী	২২২	৫.৫৫	৫.০১
মোট	**১৩৩৬**	**৭.৮৯**	**৮.০৯**

সারণী-৫৮ ঃ আবাসস্থলভিত্তিক সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের পরিমাণের বিন্যাস

আবাসস্থল	বিনিয়োগকারীর সংখ্যা	গড় বিনিয়োগ (লক্ষ টাকা)	পরিমিত ব্যবধান
নিজ বাড়ি	৮১৩	৭.৫৯	৭.৯৯
ভাড়া বাড়ি	৫১৬	৮.৩৬	৮.২২
অন্যান্য	৭	৭.১৪	৮.৮৪
মোট	**১৩৩৬**	**৭.৮৯**	**৮.০৯**

সারণী -৫৯ ঃ পরিবারের মাসিক আয়ভিত্তিক সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের পরিমাণের বিন্যাস

পারিবারিক মাসিক আয় (টাকা)	বিনিয়োগকারীর সংখ্যা	গড় বিনিয়োগ (লক্ষ টাকা)	পরিমিত ব্যবধান
অনূর্ধ্ব ১০,০০০	২০০	৩.৬৮	২.৬৬
১০,০০০ - ২০,০০০	৪০৫	৫.৫৭	৪.৬৮
>২০,০০০ - ৩০,০০০	৩১২	৭.৭৯	৭.১৩
৩০,০০০+	৪১৯	১২.২১	১০.৬৮
মোট	**১৩৩৬**	**৭.৮৯**	**৮.০৯**

সারণী -৬০ ঃ পরিবারের মাসিক ব্যয়ভিত্তিক সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের পরিমাণের বিন্যাস

পারিবারিক মাসিক আয় (টাকা)	বিনিয়োগকারীর সংখ্যা	গড় বিনিয়োগ (লক্ষ টাকা)	পরিমিত ব্যবধান
অনূর্ধ্ব ১০,০০০	২৩৬	৪.৩৪	৪.৫৪
১০,০০০-২০,০০০	৫৫১	৬.২৬	৫.৯২
>২০,০০০ -৩০,০০০	৩১৭	৯.৩৯	৮.৪
৩০,০০০+	২৩২	১৩.৩১	১১.১৯
মোট	**১৩৩৬**	**৭.৮৯**	**৮.০৯**

সারণী -৬১ঃ পারিবারিক মাসিক সঞ্চয়ভিত্তিক সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের পরিমাণের বিন্যাস

পারিবারিক মাসিক সঞ্চয় (টাকা)	বিনিয়োগকারীর সংখ্যা	গড় বিনিয়োগ (লক্ষ টাকা)	পরিমিত ব্যবধান
ঋণাত্মক সঞ্চয়	২০৫	৬.৬৪	৫.৯৭
সঞ্চয় নেই	২৩৩	৬.৫৯	৪.৪৬
ধনাত্মক সঞ্চয়	৮৯৮	৮.৫১	৮.৭৯
মোট	**১৩৩৬**	**৭.৮৯**	**৮.০৯**

সারণী -৬২ঃ জমি/ স্থায়ী সম্পদের মালিকানাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের পরিমাণের বিন্যাস

জমি/ স্থায়ী	বিনিয়োগকারীর সংখ্যা	গড় বিনিয়োগ (লক্ষ টাকা)	পরিমিত ব্যবধান
আছে	১০০৮	৭.৮৬	৮.১৩
নেই	৩২৮	৭.৯৯	৭.৯৮
মোট	**১৩৩৬**	**৭.৮৯**	**৮.০৯**

সারণী -৬৩ ঃ পরিবারে প্রবাসী সদস্যভিত্তিক সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের পরিমাণের বিন্যাস

পরিবারে প্রবাসী সদস্য	বিনিয়োগকারীর সংখ্যা	গড় বিনিয়োগ (লক্ষ টাকা)	পরিমিত ব্যবধান
আছে	১৩৫	১০.২৫	৯.৫৬
নেই	১২০১	৭.৬২	৭.৮৭
মোট	**১৩৩৬**	**৭.৮৯**	**৮.০৯**

সারণী -৬৪ ঃ প্রথমবার সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের পরিমাণের বিন্যাস

প্রথমবার সঞ্চয়পত্র ক্রেতা	বিনিয়োগকারীর সংখ্যা	গড় বিনিয়োগ (লক্ষ টাকা)	পরিমিত ব্যবধান
হ্যাঁ	৬২৬	৭.০৪	৭.৩৯
না	৭১০	৮.৬৩	৮.৫৯
মোট	**১৩৩৬**	**৭.৮৯**	**৮.০৯**

সারণী -৬৫ ঃ সঞ্চয়পত্রের মালিকানাভিত্তিক ক্রেতাদের সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের পরিমাণের বিন্যাস

সঞ্চয়পত্রের মালিকানা	বিনিয়োগকারীর সংখ্যা	গড় বিনিয়োগ (লক্ষ টাকা)	পরিমিত ব্যবধান
একক	১১৮১	৭.২৭	৭.৪১
যৌথ	১৫৫	১২.৬১	১১.০১
মোট	**১৩৩৬**	**৭.৮৯**	**৮.০৯**

সারণী -৬৬ ঃ সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের বয়স ও সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগভিত্তিক বিন্যাস

সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ (লক্ষ টাকা)		বয়স			মোট
		<৪০	৪০ - ৫৬	৫৭+	
০ - ৫	সংখ্যা	২০৪	৩৩৯	১৮৮	৭৩১
	(%)	(২৭.৯)	(৪৬.৪)	(২৫.৭)	(১০০.০)
>৫ - ১০	সংখ্যা	৪৫	১১৪	১১৭	২৭৬
	(%)	(১৬.৩)	(৪১.৩)	(৪২.৪)	(১০০.০)
১০+	সংখ্যা	৪৬	১২০	১৬৩	৩২৯
	(%)	(১৪.০)	(৩৬.৫)	(৪৯.৫)	(১০০.০)
মোট	**সংখ্যা**	**২৯৫**	**৫৭৩**	**৪৬৮**	**১৩৩৬**
	(%)	(২২.১)	(৪২.৯)	(৩৫.০)	(১০০.০)

সারণী -৬৭ ঃ অঞ্চলভেদে পারিবারিক মাসিক গড় আয়, সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগলব্ধ গড় আয় ও তার শতকরা হার

অঞ্চল	বিনিয়োগকারীর সংখ্যা	পরিবারের মাসিক গড় আয় (টাকা)	সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগলব্ধ গড় মাসিক আয় (টাকা)	সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগলব্ধ আয়ের শতকরা হার (%)
ঢাকা	২০৫	৩৬৭৮০.৩৪	৯২০৭.২৩	২৫.০৩
চট্টগ্রাম	২০০	৩৬৪৫২.৯৭	৭৩৭৫.৬২	২০.২৩
রাজশাহী	১৪০	১৯৭৩১.৩১	৫৪৩৫.৭৯	২৭.৫৫
খুলনা	১৬০	২১৩৭০.৬০	৫৯৬৬.২০	২৭.৯২
রংপুর	১১৪	৩০২৯৭.০০	৮০২১.৯৮	২৬.৪৮
বরিশাল	১৪৯	২৩২২৩.৫৯	৪৪২১.২৬	১৯.০৪
সিলেট	১৮৯	৩৩৭৭০.৬০	৬৯২৫.৪৮	২০.৫১
বগুড়া	১৭৯	২৩০৬৪.৭১	৪৮৪৪.২৭	২১.০০
মোট	**১৩৩৬**	**২৮৭৭০.৬৯**	**৬৬০৭.৪৩**	**২২.৯৭**

সারণী -৬৮ ঃ লিঙ্গভেদে পারিবারিক মাসিক গড় আয়, সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগলব্ধ গড় আয় ও তার শতকরা হার

লিঙ্গ	সংখ্যা	পরিবারের মাসিক গড় আয় (টাকা)	সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগলব্ধ গড় মাসিক আয় (টাকা)	সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগলব্ধ আয়ের শতকরা হার (%)
পুরুষ	৭০২	২৮৯৩৫.৬৩	৭৩৪৪.২৬	২৫.৩৮
মহিলা	৬৩৪	২৮৫৮৮.০৬	৫৭৯১.৫৭	২০.২৬
মোট	**১৩৩৬**	২৮৭৭০.৬৯	৬৬০৭.৪৩	**২২.৯৭**

সারণী -৬৯ ঃ বয়সভিত্তিক পারিবারিক মাসিক গড় আয়, সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগলব্ধ গড় আয় ও তার শতকরা হার

বয়স	সংখ্যা	পরিবারের মাসিক গড় আয় (টাকা)	সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগলব্ধ গড় মাসিক আয় (টাকা)	সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগলব্ধ আয়ের শতকরা হার (%)
<৪০	২৯৫	২৯৩০৭.১৫	৪৯১৮.২৬	১৬.৭৮
৪০ - ৫৬	৫৭৩	২৮৯১৬.৬৫	৫৭৫১.৮২	১৯.৮৯
৫৭+	৪৬৮	২৮২৫৩.৮৩	৮৭১৯.৭৫	৩০.৮৬
মোট	**১৩৩৬**	**২৮৭৭০.৬৯**	**৬৬০৭.৪৩**	**২২.৯৭**

সারণী -৭০ ঃ ধর্মভিত্তিক পারিবারিক মাসিক গড় আয়, সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগলব্ধ গড় আয় ও তার শতকরা হার

ধর্ম	সংখ্যা	পরিবারের মাসিক গড় আয় (টাকা)	সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগলব্ধ গড় মাসিক আয় (টাকা)	সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগলব্ধ আয়ের শতকরা হার (%)
ইসলাম	১০১৫	২৮৫৬৪.৫২	৬৪৫০.১২	২২.৫৮
হিন্দু	২৯২	২৯২০৮.৯০	৭০২৫.০৩	২৪.০৫
বৌদ্ধ	২১	৩৪৯৩০.৬৩	৮৬৩৩.৮৫	২৪.৭২
খ্রিষ্টান	৮	২২৭৬৪.৩৮	৬০০৩.৭৫	২৬.৩৭
মোট	**১৩৩৬**	**২৮৭৭০.৬৯**	**৬৬০৭.৪৩**	**২২.৯৭**

সারণী -৭১ ঃ সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের মধ্যে মহিলা পরিবার প্রধানদের বিভিন্ন তথ্য/উপাত্ত

মহিলা পরিবার প্রধানদের সংখ্যা (%)	গড় বয়স (বছর)	পবিবারের গড় সদস্য সংখ্যা	পবিবারের গড় আয় (টাকা)	পবিবারের গড় ব্যয় (টাকা)	পবিবারের গড় সঞ্চয় (টাকা)	সঞ্চয়পত্রে গড় বিনিয়োগ (লক্ষ টাকা)	সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগলব্ধ গড় মাসিক আয় (টাকা)	আয়ের কতভাগ সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ থেকে আসে (%)
১৫৫, (১১.৬)	৪৮.৫০	৩.৮৮	২০৬৮৬.৫৬	১৭২৪৬.৭১	৩৪৩৯.৮৫	৭.০৩	৫৯১১.৫৫	২৮.৫৮

পরিশিষ্ট-২ ঃ প্রশ্নমালা

জাতীয় সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যের ওপর প্রশ্নমালা

আইডি নং-............................ **বিভাগ/অঞ্চল ঃ-..........................**

সেকশন-১ ঃ (সাধারণ)

১। **নাম ঃ ....(ঐচ্ছিক)**

২। **বয়স ঃ .... বছর**

ধর্ম ঃ ....

৩। **শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ....**

৪। **লিঙ্গ ঃ পুরুষ/মহিলা**

৫। **পেশা ঃ**

(১) কৃষি কাজ (২) সরকারি চাকুরীজীবী (৩) গৃহিনী(৪) ছাত্র/ছাত্রী (৫) ডাক্তার (৬) উকিল (৭) ইঞ্জিনিয়ার (৮) বেসরকারী চাকুরীজীবী, (৯) ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারি (১০) এনজিও কর্মী (১১) পেনশন সুবিধাভোগী (১২) শিক্ষক/শিক্ষিকা (১৩) কবিরাজ (১৪) ইমাম (১৫) নার্স (১৬) গাড়ী চালক (১৭) ব্যবসা (১৮) আর্মি (১৯) পুলিশ (২০) বিজিবি (২১) অবসরপ্রাপ্ত সরকারী চাকুরীজীবী (২২) অবসরপ্রাপ্ত বেসরকারী চাকুরীজীবী (২৩) অন্যান্য

৬। **সঞ্চয়পত্র ক্রেতা খানা প্রধান না হলে তার সম্পর্ক ঃ**

ক) স্বামী

খ) স্ত্রী

গ) ছেলে

ঘ) মেয়ে

ঙ) অন্যান্য

৭। **পরিবারের সদস্য সংখ্যা ঃ**

মোট ঃ .... জন

(ক) ছেলে .... জন এবং মেয়ে .... ।

(খ) প্রাপ্ত বয়স্ক .... এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক .... ।

৮। **পরিবারে কতজন সদস্য আয় করে ঃ**

....

৯। **আপনি বর্তমানে কোথায় থাকেন ?**

ক) শহর/গ্রামে

খ) নিজস্ব বাড়ি

গ) ভাড়া বাড়ি

ঘ) অন্যান্য

১০। **পরিবারের মাসিক আয় (আনুমানিক) ঃ**

উৎস		পরিমাণ
১. কৃষি	ঃ	
২. ব্যবসা	ঃ	
৩. চাকুরী/পেনশন ভাতা	ঃ	
৪. বাড়িভাড়া	ঃ	
৫. অর্থলগ্নী	ঃ	
৬. অন্যান্য	ঃ	

১১। **পরিবারে কতজন সদস্য প্রবাসী ঃ**

....

১২। জমি অথবা অন্যান্য স্হায়ী সম্পদ আছে কিনা ? হ্যাঁ/না

....

১৩। হ্যাঁ হলে পরিমাণ কত ?

১৪। **পারিবারিক ব্যয় ?**

ব্যয়ের খাত (মাসিক)	পরিমাণ
১. ভরণপোষণ	
২. যাতায়াত	
৩. শিক্ষা	
৪. চিকিৎসা	
৫. বাড়ী ভাড়া	
৬. উৎসব/বিবাহ ইত্যাদি	
৭. কর	
৮. যাকাত/দান ইত্যাদি	
মোট ঃ	

সেকশন-২

আপনি কি প্রথমবার সঞ্চয়পত্র ক্রয় করেছেন ? হ্যাঁ/না

হ্যাঁ হলে ক্রয়ের তারিখ/সাল ঃ...................

১৫। সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগকৃত টাকার পরিমাণ ঃ

১৬। বিনিয়োগের ধরন ঃ

ধরণ	পরিমাণ	সময়
ক) পেনশন		
খ) পারিবারিক		
গ) তিন মাস অন্তর		
ঘ) ৫ বছর মেয়াদী		
ঙ) অন্যান্য		

১৭। যৌথনামে সঞ্চয়পত্র ক্রয় করেছেন কি না ?

হ্যাঁ ....

না ....

হ্যাঁ হলে যৌথভাবে সঞ্চয়পত্র ক্রেতার সাথে সম্পর্ক কি?

১. বাবা

২. মা

৩. ভাই/বোন

৪. আত্মীয় স্বজন

৫. অন্যান্য

সেকশন-৩

১৮। সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের কারণ কি ঃ

....

১৯। আপনার কাছে কি মনে হয় এটা অন্যান্য বিনিয়োগ মাধ্যম থেকে লাভজনক ?

ক) হ্যাঁ

খ) না

২০। হ্যাঁ হলে কোন অর্থে লাভজনক ?

২১। না হলে আপনার মতামত উল্লেখ করুন ঃ

২২। সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগে কোন রকম ঝামেলা আছে কি না ?

(ক) হ্যাঁ

(খ) না

হ্যাঁ হলে উল্লেখ করুন ঃ ....

২৩। সঞ্চয়পত্র ছাড়া অন্য কোন/কোথায় সঞ্চয় আছে কি না ?

(ক) হ্যাঁ

(খ) না

হ্যাঁ হলে কোন কোন সঞ্চয় মাধ্যমে (saving instruments) বিনিয়োগ করেছেন তার একটা তালিকা ।

(ক) ব্যাংক ....

(খ) এনজিও ....

(গ) গ্রাম্য মহাজন ....

(ঘ) অন্যান্য ....